উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ১৫ চৈত্র ১৪৩০ শুক্রবার ৪.০০ টাকা 29 March 2024 Friday 14 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in

ডানা ছাঁটা হতে পারে হার্দিকের

তেরোর পাতায়

শিবসেনায় যোগ গোবিন্দার

নয়ের পাতায়

মেয়েকে ধর্ষণ, পিটুনি বাবাকে

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ২৮ মার্চ : সুযোগ পেলেই ১২ বছরের মেয়েটার ওপর যৌন নির্যাতন চালাত বাবা। মা দু'-একবার প্রতিবাদ করেছেন বটে, কিন্তু উলটে মিলেছে হুমকি। বাবার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে দিনকয়েক আগে আত্মীয়ের বাড়িতেও চলে গিয়েছিল মেয়েটা। দু'দিন আগে বাড়ি ফিরতেই ফের শুরু হয় নৃশংস অত্যাচার। বৃহস্পতিবার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙে কিশোরীর। তার চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা জানতে পারেন এই কাণ্ড। আর তারপরই বেদম প্রহার পড়ে বাবার ওপর। গণধোলাই দেওয়ার পর পুলিশ এসে উদ্ধার করে নিয়ে যায় তাকে। ঘটনাটি ঘটেছে বাগডোগরা থানা এলাকায়। একেবারে শহরের গা ঘেঁষে এমন ঘটনায় তাজ্জব সকলেই।

রাতেই থানায় স্বামীর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন মেয়েটির মা। তিনি বলছেন, 'দু'মাস ধরে মাঝেমধ্যে মেয়ের ওপর যৌন নির্যাতন করত ওর বাবা। বলার পরও শুনত না। আমরা বাড়িতে না থাকলেই এই কাণ্ড ঘটাত। ভয়ে মেয়ে প্রতিবাদ করতে সাহস পেত না।' পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শুক্রবার মেয়েটির শারীরিক পরীক্ষা করানো হবে।

প্রতিবেশীদের অভিযোগ আরও ভয়ংকর। স্থানীয় বাসিন্দা সবিতা বর্মন বলছেন, 'ওই বাড়িতে দীর্ঘদিন চোলাইয়ের কারবার চলছে। তারাবাড়ির কারখানা থেকে চোলাই এনে এখানে বিক্রি করা হত।' আরেক প্রতিবেশীর কথায়, 'মেয়েটির মা প্রথম থেকেই সব জানতেন। কিন্তু সেই অর্থে প্রতিবাদ করেননি। গোটা বাড়িটাই নেশার আঁতুড়। সেখানে এমন কাণ্ড অস্বাভাবিক নয়।'

এদিন দুপুরে নাবালিকার চিৎকার শুনে প্রতিবেশী মহিলারা প্রথমে এককাট্টা হন। তাঁরা প্রতিবাদ শুরু করলে পুরুষরাও শামিল হন। এরপরই মেয়েটির বাবাকে বাইরে এনে শুরু হয় গণধোলাই। খবর পেয়ে বাগডোগরা থানার পুলিশ এসে জনতার রোষ থেকে তাকে উদ্ধার করে।

DESUN EXPRESS CLINIC SILIGURI
মাত্র 4 ঘণ্টার মধ্যে একই দিনে
ডাক্তার দেখান
রিপোর্ট পান
আবার ডাক্তার দেখিয়ে প্রেসক্রিপশন পান
90 5171 5171

আক্রমণ কেজরির

তাঁর গ্রেপ্তারিকে রাজনৈতিক চক্রান্ত এবং আপকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্য বলে আদালতে তোপ দাগলেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। বৃহস্পতিবার রাউজ অ্যাভিনিউ আদালতে নিজেই সওয়াল করেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী।

বিস্তারিত নয়ের পাতায়

খাবার নষ্ট

২০২২ সালে বিশ্বজুড়ে ১০০ কোটি টনেরও বেশি খাবার নষ্ট হয়েছে। তার বেশিরভাগই আবার পারিবারিক পরিসরে। এই ঘটনাকে বিশ্ব ট্র্যাজেডি বলে মন্তব্য করেছেন রাষ্ট্রসংঘের পরিবেশ বিষয়ক অধিকর্তা।

বিস্তারিত নয়ের পাতায়

পাহাড়জুড়ে শুরু ভোটের উন্মাদনা

ইন্ডিয়া জোটে অজয়, সম্ভাব্য প্রার্থী মণীশ

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৮ মার্চ : কংগ্রেসে যোগ দিলেন না ঠিকই, কিন্তু সেই কংগ্রেসের 'ঘরে' বসেই ইন্ডিয়া জোটে শামিল হলেন হামরো পার্টির নেতা অজয় এডওয়ার্ড। বৃহস্পতিবার বিকেলে নয়াদিল্লিতে কংগ্রেসের সদর দপ্তরে বসে বিজেপি তথা নরেন্দ্র মোদির সরকারকে তুলোধোনাও করলেন অজয়। কংগ্রেসের অন্দরে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে, অজয় কংগ্রেসের হয়ে লড়তে নারাজ। বরং তাঁর ইচ্ছেমতোই হাত প্রতীকে লড়তে চলেছেন কালিম্পংয়ের বাসিন্দা অধ্যাপক মণীশ তামাং। এদিন অজয়ের পাশে বসে কংগ্রেসে যোগও দিয়েছেন ভারতীয় গোর্খা পরিসংঘের কেন্দ্রীয় সভাপতি মণীশ। আর তারপরই জল্পনা বেড়েছে কয়েকগুণ।

কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্ব এমন

বিনয়ের দল ছাড়ার ইঙ্গিত

সিদ্ধান্ত নিতে চলায় বেজায় ক্ষুব্ধ দার্জিলিং আসনে দলের অন্যতম প্রার্থীর দাবিদার বিনয় তামাং। ক্ষুব্ধ বিনয় দল ছাড়ার ইঙ্গিতও দিয়েছেন। বিনয় বলছেন, 'আমি অন্তত এই নির্বাচনে মণীশ তামাং ও অজয় এডওয়ার্ডকে সমর্থন করতে পারছি না। কংগ্রেসের দু'-একজন নেতা যাঁরা কোনও দিন দার্জিলিং কিংবা উত্তরবঙ্গেই আসেননি, তাঁরা কংগ্রেস হাইকমান্ডকে এইসব প্রস্তাব দিচ্ছেন। যে প্রস্তাব প্রদেশ কমিটি ও জেলা কমিটির সঙ্গে আলোচনা না করেই করা হচ্ছে।' বিষয়টি নিয়ে তিনি শীঘ্রই সাংবাদিক বৈঠক করবেন বলেও জানিয়েছেন।

অজয় ইন্ডিয়া জোটে যোগ দেওয়ার পর বলছেন, 'দার্জিলিং বিভিন্ন দিক দিয়ে বঞ্চিত। পাহাড়ের ভূমিপুত্রদের মূল দাবির মধ্যেই রয়েছে পৃথক গোর্খাল্যান্ড। কংগ্রেস ষষ্ঠ তফশিল নিয়ে লোকসভায় অনেক দূর এগিয়েছিল। তবে, আমাদের একমাত্র লক্ষ্য বাংলা থেকে আলাদা হওয়া।'

এদিকে, সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে মণীশ তামাংয়ের নাম জল্পনায় ভেসে উঠতেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছে দার্জিলিং জেলা কংগ্রেসের একটা বড় অংশ।

এরপর দশের পাতায়

দার্জিলিংয়ের ম্যালে জনসভায় প্রার্থীকে নিয়ে গৌতম দেবরা। নেই তৃণমূলের পতাকা। ছবি : তপন দাস

গোপালের সভায় নেই তৃণমূলের ঝান্ডা

রণজিৎ ঘোষ

দার্জিলিং, ২৮ মার্চ : ভোটে লড়ছেন তৃণমূলের প্রতীকে। কিন্তু মনোনয়নপত্র পেশ কর্মসূচিতে কোথাও দলের কোনও ঝান্ডা নেই। বৃহস্পতিবার দার্জিলিংয়ে গোপাল লামার জনসভা এবং র‍্যালিতে এমনই ছবি দেখা গেল। শুধু তাই নয়, র‍্যালিতে তৃণমূল কংগ্রেস এবং জোটসঙ্গী অনীত থাপার ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার (বিজিপিএম) নেতৃত্ব দূরত্ব বজায় রেখেই হাঁটলেন। গোটা কর্মসূচিতে অনীতের জয়গান হজম করতে হল তৃণমূলকে। মাইকে টানা বাজল অনীতকে নিয়ে থিমসং। চারদিকে তাঁরই নামে জয়ধ্বনি। জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়ে বারবার হাততালি কুড়িয়েছেন অনীত। মঞ্চে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেসবই শুনলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, তৃণমূলের জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষরা।

পরিস্থিতি বুঝে অনেকেই র‍্যালিতে হাঁটার বদলে ম্যালের জনসভায় বিজিপিএমের দাপট দেখে সেখান থেকে বাড়ির পথ নিয়েছেন। পাপিয়া অবশ্য বলেছেন, 'এবার দার্জিলিং জয়ের ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত। ঝান্ডা না থাকলেও দলের প্রচুর নেতা-কর্মী এদিনের কর্মসূচিতে ছিলেন।' অনীত মুখে একবারের জন্য তৃণমূলের নাম নেননি। তিনি বলেছেন, 'উন্নয়নই একমাত্র ইস্যু। একে সামনে রেখেই জোড়াফুল চিহ্নে ভোট চাইছি। এবার আমাদের জয় নিশ্চিত।'

বৃহস্পতিবার থেকেই দার্জিলিং আসনে মনোনয়নপত্র জমা নেওয়া শুরু হয়েছে। প্রথমদিনই মনোনয়নপত্র জমা দেন তৃণমূল প্রার্থী গোপাল লামা। এই কর্মসূচিতে

মনোনয়নপত্র পেশ

- প্রথম দিনই মনোনয়নপত্র জমা দিলেন দার্জিলিংয়ের তৃণমূল প্রার্থী গোপাল লামা
- তৃণমূলের নেতা-নেত্রীরা তাঁর কর্মসূচিতে থাকলেও দলের পতাকা ছিল না
- র‍্যালিতে দূরত্ব বজায় রেখে হেঁটেছেন অনীত ও গৌতম দেবরা

অংশ নেওয়ার জন্য বুধবারই তৃণমূলের জেলা নেতৃত্ব, শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব সহ পুরনিগমের তৃণমূলের প্রায় সমস্ত কাউন্সিলার দার্জিলিং পৌঁছে গিয়েছিলেন। এদিন সকালে মহাকাল বাবার মন্দিরে পুজো দেন তৃণমূল প্রার্থী। সেখানে অনীত, পাপিয়া সহ অন্যরা ছিলেন। ম্যাল থেকে র‍্যালি করে মনোনয়নপত্র পেশ হবে এমন ঘোষণা আগেই হয়েছিল। সেই মতো হাতে দলীয় ঝান্ডা নিয়ে সকাল থেকেই ম্যালে ভিড় করেন বিজিপিএমের নেতা-কর্মীরা। ম্যালের চারদিকে বসানো মাইকে অনীতকে নিয়ে তৈরি থিমসং বাজতে থাকে। ধীরে ধীরে হোটেল থেকে বেরিয়ে ম্যালে পা বাড়ান তৃণমূলের নেতা-নেত্রীরা। কিন্তু বিজিপিএমের ঝান্ডা এবং সেই দলের নেতা-নেত্রীদের দাপট এতটাই ছিল যে তৃণমূলের লোকজনকে সেভাবে চোখেই পড়েনি।

র‍্যালি বেরোনোর আগে ম্যালের মুক্তমঞ্চে সভা হয়। সেই মঞ্চে শিলিগুড়ির নেতৃত্বকে জায়গা দেওয়া হয়েছিল ঠিকই, তবে মঞ্চের রাশ পুরোপুরি বিজিপিএমের দখলে ছিল। অনীত ভাষণে বলেন, 'এবারের লড়াই হচ্ছে উন্নয়নের লড়াই। বিজেপি ১৫ বছর ধরে মিথ্যা কথা বলে ভোট নিয়েছে। এই বিজেপিকে আর একটিও ভোট আমরা দেব না।' প্রার্থী গোপাল লামাও উন্নয়নের পক্ষে ভোট দেওয়ার আর্জি জানান।

জনসভা শেষে ম্যাল থেকে র‍্যালি শুরু হয়। র‍্যালির শুরুর দিকে গৌতম এবং পাপিয়া প্রার্থীর সঙ্গে ছিলেন। অনেকটাই পিছনের দিকে ছিলেন অনীত থাপা এবং তাঁর দলের নেতা-নেত্রীরা। তবে, গোটা মিছিলই ঢাকা পড়েছিল বিজিপিএমের হাজার হাজার ঝান্ডায়। দলের এক নেতা বলেই ফেললেন, 'পাহাড়ের মানুষ তৃণমূলের ঝান্ডা দেখলে ভোট দেবেন? এটাই আমাদের স্ট্র্যাটেজি।'

উত্তরের খোঁজে

ভোটার কোথাও আবিষ্কারক, কোথাও দুর্নীতিগ্রস্ত

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

চৈত্রের সকালে ট্রেনে শিলিগুড়ি থেকে কোচবিহার যাওয়ার সময় চোখে পড়ে, কীভাবে রেললাইনের দু'পাশে কৃষিজমির ভূগোল-ইতিহাস পালটে যাচ্ছে দ্রুত। কীভাবে বদলেছে চাষের ইতিবৃত্ত। কী জাদুতে ধান-পাটের চিরায়ত সবুজ জমির দখলদার চা এবং ভুট্টা।

শেষ বসন্তে দুই মেদিনীপুর, হাওড়া-হুগলির নীচু জমিতে বোরো ধান বাতাসে ওড়ে এসময়। আর এখানে নিউ দোমোহনি স্টেশন পর্যন্ত রেললাইনের দু'দিকে বিস্তর চা বাগান। সমতলে যে এভাবে গণহারে চা চাষ হতে পারে, আগে কে জানত? ধূপগুড়ির কাছাকাছি দু'তিনটি স্টেশনের লাগোয়া খেতে যথারীতি অজস্র আলুর লাল বস্তা সার দিয়ে রাখা। সেসব ম্লান করে সবুজ ভুট্টা আলো ছড়াচ্ছে সেখানেও। তিস্তা, জলঢাকা বা তোর্ষা পাড়ের উর্বরতর জমিতে ধানের সঙ্গে পাল্লায় ভুট্টা।

আরও একটু কোচবিহারের দিকে এগোলে যে ভুট্টাখেত প্রায় সম্রাট। চিরাচরিত তামাককে ভুলিয়ে। জলপাইগুড়ি? দশ বছর আগে জেলায় ভুট্টা চাষ হত দেড় হাজার হেক্টর জমিতে। এখন হয় প্রায় ২৮ হাজার হেক্টর জমিতে।

সবুজের দৃশ্য বুঝিয়ে দিয়ে যায়, বেশ কয়েক বছরের প্রবণতা আরও প্রাণ পাচ্ছে ইদানীং। বহু পরিচিত ধান এবং পাট যেন নতুন ঘোড়ার দাপটে থমকে দাঁড়িয়ে। জলপাইগুড়ির সীমান্ত লাগোয়া গ্রাম চাউলহাটি তো চা-হাটি হয়ে গিয়েছে কার্যত। সব কৃষকেরই ধানিজমিতে চা চাষ হচ্ছে। সিপিএমের প্রাক্তন সাংসদ মহেন্দ্র রায়েরও সব জমিতে চা বাগান। ধানিজমিকে চায়ের বাগানে পালটানো কতটা আইনি, কতটা বেআইনি, সে প্রসঙ্গ থাক। আরও বড় প্রশ্ন হচ্ছে, বিবর্তন। আর্থিক লাভের কথা ভেবে বিবর্তন।

বঙ্গ রাজনীতির আজকের ছবিটা যেন ওই কৃষিজমিগুলোর মতো। কোচবিহারে সাগরদিঘির অদূরে, দু'দিকে সিপিএম ও ফরওয়ার্ড ব্লকের বিশাল অফিসে শূন্যতা। ঠিক যেভাবে শিলিগুড়ি হিলকার্ট রোডে রাস্তার এ পার ও পারে অনিল বিশ্বাস ভবন এবং জগদীশ ভবনে আগের তুলনায় অক্ষয় শূন্যতা। ভুট্টা এবং চায়ের মতো জায়গাটা নিয়ে নিয়েছে তৃণমূল এবং বিজেপি।

নিলে কী হবে, দুটো পার্টিরই আক্ষরিক অর্থে আজকের স্লোগান 'ইধার কা মাল উধার, উধার কা মাল ইধার।' বিজেপি যে দীর্ঘ অপেক্ষার পর প্রার্থীতালিকা ঘোষণা করল, তাতে চমক হল দলবদলিয়াদের ওপর আস্থা রাখা।

এরপর দশের পাতায়

নাশকতার আতঙ্ক উত্তরে

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ২৮ মার্চ : উত্তরবঙ্গ ও সিকিমের পাহাড়, সমতল ও জঙ্গল এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে একাধিক জঙ্গিগোষ্ঠীর স্লিপার সেলের শতাধিক এজেন্ট। তাদের কাছে মদত আসছে বাংলাদেশ ও উত্তর-পূর্ব ভারত থেকে। এমন বার্তা পেয়ে উত্তরবঙ্গের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তায় সেনাকর্তারা।

সিকিমে ইন্দো-চিন সীমান্তে হঠাৎ সেনা তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। শুরু হয়েছে যুদ্ধকালীন মহড়া। বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান সীমান্ত সহ উত্তরের জেলায়, বিশেষ করে শিলিগুড়ির অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে জরুরি বৈঠক করলেন সেনাকর্তারা। তিন সীমান্তে জারি করা হয়েছে সতর্কতা।

বুধবার শিলিগুড়ির সুকনাতে সেনার ৩৩ কর্পসের পক্ষ থেকে বৈঠক ডাকা হয়েছিল। সেখানে সেনার পদস্থ কর্তারা ছাড়াও বায়ুসেনার হাসিমারা ও বাগডোগরা স্টেশনের শীর্ষ আধিকারিকও উপস্থিত ছিলেন। ৩৩ কর্পসের জেনারেল কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট জেনারেল ভিপিএস কৌশিকের নেতৃত্বে বৈঠক হয়।

এক সেনা আধিকারিকের কথায়, 'সীমান্ত এলাকায় আমাদের যথেষ্ট শক্তি রয়েছে। চিন্তা বেশি উত্তরবঙ্গের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিয়ে। যে কোনও পরিস্থিতির মোকাবিলায় যাতে যৌথভাবে কাজ করা যায় তার পরিকল্পনা করতেই বৈঠক করা হয়েছে।' উত্তরবঙ্গের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষায় যৌথ নিরাপত্তা দল তৈরির বিষয়েও আলোচনা হয়েছে।

সপ্তাহখানেক আগেই অসমের ধুবড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে আইএস-এর ভারতের দুই নেতাকে। গোয়েন্দা সূত্রের খবর, শিলিগুড়ি করিডরে হামলার ছক কষেছিল তারা। তারপরই সেনা তৎপরতা নিয়ে উদ্বেগ ছড়িয়েছে বিভিন্ন মহলে। সেনা সূত্রের খবর, চিন সীমান্ত লাগোয়া সিকিমের বেশ কয়েকটি এলাকায় ইতিমধ্যেই পর্যটকদের যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। সীমান্তে সেনার সংখ্যাও বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সিকিমে অতিরিক্ত একটি ড্রোন স্কোয়াড্রন মোতায়েন করা হচ্ছে।

সূত্রের খবর, লোকসভা নির্বাচনের জন্য প্রশাসন ও পুলিশের ব্যস্ততার সুযোগে আইএস, আল-কায়দার ভারতীয় গোষ্ঠী সহ আরও পাঁচটি জঙ্গিগোষ্ঠী বাংলাদেশ থেকে সীমান্ত পেরিয়ে উত্তরবঙ্গ ও নিম্ন অসমে ঢোকার চেষ্টা করছে। নেপাল থেকেও একাধিক জঙ্গিগোষ্ঠীর সহযোগীরা উত্তরবঙ্গে ঢুকতে চাইছে। তাদের অর্থ, অস্ত্র ও প্রযুক্তি দিয়ে সহযোগিতা করছে চিন।

স্লিপার সেলে ভয়

- আইএস, আল-কায়দার ভারতীয় গোষ্ঠী সহ আরও পাঁচটি জঙ্গিগোষ্ঠী উত্তরবঙ্গ ও নিম্ন অসমে ঢোকার চেষ্টা করছে
- নেপাল থেকেও একাধিক জঙ্গিগোষ্ঠীর সহযোগীরা উত্তরবঙ্গে ঢুকতে চাইছে
- জঙ্গিদের অর্থ, অস্ত্র ও প্রযুক্তি দিয়ে সহযোগিতা করছে চিন

সীমান্ত এলাকায় আমাদের যথেষ্ট শক্তি রয়েছে। চিন্তা বেশি উত্তরবঙ্গের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিয়ে।
-সেনাকর্তা

বৈঠকে কারা

বিএসএফের উত্তরবঙ্গের আইজি, এসএসবি'র শিলিগুড়ি ফ্রন্টিয়ারের আইজি, রাজ্য পুলিশের উত্তরবঙ্গের এডিজি, শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনার

নজরকাড়া

গোর্খা আবেগে জোট বাঁধার ছক বিমলদের

দুইয়ের পাতায়

ক্লাস ছেড়ে ঝাড়ু হাতে পড়ুয়ারা

পাঁচের পাতায়

১০০ দিনের কাজ নিয়ে ফের সংঘাত

বাংলাকে জোড়া বঞ্চনা কেন্দ্রের

নবনীতা মণ্ডল ও দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ২৮ মার্চ : লোকসভা ভোটের মুখে ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পে আবার জোড়া বঞ্চনার মুখে বাংলা। নির্বাচন কমিশনের অনুমতি নিয়ে ওই প্রকল্পে মজুরি বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু অন্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে মজুরি বৃদ্ধির হার অনেক কম। যদিও আগামী অর্থবর্ষে একটি কর্মদিবসেরও অনুমোদন দেয়নি কেন্দ্রীয় সরকার। ফলে এখন যেমন প্রকল্পটি এ রাজ্যে বন্ধ আছে, তেমনই বন্ধ থাকবে।

কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়নমন্ত্রকের ঘোষণায় আদর্শ নির্বাচনবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল, কংগ্রেস সহ বিভিন্ন বিরোধী দল। তৃণমূল আপত্তি জানিয়ে নির্বাচন কমিশনে নালিশ জানাবে। দলের অন্যতম জাতীয় মুখপাত্র সাকেত গোখলে জানিয়েছেন, ১০০ দিনের কাজ সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পে এমনিতেই রাজ্যের পাওনা ৭ হাজার কোটি টাকা। তার ওপর নতুন করে এক টাকাও বরাদ্দ করা হল না। বাংলাকে বঞ্চনা করা হল।

অনেক রাজ্যে ১০ শতাংশ পর্যন্ত মজুরি বাড়ানো হয়েছে এই প্রকল্পে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে বাড়ানো হয়েছে মাত্র ৫.৫ শতাংশ। তাও এই বৃদ্ধিতে কোনও উপকার হবে না বাংলার জব কার্ড হোল্ডারদের। কারণ, নতুন করে এ রাজ্যের জন্য বরাদ্দ করল না কেন্দ্র।

রাজ্যের পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদারের বক্তব্য, '২০২১ সালের আগে ২৮ থেকে ৩০ কোটি কর্মদিবসের অনুমোদন পেয়েছে এই রাজ্য। পরপর ৪ বছর এই প্রকল্পে রাজ্য প্রথম হয়েছে। তারপরেও এ রাজ্যের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কোনও কর্মদিবসের অনুমোদন দেয়নি।'

শ্রমিকের ভাগ্যে

- ১০০ দিনের কাজের ১০ শতাংশ পর্যন্ত মজুরি বৃদ্ধি
- বাংলায় মজুরি বাড়ল মাত্র ৫.৫ শতাংশ
- আগে ২৩৭ টাকা মজুরি পেতেন শ্রমিকরা, আগামীতে পাবেন ২৫০ টাকা

জবাবে বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়নমন্ত্রকের প্রশ্নের জবাব রাজ্য সরকার দিতে পারেনি। তৃণমূল নেতাদের টাকা চুরি করার জন্য কেন্দ্র টাকা দেবে না।'

গ্রামোন্নয়নমন্ত্রকের বুধবারের নির্দেশিকায় বিজেপি শাসিত গুজরাটে ৯.৩, ছত্তিশগড় ও মধ্যপ্রদেশে ৯.৯, বিহারে ৭.৪ ও অন্ধ্রপ্রদেশে ১০.৯ শতাংশ মজুরি বাড়ানো হয়েছে। এই বৃদ্ধি আগামী ১ এপ্রিল থেকে কার্যকর হবে। এই বৃদ্ধিকেও কটাক্ষ করেছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। তাঁর ভাষায়, '১০০ দিনের কাজ প্রকল্পের শ্রমিকদের অভিনন্দন। প্রধানমন্ত্রী আপনাদের ৭ টাকা মজুরি বাড়িয়েছেন। এখন হয়তো উনি আপনাদের জিজ্ঞাসা করতে পারেন, এত বিপুল পরিমাণ অর্থ দিয়ে আপনারা কী করবেন?'

এরপর তিনিও ভোটের আগে প্রতিশ্রুতি দেন, 'যাঁরা মোদিজির এই 'উদারতায়' ক্ষুব্ধ, তাঁরা মনে রাখবেন, 'ইন্ডিয়া' জোটের সরকার প্রথম দিন থেকে ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পে মজুরি ৪০০ টাকা করতে চলেছে।'

মমতাকে কুকথা অভিজিতের, দিলীপ লাগামছাড়াই

কলকাতা, ২৮ মার্চ : কুকথার বিরাম নেই বাংলায়। ভোট যত এগোচ্ছে, তত যেন কুরুচিপূর্ণ কথার স্রোত বইছে আরও বেশি করে। সেই স্রোতে গা ভাসানোর অভিযোগ উঠল প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধেও। তিনি বিচারপতি পদে ইস্তফা দিয়ে বিজেপির টিকিটে ভোটে লড়ছেন তমলুক কেন্দ্রে।

ভাইরাল একটি ভিডিওতে তাঁকে বলতে দেখা গিয়েছে, 'মনে হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুঘণ্টা বেজে গিয়েছে।' তৃণমূল ভিডিওটি (যার সত্যতা উত্তরবঙ্গ সংবাদ যাচাই করেনি) আপলোড করে প্রচার করছে, বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর মৃত্যুকামনা করছেন অভিজিৎ। এজন্য নির্বাচন কমিশনে নালিশ করেছে তৃণমূল।

অভিজিৎ অবশ্য বলেছেন, তাঁর বক্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। তাঁর বক্তব্য, 'কোনও ব্যক্তির প্রসঙ্গে আমি বলিনি। আমি মুখ্যমন্ত্রীর দলের মৃত্যুর কথা বলেছি। তবে কথায় একটা ফাঁক ছিল। আমি আলঙ্কারিক অর্থে বলেছি। ভেবেছিলাম, ওঁরা সেটা বুঝবেন।'

দিলীপ ঘোষও অবশ্য মুখে লাগাম দেননি। তাঁর দল ও নির্বাচন কমিশন জবাবদিহি চাওয়ার পরেও তিনি মন্তব্যে একইরকম বেপরোয়া। নির্বাচন কমিশনকেই বৃহস্পতিবার 'মেসো' বলে কটাক্ষ করেছেন বর্ধমান-দুর্গাপুরের বিজেপি প্রার্থী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর 'অশালীন' মন্তব্যের অভিযোগে নির্বাচন কমিশনে নালিশ জানাতে গিয়েছিল তৃণমূলের ১০ সদস্যের প্রতিনিধিদল। সেই প্রসঙ্গের উল্লেখ করলে বৃহস্পতিবার সকালে তিনি বলেন, 'আমার অবাক লাগল, একটি চিঠি দিতে তৃণমূলের ১০ জন গিয়েছে! ভাই, কী এমন হয়ে গিয়েছে যে সকালে উঠে মেসোর বাড়ি দৌড়েছে?'

বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনের জোড়া শোকজের প্রসঙ্গ তুলতেই অবশ্য তিনি তেতে ওঠেন। তিনি বক্রোক্তি করেন, 'তোমরা রাস্তাঘাটে দাঁড়িয়ে কী বলছ, সেজন্য আমরা তো তা মেসোমশাইয়ের কাছে যাই না। আমরা বলি না, মেসোমশাই এদের একটু কান মুলে দিন।' দিলীপের যুক্তি, রাস্তায় নেমে রাজনীতি করার মতো অবস্থায় নেই তৃণমূল। তাই পদে পদে নালিশ করতে কমিশনে দৌড়োতে হচ্ছে।

তৃণমূলের মুখপাত্র শান্তনু সেন বলেন, 'শুধু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নন, সবসময় মহিলাদের বিরুদ্ধে কুকথা বলা দিলীপের অভ্যাস। ওঁর দল ও কমিশন শোকজ করেছে। তারপরেও কোনও অনুশোচনা নেই ওঁর।' তবে দিলীপ-ঘনিষ্ঠদের মতে, আসলে এসব ওঁর কৌশল। উনি জানেন, বিতর্ক থাকলে প্রচারে থাকা যায়। কুকথায় কম যান না তৃণমূলের কুণাল ঘোষও। শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে তিনি বলেন, 'আবার ওঁর বাবা তুলব। যা করার আছে করুন।'

ভোটে লড়তে কিউআর কোডে টাকা চাইছেন ভিক্টর

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ২৮ মার্চ : লোকসভা ভোট মানেই কোটি কোটি টাকার খেলা। অন্তত সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে রাজনৈতিক মহলের কাছে বিষয়টি 'ওপেন সিক্রেট'। এরই মাঝে ভোটারদের কাছ থেকে অর্থসাহায্য চেয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় কংগ্রেস প্রার্থীর কিউআর কোড ছড়িয়ে দেওয়া রায়গঞ্জ আসনের ভোটযুদ্ধে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। কংগ্রেস প্রার্থী আলি ইমরান রমজ ওরফে ভিক্টর হাজার কোটির প্রার্থীর বিজেপি ও তৃণমূলের সামনে নিজেকে কপর্দকশূন্য ঘোষণা করে আমজনতার কাছে অর্থসাহায্যের আবেদন রেখেছেন। স্বভাবতই ভিক্টরের এই ব্যতিক্রমী কৌশল চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভিক্টর শুধু কিউআর কোডেই ক্ষান্ত থাকেননি। লোকসভা আসনের প্রতিটি গ্রামে তাঁর ছবির সঙ্গে তাঁর সমর্থনে যিনি পোস্টার বা ব্যানার তৈরি করবেন সেই ব্যক্তির ছবি সহ পোস্টার ভিক্ষাও শুরু করেছেন। রাজনৈতিক মহল বলছে, ভিক্টর এক ঢিলে দুই পাখি মারার কৌশল নিয়েছেন। কারণ দেশজুড়ে যখন ইলেক্টোরাল বন্ড নিয়ে তর্জা তুঙ্গে। বিজেপির বিরুদ্ধে কংগ্রেসের সমস্ত ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। ভিক্টরের অর্থ ভিক্ষা এই ইস্যুকে যেমন আরও উসকে দেবে। তেমনি

ভোটবাদ্যি

অর্থ এবং পোস্টারের সাহায্য চেয়ে ভিক্টর জনসংযোগে নিজেকে এগিয়ে রাখার ছক কষে ফেলেছেন। খোদ ভিক্টর এই ইস্যুতে জাতীয় রাজনীতিতে বিজেপির প্রতিহিংসার কথা স্বীকার করে নিলেও মূলত টার্গেট করেছেন তৃণমূল ও বিজেপি প্রার্থীকে।

লোকসভার মতো ভোটে রায়গঞ্জ আসনে ভোটারদের কাছ থেকে প্রধান রাজনৈতিক দলের প্রার্থীর অর্থসাহায্য চাওয়ার নজির নেই বললেই চলে। প্রার্থী বা দল ভোটের সময় মোটা টাকা খরচ করে থাকে এমনটাই প্রচলন। ফলে গাঁটের জোর যার যত, তার সঙ্গে ভিড়ও তত বেশি আমজনতা এমনটাই দেখে এসেছে।

প্রার্থী ঘোষণার পর ভিক্টর যে কায়দায় একের পর এক বিলাসবহুল গাড়ির কনভয় নিয়ে রায়গঞ্জে ঢুকেছিলেন তা নিয়ে তৃণমূল সহ বিজেপি নেতাদের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলে দিয়েছিল। প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল, ভিক্টর এত টাকা কোথায় পেলেন? এর জবাবে ভিক্টর বলেন, 'আমার কাছে টাকা থাকলে তো দেব? যাঁরা আমাকে ভালোবাসেন তাঁরা নিজেরাই খরচ করে গাড়ির কনভয় নিয়ে ঢুকেছিলেন। আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি তৃণমূল ও বিজেপি প্রার্থী রাজনৈতিকভাবে আমার সঙ্গে পেরে উঠবেন না। তবে তাঁদের টাকার সঙ্গে আমি পারব না। সেই কারণেই সাধারণ মানুষের এই লড়াইয়ে তাঁদের প্রতিনিধি হিসেবে কিউআর কোডের মাধ্যমে অর্থসাহায্য চাইছি। পোস্টার চাইছি। টাকা ছাড়া ভোট পাওয়া যায় না আমি এই ধারণা বদলের চেষ্টা করছি। মানুষ আগ বাড়িয়ে সাড়াও দিচ্ছেন।'

এখন দেখার, ভিক্টরের কিউআর কোড নাকি প্রতিপক্ষের কোটি কোটি টাকার নোট, শেষ হাসি রায়গঞ্জ আসনে কে হাসবে।

বাম-কং জোট উড়িয়ে দিল ফব

কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্রের ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী নীতীশ রায়কে নিয়ে কর্মীসভা গুঞ্জবাড়িতে। বৃহস্পতিবার। ছবি : জয়দেব দাস

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২৮ মার্চ : রাজ্যে বামফ্রন্টের সঙ্গে কংগ্রেসের কোনও জোট নেই। কোচবিহারে এসে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন বামের অন্যতম শরিক দল ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজ্য সম্পাদক নরেন চট্টোপাধ্যায়। তাহলে কি কংগ্রেসের সঙ্গে আসন সমঝোতার বিষয়টি রয়েছে? এব্যাপারেও নরেনের জবাব, 'যদি কোথাও বামফ্রন্ট সাংগঠনিকভাবে দুর্বল থাকে সেক্ষেত্রে অন্য কেউ প্রার্থী দিতে পারে। তবে তাঁকে সমর্থন করা হবে কি না তা আলোচনাসাপেক্ষ।'

পাশাপাশি সিপিএমের সঙ্গে কংগ্রেসের সখ্যকে যে ফরওয়ার্ড ব্লক ভালো চোখে দেখছে না সেকথাও রাখঢাক না করে সরাসরি জানিয়ে দেন তিনি। রাজ্যের কোথাও কোথাও আসন নিয়ে সিপিএমের সঙ্গে কংগ্রেসের সমঝোতা হয়েছে বলে রাজনৈতিক মহলে চর্চা চলছে। এব্যাপারে নরেনের বক্তব্য, 'এখনও অনেকটা সময় বাকি। কে কোথায় প্রার্থী দেয়, কে কোথায় প্রত্যাহার করে নেয় তা দেখতে থাকুন।' সিপিএম যদি কোনও আসনে কংগ্রেসকে জায়গা করে দেয়, তাহলে ফরওয়ার্ড ব্লক সেখানে প্রার্থী দিয়ে দিতে পারে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি।

> যদি কোথাও বামফ্রন্ট সাংগঠনিকভাবে দুর্বল থাকে সেক্ষেত্রে অন্য কেউ প্রার্থী দিতে পারে। তবে তাঁকে সমর্থন করা হবে কি না তা আলোচনাসাপেক্ষ।
>
> **-নরেন চট্টোপাধ্যায়**
> রাজ্য সম্পাদক, ফরওয়ার্ড ব্লক

বৃহস্পতিবার কোচবিহার শহরের পঞ্চানন ভবনে বামফ্রন্টের কর্মীসভা হয়। দলীয় প্রার্থী নীতীশচন্দ্র রায়ের সমর্থনে সেই সভায় নরেন সহ বামফ্রন্টের নেতারা উপস্থিত ছিলেন। কোচবিহার লোকসভা আসনের বাম প্রার্থী নীতীশ যেদিন মনোনয়নপত্র জমা দেন, সেদিন সিপিএমের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন না। তবে এদিন প্রায় সব নেতৃত্বকেই দেখা গিয়েছে। বামফ্রন্টের শরিক দলের অন্য নেতাদের দেখিয়ে নরেন দাবি করেন, 'বামফ্রন্টে কোনও মতানৈক্য নেই।'

কোচবিহারের বামফ্রন্ট ও কংগ্রেসের প্রার্থী নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরেই চর্চা চলছে। একদিকে সিপিএমের অন্দরে দাবি উঠেছিল, তাদের দল থেকেই বামফ্রন্টের প্রার্থী ঘোষণা করতে হবে। কিন্তু বরাবরের মতো ফরওয়ার্ড ব্লক থেকেই প্রার্থী ঘোষণা করা হয়। অন্যদিকে, পৃথকভাবে কংগ্রেসের তরফে পিয়া রায়চৌধুরী প্রার্থী হয়েছেন। কংগ্রেস প্রার্থী দাবি করেছেন, সিপিএম তাঁদের পাশেই রয়েছে। আবার ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রার্থীর মনোনয়নপত্র পেশের দিন সিপিএম নেতৃত্বের অনেকেই অনুপস্থিত ছিলেন। সব মিলিয়ে সিপিএমের ভূমিকা নিয়ে ফরওয়ার্ড ব্লকের অন্দরেও দোলাচল রয়েছে।

যদিও সিপিএম নেতা তারিণী রায় বলেছেন, 'বামফ্রন্টের যা সিদ্ধান্ত সেটাই আমাদের সিদ্ধান্ত। তার বাইরে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। আমাদের প্রার্থী হলেন নীতীশচন্দ্র রায়। সকলে মিলে তাঁকে জেতানোর জন্য ময়দানে নেমেছি।' আর এদিন কর্মীসভায় অংশ নিয়ে নীতীশ বলেন, 'প্রচারে ভালো সাড়া পাচ্ছি। আমাদের জয় নিশ্চিত।'

কুকথা না বলার আর্জি দেবের

চিত্ত মাহাতো

মেদিনীপুর, ২৮ মার্চ : বৃহস্পতিবার খড়্গপুর-২ ব্লকের মাদপুরে প্রচার করেন ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী দেব। সেখানেই তিনি বলেন, 'অকথাকুকথা বলা থেকে সবাইকে দূরে থাকতে বলছি। তৃণমূল কিংবা বিজেপি নয়, সবার বিরুদ্ধে আমি এই কথা বলছি। কারণ দেশটাকে তো বাঁচাতে হবে।'

পাশাপাশি হিরণকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করে বলেন, 'ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রে জিততে গেলে মানুষের ভালোবাসা আদায় করতে হবে। আপনি সন্ত্রাসের রাজনীতি, মৃত্যুর রাজনীতি, চুরি, ইডি, সিবিআই - এই সব নিয়ে রাজনীতি করতে গেলে বিশ্বাস করুন গোহারা হারবেন।'

দেবের বক্তব্য, 'আপনারা কি আমার মুখ থেকে কখনও কোনও হিংসার কথা শুনেছেন? আমার সৌজন্যতা আমার দুর্বলতা নয়, এটা আমার গর্ব। আমি এটা বিশ্বাস করি। আজকে আমি চাইলেই পালটা হিরণকে নিয়ে বলতে পারি, কিন্তু আমি ব্যক্তি আক্রমণে যাই না।'

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬৭৪০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬৭৭৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬৪৪০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৭৪০৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৭৪১৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

চলচ্চিত্র

সিরিয়াল/ফিল্মে ৮-৬৫ বয়সি নতুন ছেলে-মেয়ে চাই। শুটিং এপ্রিলে। ফ্রি অডিশন শিলিগুড়ি/কোচবিহারে। 8282979209. (C/110301)

কর্মখালি

সমগ্র উত্তরবঙ্গে জেলাভিত্তিক কাজের জন্য ছেলে চাই। বেতন আলোচনাসাপেক্ষ। Cont : (M) 9647610774. (C/110304)

আমন্ত্রণ বস্ত্র প্রতিষ্ঠানে বহিরাগত পুরুষ কর্মী/স্থানীয় মহিলা কর্মী আবশ্যক। (M) 7699990313. (C/110303)

রেলওয়ে খালসমূহে মাছ ধরা অধিকার বিক্রি

নিলাম নোটিস নং. ০১/২০২৪/ডব্লিউ-৪। নিম্নে নিম্নলিখিত নিলামের বিপরীতে জনসাধারণ/কর্মীদের কাছ থেকে সিলবন্ধ কোটেশন আমন্ত্রণ করা হয়েছে। এলাওটি সংখ্যা. ০১। কাজের নামঃ বারসোই জংশন ছাড়া বারসোই থেকে ঝুড়িয়াল খণ্ডে ১৪৬/৭ কিলোমিটার থেকে ১৬৬/৯ কিলোমিটার পর্যন্ত থাকা রেলওয়ে খালসমূহে মাছ ধরা অধিকারের বিক্রি (পাঁচ বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে)। সংরক্ষিত রাশি প্রতি বৎসরঃ ৪,৫৬,২৫৯/- টাকা। অগ্রিম জমা দেওয়া রাশিঃ সংরক্ষিত রাশির ৫০%ঃ ২,২৮,১২৯.৫০ টাকা। বায়না রাশির ১০%ঃ ৪৫,৬২৫.৯০ টাকা। মোট = ২,৭৩,৭৫৫.৪০ = ২,৭৩,৭৫৫/- (আনুমানিক)। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ৩০-০৪-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ৩০-০৪-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। বিস্তৃত তথ্যের জন্যে অনুগ্রহ করে www.nfr.indianrailways.gov.in ওয়েবসাইট অবলোকন করুন।
ডিআরএম (ডব্লিউ),কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

CINEMA সিনেমা

Now Showing at
রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩নং লেন (শিলিগুড়ি)
CREW (2024)
*ing : Karina Kapoor, Kriti Sanon, Tabu
Time : 12.30, 3.30, 6.30 P.M.
A/c Dolby Digital

Now Showing at
BISWADEEP
CREW
*ing : Karina Kapoor, Kriti Sanon, Tabu
Time : 1.15, 4.15, 7.15 P.M.

ডেটালগারের ডায়াগনস্টিক টার্মিনালের ব্যাপক রক্ষণাবেক্ষণ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এন-২০২৩-২৪-টিএসকে-এনআইটি-২০, তারিখঃ ২৬-০৩-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিয়মানুবর্তীদের দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: ক্র. নং.১। ই-টেন্ডার নং.ঃ এন-২০২৩-২৪-টিএসকে-টি-২০। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ তিনসুকিয়া ডিভিশনে ২ (দুই) বছর সময়ের জন্য ডেটালগারের ডায়াগনস্টিক টার্মিনালের ব্যাপক রক্ষণাবেক্ষণ। টেন্ডার মূল্যঃ ১১,৮৯,৬৬৬ টাকা; বায়নার ধনঃ ২৩,৮০০ টাকা। ই-টেন্ডার ১৯-০৪-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় বন্ধ হবে এবং ১৯-০৪-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি), তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

CORRIGENDUM

It is to notify all concern that following changes has been made in NIeT No. PHE/SWSD/EE/NIeT-31 of 2023-24 (Sl. No. 01 to 02) for Tender ID: 2024_PHED_685244_1 in 2024_PHED_685244_2 of this office

In place of	Please Read As
Closing date and Time of Bid Submission 27.03.2024 upto 05.00 P.M.	Closing date and Time of Bid Submission 03.04.2024 upto 05.00 P.M.
Date and Time of Opening Technical Proposals 30.03.2024 at 05.30 P.M.	Date and Time of Opening Technical Proposals 05.04.2024 at 05.30 P.M.

Please log-in in the following website : https://wbtenders.gov.in for details.
ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS WILL REMAIN SAME

Sd/-
Executive Engineer
Siliguri W/S Division
P.H.E. Dte.

আজই প্রার্থী ঘোষণা করতে পারেন বিমলরা

গোর্খা আবেগে জোট বাঁধার ছক

রণজিৎ ঘোষ

গোপাল লামার সমর্থনে গোর্খা টুপি পরে পথে পাহাড়বাসী। বিমলও এমন আবেগ চান। ছবি : তপন দাস

দার্জিলিং, ২৮ মার্চ : পাহাড়ের আঞ্চলিক দলগুলি মিলিতভাবে প্রার্থী দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। লক্ষ্য একটাই, গোর্খাল্যান্ডের দাবিদার দলগুলির ভোট একত্রিত করা। তবে, প্রার্থী কে হবেন তা নিয়ে বৃহস্পতিবারের বৈঠকে কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি।

এদিন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার যুব সংগঠনের তরফে দার্জিলিংয়ের জিডিএনএস হলে সর্বদলীয় বৈঠক ডাকা হয়েছিল। সেই বৈঠকে ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা (বিজিপিএম), বিজেপি, তৃণমূল কংগ্রেস এবং কংগ্রেস বিরোধী সব রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। কার্সিয়াংয়ের বিক্ষুব্ধ বিজেপি বিধায়ক বিষ্ণুপ্রসাদ শর্মা ওরফে বিপি বজগায়েনও বৈঠকে অংশ নেন। তাহলে কি পাহাড়ের আঞ্চলিক দলগুলি বিপি বজগায়েনকেই সমর্থন করবে? মোর্চা সূত্রে খবর, সর্বদল বৈঠকের সিদ্ধান্ত শুক্রবার দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় পেশ করা হবে। সেই বৈঠক থেকেই সিদ্ধান্ত ঘোষণা হতে পারে।

বৈঠক শেষ হওয়ার কিছুক্ষণ আগেই বিষ্ণু বেরিয়ে যান। পরে তিনি বলেন, 'সবাই মিলিতভাবে প্রার্থী দেওয়ার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। আমিও এই বিষয়ে সহমত। কিন্তু কে প্রার্থী হবেন, কী স্ট্র্যাটেজি হবে সেই আলোচনা হয়নি। শুক্রবারের মধ্যে বাকি দলগুলিকে সিদ্ধান্ত নিতে বলেছি। নইলে আমি ৩০ মার্চ মনোনয়নপত্র জমা দেব।'

এদিন দার্জিলিংয়ের সর্বদল বৈঠক চলাকালীনই খবর আসে, হামরো পার্টি ইন্ডিয়া জোটে নাম লিখিয়েছে। মণীশ তামাংয়ের দল ভারতীয় গোর্খা পরিসংঘও ওই জোটে শামিল হয়েছে। ফলে এই দুটি দলকে বাদ দিয়েই প্রার্থীর চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে। এই দলগুলি প্রার্থী দিলে বিজেপি খানিক সমস্যায় পড়বে বলে রাজনৈতিক মহল মনে করছে। দার্জিলিং লোকসভা আসনে রাজনৈতিক সমীকরণ প্রতিমুহূর্তে বদলাচ্ছে। বিমল গুরুংয়ের সঙ্গে বৈঠক করে দিল্লি গিয়েই ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ইনক্লুসিভ অ্যালায়েন্স বা ইন্ডিয়া জোটে যোগ দিয়েছেন হামরো পার্টির সভাপতি অজয় এডওয়ার্ড। এদিনই তৃণমূল প্রার্থী গোপাল লামা মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। বিজেপি প্রার্থী রাজু বিস্ট মনোনয়নপত্র জমা দেবেন ১ এপ্রিল। কংগ্রেস হামরো পার্টি এবং ভারতীয় গোর্খা পরিসংঘকে নিয়ে প্রার্থী দেওয়ার পথে এগোচ্ছে। বাকি থাকছে বিমল গুরুংয়ের মোর্চা সহ ইউনাইটেড ফোরাম ফর সেপারেট স্টেট-এর অধীনে থাকা কয়েকটি রাজনৈতিক দল এবং বিজেপির বিক্ষুব্ধ বিধায়ক বিপি বজগায়েন। বৃহস্পতিবার সর্বদলীয় বৈঠকে সব দলের নেতারাই বিজেপি, তৃণমূল, কংগ্রেস বিরোধী প্রার্থী দেওয়ার পক্ষে সওয়াল করেন। স্থির হয়, সব দল মিলে একজনকে প্রার্থী করবে। বিমল গুরুংকে প্রার্থী করার দাবি আগে থেকেই ছিল। এদিনের বৈঠকে বিপি বজগায়েন এবং বন্দনা রাইয়ের নামও উঠেছে। বন্দনা বলছেন, 'গোর্খা আবেগকে আর বিসর্জন দেওয়া যাবে না। আমাদের ভোট আমাদের কাছেই রাখতে হবে।'

গোর্খা জনমুক্তি যুব মোর্চার নেতা নমন রাই জানিয়েছেন, শুক্রবার মাঝিটারে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক রয়েছে। সেখানেই প্রার্থীর বিষয়ে সিদ্ধান্ত হবে।

রাজনৈতিক মহলের মতে, গোর্খাল্যান্ডের আবেগকে কাজে লাগিয়ে আঞ্চলিক দলগুলির সম্মিলিত প্রার্থী পাহাড়ে বিজেপির ভোট কেটে নিতে পারে। তেমনটা হলে বিজেপি এবং কংগ্রেস দুই দলেরই চিন্তা বাড়াবে। আখেরে লাভ হতে পারে তৃণমূলের।

অঙ্ক পালটে দিতে পারে পরিযায়ী ভোট

এম আনওয়ার উল হক

বৈষ্ণবনগর, ২৮ মার্চ : লোকসভা ভোটের মুখে পরিযায়ী শ্রমিকদের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়াতে তৎপরতা শুরু হয়েছে বৈষ্ণবনগরের হাত-পদ্ম-ঘাসফুল তিন শিবিরেই। কারণ পরিযায়ী শ্রমিকদের ভোট সব হিসেব ওলট-পালট করে দিতে পারে বৈষ্ণবনগরে।

মূলত বৈষ্ণবনগর বিধানসভার বেশিরভাগ নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ পরিযায়ী শ্রমিক। পরিযায়ী শ্রমিকদের মোবাইল নম্বর সহ বুথভিত্তিক তালিকা করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে প্রায় সব শিবিরেই। সেই সঙ্গে পরিযায়ী শ্রমিক ইস্যুতে যুযুধান রাজনৈতিক দলের তর্জা প্রকাশ্যে এসেছে। বিরোধীদের অভিযোগ, রাজ্যে তৃণমূল জমানায় কর্মসংস্থানের সুযোগ কমেছে। যার জেরে বৈষ্ণবনগরের বহু বাসিন্দা কাজের খোঁজে ভিনরাজ্যে যেতে বাধ্য হয়েছেন। ভিনরাজ্যে গিয়ে মৃত্যুর ঘটনা ইদানীং অনেক বেড়েছে। তৃণমূল নেতারা অবশ্য ওই বক্তব্য মানতে নারাজ।

কংগ্রেসের প্রার্থীর জন্য বাম নেতা রেজাউল করিম বলেন, 'তৃণমূল জমানায় রাজ্যে কাজের সুযোগ নেই। বাধ্য হয়ে বৈষ্ণবনগরের বহু বাসিন্দা বিভিন্ন রাজ্যে রয়েছেন। আগে এমন অবস্থা ছিল না।' কালিয়াচক ৩ ব্লক কংগ্রেস সভাপতি আজিজুর হকের অভিযোগ, 'দলের তরফে প্রত্যেক পরিযায়ী শ্রমিকের বুথভিত্তিক তালিকা করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকেই যাতে ভোট দিতে আসেন, সেটা নিশ্চিত করার চেষ্টা হবে।' বিজেপির প্রাক্তন বিধায়ক স্বাধীন সরকারের দাবি, 'আমরা সাংগঠনিকভাবে তালিকা করে প্রত্যেককে ভোটের দিন আসার জন্য আর্জি জানাব।'

যদিও অভিযোগ প্রসঙ্গে তৃণমূলের কালিয়াচক-৩ ব্লক সভাপতি মোস্তাক হোসেনের অভিযোগ, 'পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য তৃণমূল সরকারের আগে কোনও সরকার ভাবেনি। তাঁদের ভোট দিতে আসার জন্য অনুরোধ করা হবে।' উল্লেখ্য, বৈষ্ণবনগর বিধানসভা কেন্দ্রে মোট ভোটার সংখ্যা ২ লক্ষ ৬৪ হাজার। এরমধ্যে পরিযায়ী ভোটারের সংখ্যা ২০ হাজারেরও বেশি। কালিয়াচক-৩ নম্বর ব্লকের সিটু নেতা রেজাউল করিম বলেন, '১৪টি অঞ্চলে প্রায় ১৫ হাজার পরিযায়ী শ্রমিক রয়েছেন। তাঁদের অনেকে এককভাবে বিভিন্ন জায়গায় কাজ করেন। বেশিরভাগ পরিযায়ী শ্রমিক দাদন নিয়ে কাজ করছেন। মূলত কেরল, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, দিল্লি, পঞ্জাব, রাজস্থান, গুজরাট, কাশ্মীর সহ বিভিন্ন রাজ্যে রয়েছেন।' আবার এই ব্লকের যুব তৃণমূল সভাপতি হজরত শেখের দাবি, 'প্রায় ২০ হাজার পরিযায়ী শ্রমিক কাজের সূত্রে রাজ্যের বাইরে রয়েছেন।' যদিও এই নিয়ে সঠিক কোনও পরিসংখ্যান নেই ব্লক প্রশাসনের কাছে।

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গ তথা উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

জল্পেশে পুজো দিলেন জয়ন্ত

প্রথম প্রচারের তাল কাটলেন বিক্ষুব্ধরা

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ২৮ মার্চ : একে তো প্রার্থী ঘোষণা হয়েছে দেরিতে। তারপর মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন শেষ দিনে। সব সামলে বৃহস্পতিবার জল্পেশ মন্দিরে পুজো দিয়ে প্রচার শুরু করলেন জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী জয়ন্তকুমার রায়। তবে প্রথম দিনে খানিক তাল কাটল দলের মধ্যে চাপা ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশে।

বিক্ষুব্ধরা প্রচারে ছিলেন না কেন? ময়নাগুড়ি বিধানসভা ক্ষেত্রের প্রাক্তন কো-কনভেনার নিতাই রায় বলেন, 'পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর আমাকে পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। তারপর থেকে দল এব্যাপারে কোনও সুরাহা, আলোচনা করছে না। সামনে লোকসভা ভোট, এলাকায় দলের প্রার্থী প্রচারে আসছেন। আমাদের কিছুই জানানো হয়নি।' তাঁর হুমকি, 'আর কয়েকদিন অপেক্ষা করে অন্য সিদ্ধান্তের কথা ভাবতে হবে।' বিজেপির বহিষ্কৃত নেতা তথা প্রাক্তন জেলা সম্পাদক অনুপ পাল বলেন, 'একেকটি বুথে পাঁচ থেকে দশজন করে বিজেপির কার্যকর্তা উপেক্ষিত অবস্থায় আছে। ময়নাগুড়ি ব্লকেই এই সংখ্যা হাজারের অধিক।'

এদিন জয়ন্ত বেশিরভাগ সময় কাটিয়েছেন বিভিন্ন মন্দিরে পুজো দিয়ে। জল্পেশ ছিল তাঁর প্রথম গন্তব্য। প্রার্থীর সঙ্গে ছিলেন বিজেপির জেলা সভাপতি বাপি গোস্বামী, জেলা কনভেনার শ্যামল রায় সহ অন্যরা। পুজো দেওয়ার পর ঢাক বাজিয়ে বিজেপি কর্মীরা প্রসাদ বিতরণ করতে করতে জয়ন্তকে নিয়ে প্রচার চালান। জল্পেশ মন্দিরের মতো জটিলেশ্বর মন্দির, ময়নাগুড়ি শহরের

মনস্কামনা পূরণে জটিলেশ্বর মন্দিরে সুতো বাঁধছেন জয়ন্ত রায়।

ময়নামাতা কালী মন্দির, পেটকাটি মন্দির, ময়নাগুড়ি বার্নিশ মন্দিরে কর্মীদের নিয়ে পুজো দিয়ে আশপাশের এলাকায় জনসংযোগ ও প্রচার চালানো হয়। বিকেলে ময়নাগুড়ি রাজারহাট এলাকায় মিছিল হয়। সন্ধ্যায় উল্লাডাবরি হাতির মোড় এলাকায় প্রচার চলে।

এদিনের প্রচারে দেখা যায়নি বিজেপির দক্ষিণ মণ্ডলের প্রাক্তন সম্পাদক রাজারাম সরকারকে। তিনি বলেন, 'আমরা দলের যাবতীয় কর্মসূচি থেকে সরে আছি। আমাদের সঙ্গে কয়েকজন কর্মীও বসে গিয়েছেন।' দলের তরফে না ডাকলে আসবেন না বলে জানিয়েছেন বিজেপির ময়নাগুড়ি মধ্য মণ্ডলের প্রাক্তন মহিলা মোর্চার সভাপতি রত্না রায়ও। এদিনের কর্মসূচিতে দেখা যায়নি ময়নাগুড়ি মধ্য মণ্ডলের প্রাক্তন সভাপতি সুব্রত কর্মকারকে।

কর্মীদের একাংশের কর্মসূচিতে না আসা প্রসঙ্গে জয়ন্ত বলেন, 'আলাদা করে কাউকে ডাকার প্রয়োজন নেই। দলকে যাঁরা ভালোবাসেন দলের স্বার্থেই তাঁরা কর্মসূচিতে চলে আসেন।'

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

গুড ফ্রাইডের প্রস্তুতি

নাগারাকাটা, ২৮ মার্চ : গুড ফ্রাইডের প্রাক্কালে বৃহস্পতিবার জোরকদমে প্রস্তুতি শুরু হল ডুয়ার্সের সমস্ত চার্চে। সেই উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার সাজো সাজো রব ছিল ডুয়ার্সের ছোট-বড় সমস্ত চার্চে। এদিন ধর্মীয় রীতি মেনে হোলি থার্সডে পালিত হয়। আয়োজন করা হয় প্রার্থনারও। প্রথা অনুযায়ী ১২ জন খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বীর পা ধুঁইয়ে দেওয়ার পর চুম্বন করেন ফাদাররা। ডুয়ার্সের শতাব্দী প্রাচীন চম্পাগুড়ির সেক্রেট হার্ট চার্চে ফাদার সমীর তিরকি, ফাদার ভিক্টর টিগ্গা, ফাদার ফান্সিস জেভিয়ার বরা ও ফাদার জন পিটার ক্রুশ বিদ্ধ হওয়ার আগের দিন যীশুও তাঁর ১২ জন অনুগামীকে এভাবেই পা ধুঁইয়ে দিয়েছিলেন।

ফাদার সমীর তিরকি বলেন, 'শুক্রবার দুপুর দুটো থেকে বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করা হয়েছে। ওই সময়ই প্রভুকে ক্রুশ বিদ্ধ করা হয়। নাটকের মাধ্যমে সেই কাহিনী ফুটিয়ে তোলা হবে। এরপর শনি ও রবিবার হবে যথাক্রমে ইস্টার স্যাটারডে ও ইস্টার সানডে-র মত অনুষ্ঠানগুলি।'

ওই চার্চের সম্পাদক এবং নাগরাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সঞ্জয় কুজুর বলেন, 'বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকেই সমস্ত চার্চে প্রার্থনা শুরু হয়।'

ডিজিটাল যুগেও বক্সায় পৌঁছায়নি বিদ্যুৎ

আঁধারে ডুবে পানবাড়ি বস্তি

সমীর দাস

হ্যামিল্টনগঞ্জ, ২৮ মার্চ : ডিজিটাল যুগ যে ভারতে শুরু হয়ে গিয়েছে সেই বিষয়ে কেন্দ্রীয়, রাজ্য সরকারের তরফে নানা সময়ে প্রচার করা হয়। কিন্তু এই ডিজিটাল যুগেও কোনও কোনও গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগ পৌঁছায়নি সে খবর রাখার দায়িত্ব কার তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তবে উত্তর অজানাই। আলিপুরদুয়ারের কালচিনি ব্লকের প্রত্যন্ত বক্সা পাহাড়ের গ্রাম পানবাড়ি বস্তি। প্রায় ৩৫টি পরিবার এখানে বসবাস করে। তাঁদের মধ্যে বেশিরভাগ ডুকপা জনগোষ্ঠীর মানুষ। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় আড়াই হাজার ফুট উচ্চতায় থাকা ওই গ্রামের মানুষদের এখনও কেরোসিনের আলো বা মোমবাতির উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় সেই বাতিও জ্বলে না।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, এক বছর আগে তাঁরা বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার দপ্তরে বিদ্যুৎ সংযোগের আবেদন জানানোর পাশাপাশি কোটেশনের টাকাও জমা করেছেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত গ্রামের আশপাশে একটি খুঁটিও পোঁতা হয়নি।

বক্সা পাহাড়ের পানবাড়ি বস্তি। বৃহস্পতিবার। - সংবাদচিত্র

বৃহস্পতিবার ওই গ্রামের বাসিন্দাদের একাংশ হ্যামিল্টনগঞ্জের বাসিন্দা তথা আইনজীবী দেবাংশু ঘোষের সঙ্গে গ্রামে কীভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ মিলবে তা নিয়ে পরামর্শ করেন।

দেবাংশু ঘোষ বলেন, 'এই যুগেও সাধারণ মানুষ অন্ধকারে থাকছেন ভাবাই যায় না। প্রশাসনের উচিত দ্রুত ওই গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা করা।'

পানবাড়ি বস্তির বাসিন্দা লাবদোজি ডুকপা বলেন, 'রাত হলেই গোটা গ্রাম অন্ধকারে ডুবে যায়। বেশ কিছুদিন আগে প্রশাসনের তরফে কয়েকটি সোলার লাইট বসানো হয়েছিল। সেগুলো সব বিকল হয়ে পড়েছে। কেরোসিন পাওয়া যায় না।'

পাসা দোরজি ডুকপা, সাংগে ডুকপা, নাডো ডুকপার মতো অন্য বাসিন্দারাও প্রায় একইভাবে নিজেদের সমস্যার কথা তুলে ধরেন। অবিলম্বে গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগের দাবি তুলেছেন তাঁরা।

কালচিনির বিধায়ক বিশাল লামার কথায়, 'ওই গ্রামে বহুবার গিয়েছি। স্থানীয়দের কথা ভেবে বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার আধিকারিকদের একাধিকবার ওই গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার দাবি জানিয়েছি। কিন্তু কোনও কাজ হয়নি। লোকসভা নির্বাচনের পর ফের এই দাবি তুলব।'

বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার আলিপুরদুয়ারের রিজিওনাল ম্যানেজার গোবিন্দ তালুকদার বলেন, 'ওই গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগ দিতে হলে বন দপ্তরের অনুমতি প্রয়োজন। ইতিমধ্যে বন দপ্তরের কাছে আবেদন পাঠানো হয়েছে। অনুমতি পেলেই কাজ শুরু হবে।'

অবশ্য বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের ফিল্ড ডিরেক্টর অপূর্ব সেন ফোন না তোলায় এই বিষয়ে তাঁর মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

চ্যাংরাবান্ধা সীমান্ত দিয়ে দেশে আনা হচ্ছে মিঠু আহমেদকে। বৃহস্পতিবার।

বাংলাদেশে আট বছর জেল

অবশেষে দেশে ফিরলেন মিঠু

গৌতম সরকার

চ্যাংরাবান্ধা, ২৮ মার্চ : আট বছর বাংলাদেশে জেল খেটে ভারতে ফিরলেন মিঠু আহমেদ। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার বাসিন্দা মিঠু। আট বছর পর ঘরের ছেলেকে ঘরে ফেরাতে পারায় দারুণ খুশি মিঠুর পরিবারের লোকেরা। তাঁরা জানিয়েছেন, একজন মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তি মিঠু। ২০১৬ সালের শুরুর দিকে অন্যদিনের মতোই তিনি বাড়ি থেকে বের হয়ে নিখোঁজ হয়ে যান। অনেক খোঁজাখুঁজির পরও তাঁর হদিস না মেলায় স্থানীয় থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়। এরপর কেটে যায় ছয়টি বছর।

আসলে মালদা সীমান্ত দিয়েই ভুল করে বাংলাদেশে ঢুকে যান মিঠু। অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগেই বাংলাদেশে তাঁকে জেল খাটতে হয়। বাংলাদেশের এক তরুণ অন্য অপরাধে মিঠুর সঙ্গে জেল খেটেছেন। সেই তরুণের সাজার মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ায় তিনি বাইরে বেরিয়ে মিঠুর জেলবন্দি হওয়ার কথা সামাজিকমাধ্যমে পোস্ট করেন।

এছাড়া, জেলে আরও দুই ভারতীয় তরুণেরও মিঠুর সঙ্গে দেখা হয়। তাঁদের সাজার মেয়াদ শেষ হলে দেশে ফিরে আসেন এবং মিঠুর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেন। এভাবেই খবর পৌঁছায় মিঠুর গ্রামে। এরপর বিষয়টি নিয়ে তাঁর পরিবারের লোকজন প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। আলোচনা চলে দুই দেশের দূতাবাসের সঙ্গেও। এভাবে আরও একটি বছর সময় অতিক্রান্ত হয়ে যায়। মিঠুর সাজার মেয়াদ ফুরিয়ে যাবার পর বিষয়টি নিয়ে ভারতীয় প্রশাসনের কাছে বাংলাদেশের তরফে বার্তা আসে। খবর দেওয়া হয় মিঠুর বাড়িতে।

শেষে বৃহস্পতিবার চ্যাংরাবান্ধা ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দিয়ে মিঠুকে ভারতীয় প্রশাসনের হাতে তুলে দেন বাংলাদেশের বুড়িমারি সীমান্তের প্রশাসনের কর্তারা। সেখানে চ্যাংরাবান্ধা ইমিগ্রেশন চেকপোস্টের ওসি সুরজিৎ বিশ্বাস, বিএসএফের ১৫১ নম্বর ব্যাটালিয়নের কমান্ডার রাম নরেশ প্রমুখ হাজির ছিলেন।

মিঠুকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এদিন সকাল থেকেই চ্যাংরাবান্ধা ইমিগ্রেশন দপ্তরের বাইরে অপেক্ষা করছিলেন মিঠুর কাকা বাদিরুল আলম। তিনি বলেন, 'অনেক খোঁজাখুঁজির পরেও ওর হদিস না মেলায় আমরা ওর সম্পর্কে কিছুই আন্দাজ করতে পারছিলাম না। অবশেষে ওকে কাছে পেলাম। কী যে ভালো লাগছে সেটা বলে বোঝানো সম্ভব নয়।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন বীরভূম-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বীরভূম - এর এক বাসিন্দা বাবু কাহার - কে 03.01.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 51E 18396 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতা-এ অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তাঁর বিজয়ী টিকিট জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি আমার জীবনকে সম্পূর্ণরূপে খুব ভালো ভাবে রূপান্তরিত করেছে। আমি কখনোই এই ধরনের পরিবর্তন আশা করিনি যা সামান্য কিছু টাকা খরচ করে ঘটেছে। আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই এই সুবর্ণ সুযোগের জন্য। এটা একটি অনন্য পদ্ধতি সকলের কোটিপতি হওয়ার জন্য। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার এবং তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করার পরামর্শ দেবো" ডিয়ার লটারির ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

নাগরাকাটায় উদ্ধার শিয়ালশাবক

খুশি পরিবেশপ্রেমীরা

নাগারাকাটা, ২৮ মার্চ : একটা সময় সন্ধ্যা ঘনালেই হুক্কা হুঁয়ার আওয়াজ ছিল ডুয়ার্সে অত্যন্ত পরিচিত। শিয়ালের ওই ডাক এখন আর শোনাই যায় না বলে আক্ষেপ বহু প্রবীণের। তবে বুধবার বিকেলে নাগরাকাটার খাসবস্তি থেকে একটি শিয়ালশাবক উদ্ধার হওয়ার ঘটনায় খুশি পরিবেশপ্রেমীরা। বাস্তুতন্ত্রে ওই বুনোদেরও যে যথেষ্ট অবদান রয়েছে সে কথা স্মরণ করিয়ে শিয়াল সংরক্ষণে পদক্ষেপের দাবির কথাও উঠে আসছে তাঁদের গলায়।

খাসবস্তিতে বন দপ্তরের খাঁচায় উদ্ধার হওয়া শিয়ালশাবক। বৃহস্পতিবার।

বন্যপ্রাণ শাখার উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল ভাস্কর জেভি বলেন, 'গ্রামীণ এলাকায় ভালো সংখ্যক শিয়ালই রয়েছে। তবে শহরে সংখ্যাটি কমেছে। উত্তরবঙ্গের কোচবিহার জেলায় সবচেয়ে বেশি শিয়াল দেখা যায়।'

পরিবেশপ্রেমী সংগঠন হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশন (ন্যাফ)-এর মুখপাত্র অনিমেষ বসু বলেন, 'নিশাচর প্রাণী হিসেবে পরিচিত শিয়াল সাধারণত নদীর ধারে কিংবা বাঁশঝাড়ে গর্ত খুঁড়ে বসবাস করে। বর্তমানে ওই প্রাণীদের সংখ্যা হুহু করে কমছে। জঙ্গলের প্রাণী বলতে যা বোঝায় শিয়াল কিন্তু তা নয়। লোকালয়ের আশপাশেই তাদের দেখা মেলে। এদের সংরক্ষণ অত্যন্ত জরুরি।'

খাসবস্তিতে যে ঘটনাটি ঘটে সেখানে বন দপ্তরের খুনিয়া রেঞ্জ একটি শাবক পেলেও স্থানীয়রা জানাচ্ছেন ছোট-বড় মিলিয়ে আরও পাঁচটি শিয়াল সেখানে রয়েছে। মোট চারটি ছানা সহ গর্ত খুঁড়ে ওই শিয়াল দম্পতি সেখানে ডেরা বেঁধেছে। মাস পাঁচেক ধরে ওই জন্তুরা নির্বিঘ্নেই সেখানে থাকত। এলাকার কারও কোনও ক্ষতি করেনি। বাসিন্দাদের সঙ্গে একধরনের সখ্যও গড়ে উঠেছিল ওই বুনোদের। বুধবার বিকেলে এক সঙ্গে কয়েকটি শিয়াল দেখতে পেয়ে চাঞ্চল্য ছড়ালে বন দপ্তরকে খবর দেওয়া হয়। বনকর্মীরা সুড়ঙ্গ খুঁড়ে একটি শাবককে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। বাকিগুলির খোঁজ মেলেনি।

গ্রেসি বিশ্বকর্মা নামে এক তরুণী বলেন, 'আমাদের বাড়ির পাশের মাঠেই কয়েক মাস ধরে শিয়ালগুলি রয়েছে। মা-বাবা সহ মোট চারটি শাবক রোজ বিকেলে গর্ত থেকে বেরিয়ে আসত। ছাদ থেকেই দেখা যেত। প্রতিদিন গিয়ে খাবারও দিতাম। জন্তুগুলি এখানে থাকা নিরাপদ কি না এই প্রশ্ন করতেই সেদিন বন দপ্তরকে খবর দেওয়া হয়।'

দিলবাহাদুর ছেত্রী নামে এলাকার এক প্রবীণ বাসিন্দা বলেন, 'ছোটবেলায় সন্ধে ঘনালেই শিয়ালের ডাক ভেসে আসত। দীর্ঘদিন ধরে তা আর শুনি না। ওরা যে এখনও আছে এটা দেখে খুব ভালো লাগছে।'

ভুয়ো শংসাপত্রে ফ্ল্যাট বুকিং

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ২৮ মার্চ : ফ্ল্যাট বুকিংয়ে দাখিল করা ভুয়ো আয়ের শংসাপত্র দিয়ে কাঠগড়ায় গ্রাম পঞ্চায়েত। এই শংসাপত্র দেখিয়ে নকশালবাড়ির একাধিক বাসিন্দা কাওয়াখালিতে সরকারি ফ্ল্যাট হাতিয়েছে। অভিযোগ, গ্রাম পঞ্চায়েতের আয়ের ভুয়ো সার্টিফিকেট দিয়ে একই পরিবারের দুজনের নামে দুটি ফ্ল্যাট বুক করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, অনেকে সরকারি চাকরিরত। কারও কারও নকশালবাড়ি সহ নানা জায়গায় দোকান ও ব্যবসা রয়েছে। তাঁদের নামও ফ্ল্যাট প্রাপকের তালিকায় রয়েছে। যাঁদের মাসিক আয় ৫০ হাজার টাকা বা তারও বেশি কিংবা দৈনিক লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যবসা করেন তাঁদের নামে কম আয়ের শংসাপত্র দেখিয়ে ফ্ল্যাট দেওয়া হয়েছে। নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে ইস্যু করা ওই সার্টিফিকেটের উপর ভিত্তি করে বিডিও শংসাপত্র দিয়েছেন। এব্যাপারে নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান, সহায়কের বিরুদ্ধে তদন্তের দাবি জানিয়ে নকশালবাড়ির বিডিও ও শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তীর কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

এসজেডিএ-তে নালিশ

স্টেশনপাড়ায় সীতারাম পাসোয়ানের বাড়ি।

নকশালবাড়ির বহু সাধারণ বাসিন্দাও তদন্ত চেয়ে চেয়ারম্যানকে অভিযোগ জানিয়েছেন। এর মধ্যে নকশালবাড়ি স্টেশনপাড়ার বাসিন্দা সীতারাম পাসোয়ান গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে আয়ের ভুয়ো শংসাপত্র বিলি নিয়ে প্রধান, উপপ্রধান ও সহায়কের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন। উল্লেখ্য, দারিদ্র্যসীমার নীচে থাকা মানুষজনের মাথার উপর ছাদের ব্যবস্থা করতে শিলিগুড়ির কাওয়াখালিতে এই প্রকল্প হাতে নিয়েছিল এসজেডিএ। ৪৫০ বর্গফুটের ফ্ল্যাটের দাম করা হয়েছিল তিন লক্ষ টাকা। নকশালবাড়ি ব্লকের ২১ জন বাসিন্দাকে এই ফ্ল্যাট দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে জেনারেল ক্যাটিগোরিতে নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার দশজন বাসিন্দা রয়েছেন। সীতারামের অভিযোগ, তিনি ও তাঁর গোটা পরিবার রেলের জমিতে ত্রিপল টাঙিয়ে থাকেন। তিনি এসজেডিএর ফ্ল্যাটের জন্য আবেদন করেছিলেন। কিন্তু অজানা কারণে তাঁর নাম বাতিল করা হয়। কিন্তু ফ্ল্যাট প্রাপকের ২১ জনের তালিকায় কেউই দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করেন না। সবাই আর্থিকভাবে সচ্ছল ও ওই এলাকারই বাসিন্দা। এই বৈষম্যের জন্য দায়ী গ্রাম পঞ্চায়েত ও বিডিও। তাঁরা সরেজমিনে তদন্ত ছাড়াই অকাতরে শংসাপত্র দিয়েছেন। তিনি এসজেডিএর চেয়ারম্যানের নাম উল্লেখ করে তদন্তের জন্য অভিযোগ জানিয়েছেন। অবিলম্বে তদন্ত করে ব্যবস্থা না নিলে তিনি আদালতে যাওয়ারও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

এপ্রসঙ্গে নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জয়ন্তী কিরো বলেন, 'সরেজমিনে তদন্ত করেই শংসাপত্র দেওয়া হয়েছে। আমারা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ।' এসজেডিএর চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী বলেন, 'লটারিতে যাঁদের নাম উঠছে তাঁদের এখনই ফ্ল্যাট দেওয়া হবে না। আমাদের পক্ষ থেকেও বিষয়টি যাচাই করে দেখা হচ্ছে। সব অভিযোগ খতিয়ে দেখে তারপরেই ফ্ল্যাট দেওয়া হবে। কেউ ভুয়ো তথ্য দিয়ে থাকলে তাঁর বা তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

ফ্ল্যাট বিতর্ক

- নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান, সহায়কের বিরুদ্ধে তদন্তের দাবি
- ফ্ল্যাট না পেয়ে আদালতে যাওয়ারও হুঁশিয়ারি এক আবেদনকারীর
- লটারিতে নাম ওঠাদের এখনই ফ্ল্যাট নয়। হবে তথ্য যাচাই
- ফ্ল্যাটের আবেদনে ভুয়ো তথ্য দিলে আইনানুগ ব্যবস্থা

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

অপরূপ।। জয়গাঁর রণবাহাদুর বস্তিতে ছবিটি তুলেছেন ধূপগুড়ির প্রতাপ রায়চৌধুরী।

সমতলে বাড়তি নজর পদ্মের

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২৮ মার্চ : রোজই বদলাচ্ছে পাহাড়-রাজনীতির সমীকরণ। এখন নানা ভাগে বিভক্ত সেখানকার রাজনৈতিক দলগুলো। এমন পরিস্থিতিতে সমতলে বিশেষ নজর দিচ্ছে বিজেপি। এখান থেকেই যত বেশি সম্ভব বুথে লিড নিতে তৎপর হয়ে উঠেছেন গেরুয়া শিবিরের নেতারা। এবারের লোকসভা ভোটে প্রত্যেকটি বুথে যাতে দলের পোলিং এজেন্ট থাকেন, সেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা নেতৃত্বের তরফে।

সমতলের বুথগুলোতে ২০১৯ সালের থেকেও বেশি ভোটে এগিয়ে থাকতে চাইছেন দার্জিলিং কেন্দ্রের পদ্ম প্রার্থী রাজু বিস্ট। সেই বার্তা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে মণ্ডল থেকে শক্তি কেন্দ্রগুলোয়। দ্বিতীয়বার টিকিট পাওয়া বিস্টের কাছে যে এবার চ্যালেঞ্জ তুলনামূলকভাবে কঠিন, তা এধরনের নির্দেশে স্পষ্ট।

তবে প্রার্থী সেটা মানতে নারাজ। বললেন, 'কোনও চ্যালেঞ্জ নেই। গত পাঁচ বছরে পাহাড়ের পাশাপাশি সমতলে যে কাজ করেছি, তা সকলে জানেন। বাগডোগরা বিমানবন্দর সম্প্রসারণে উদ্যোগ, দার্জিলিং মোড়ে এলিভেটেড করিডর সহ ফোর লেন রাস্তার কাজ মানুষ ভুলে যাবেন না। তাছাড়া আমাদের প্রত্যেক বিধায়ক ভালো কাজ করছেন।' বিজেপির শিলিগুড়ির সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডলের বক্তব্য, 'শিলিগুড়ি যে বিজেপির, সেটা গত বিধানসভা নির্বাচনে প্রমাণিত। তিনটি আসনেই ফুটেছে পদ্ম। এবারও তার ব্যতিক্রম হবে না।'

আবহাওয়ার মতোই পাহাড়ি রাজনীতির রং পরিবর্তন হয়। পাঁচ বছরের মাথায় বদলে গিয়েছে আসনের অঙ্ক। ২০১৯ সালে শেষ কথা ছিলেন বিমল গুরুং। পাশে দাঁড়িয়েছিলেন বিজেপির। অনায়াসে জিতে যান রাজু বিস্ট। কিন্তু এদিন পর্যন্ত নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেননি গুরুং। মোর্চা ভেঙে নানা ভাগে বিভক্ত। পাহাড়ের ভোটে যে অনেকে থাবা বসাতে পারে, সেই আশঙ্কার মেঘ জমতে শুরু করেছে বিজেপির অন্দরমহলে।

এদিন শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষের বাড়িতে যান বিস্ট। মূলত মায়ের মৃত্যুতে দলীয় বিধায়ককে সমবেদনা জানাতেই গিয়েছিলেন। অবশ্য সেখানেও তাঁদের মধ্যে পাহাড়-সমতলের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সেখানে ছিলেন অরুণ মণ্ডল ছাড়াও দলের সাধারণ সম্পাদক রাজু সাহা সহ অনেকেই। কীভাবে সমতলের বুথগুলোতে লিড বাড়ানো যায়, সে নিয়ে দীর্ঘ কথোপকথন হয়েছে তাঁদের মধ্যে।

দলীয় সূত্রে খবর, শংকর সেখানে বলেছেন, 'মানুষ বিজেপিকে ভোট দেবে ঠিক করে রেখেছেন। কিন্তু সেটা যাতে সঠিক জায়গায় পড়ে, তা সুনিশ্চিত করতে প্রত্যেকটি বুথে আমাদের পোলিং এজেন্ট রাখতে হবে।' প্রত্যেকটি মণ্ডলকে যে এমন নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেই কথা জানান অরুণ।

জেতা আসনকে ধরে রাখতে পদ্মশিবিরের অন্দরে এখন অঙ্কের কাটাকুটি চলছে। শেষপর্যন্ত জনতার চিন্তাভাবনার সঙ্গে সেটা কতটা মেলে, স্পষ্ট হবে ফলাফলে।

শংকরের বাড়িতে রাজু বিস্ট। বৃহস্পতিবার। ছবি : শান্তনু ভট্টাচার্য

বিডিওর আশ্বাস

- ২০১৯ সালে বিমল গুরুং সমর্থন জানান বিজেপিকে
- এদিন পর্যন্ত নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেননি গুরুং
- মোর্চা ভেঙে নানা ভাগে বিভক্ত
- পাহাড়ের ভোটে থাবা বসানো নিয়ে চিন্তা
- এই পরিস্থিতিতে সমতলে জোর পদ্মশিবিরের

কাকে টাসোর সমর্থন, জানা যাবে ৭ এপ্রিল

করিম, কৃষ্ণদের সমালোচনা ভিক্টরের

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ২৮ মার্চ : সূর্যাপুরি সেন্টিমেন্টকে উসকে দিয়ে করিম, কানাইয়া ও কৃষ্ণকে কড়া ভাষায় আক্রমণ শানালেন রায়গঞ্জ আসনের জোটপ্রার্থী আলি ইমরান রমজ ওরফে ভিক্টর। বৃহস্পতিবার ইসলামপুর পুর টার্মিনাসের সভামঞ্চ থেকে ভাষণে তিনি স্থানীয় বর্ষীয়ান বিধায়ক আবদুল করিম চৌধুরীকে 'নাটকবাজ' বলে কটাক্ষ করেন। একইসঙ্গে তৃণমূলের জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়ালকে 'অনুন্নয়নের কারিগর' বলে দেগে দেন। আর কৃষ্ণ কল্যাণীকে ঘাসফুল শিবিরের বিজেপির কাছ থেকে ধার করা প্রার্থী বলে আক্রমণ শানান।

ভিক্টরের জোরালো দাবি, রায়গঞ্জ আসনে বিজেপির সঙ্গে কংগ্রেসের লড়াই হবে। তৃণমূল থাকবে তৃতীয় স্থানে। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, ট্রান্সফারড এরিয়া সূর্যাপুর অর্গানাইজেশন (টাসো) তৃণমূলকে সমর্থন করবে নাকি ভিক্টরকে সমর্থন করবে তা নিয়ে সাত বিধানসভা ক্ষেত্রে সমীক্ষা চলছে। এসম্পর্কে টাসোর মুখপাত্র পাশারুল আলম বলেন, 'আগামী ৭ এপ্রিল এ নিয়ে আমাদের সিদ্ধান্ত জানাব। এখন এর বেশি কিছু বলা সম্ভব নয়।' যদিও টাসোর অন্দরের কথা, সমীক্ষায় বিজেপি জিতছে এমন ইঙ্গিত মিললে তারা তৃণমূলকে কোরবানি দিয়ে ভিক্টরকে সমর্থন দেবে। আর উলটোটা হলে কোরবানি দেওয়া হবে ভিক্টরকে। এদিনের সভায় বিজেপির বিরুদ্ধেও আক্রমণের সুর চড়ান ভিক্টর।

প্রার্থী ঘোষণার পর ইসলামপুর ব্লকে এদিনই ভিক্টর প্রথম সভা করেন। সভায় বামফ্রন্টের বড় শরিক সিপিএম নেতাদের ছাড়া অন্য শরিক নেতৃত্বকে দেখা যায়নি।

শুরুতেই ভিক্টর বলেন, 'যে বয়স থেকে আমি টানা তিনবার বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলাম তেমন নজির দেশে খুব কমই আছে। এবার আমি বাম-কংগ্রেস জোটের প্রার্থী। জেলার তৃণমূল নেতৃত্বের লজ্জা হওয়া উচিত, কারণ জেলায় নিজেদের দলের কাউকে দল প্রার্থী করতে পারেনি। বিজেপির বিধায়ককে ভাড়া করে এনে দলীয় প্রার্থী করেছে। মন্ত্রী গোলাম রব্বানি, বিধায়ক করিম সাহেব ও কানাইয়ার লজ্জা হওয়া উচিত যে ওদের নেত্রী তাঁদেরকে নেতা বলেই মনে করেন না। বিজেপিও কালিয়াগঞ্জে তৃণমূলের প্রাক্তন পুরপ্রধানকে প্রার্থী করেছে। আমরা তো সূর্যাপুরি মানুষ। আমাদের সূর্যাপুরিতে বলা হয়, মোর বেটি তোর ঘর, তোর বেটি মোর ঘর। হামালা ইঁয়াক গোলটা কহছি। বিজেপি ও তৃণমূল সেই গোলটা প্রথা মেনেই প্রার্থী দাঁড় করিয়েছে।'

এরপরেই করিমকে একহাত নিয়ে ভিক্টর বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসনিক সভায় আপনাকে অপমান করেছিলেন। কানাইয়ার বিরুদ্ধে সরব হয়ে আপনি বিদ্রোহী সেজেছিলেন। জমি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে মাথায় ফেট্টি পড়েছিলেন। আজ, আপনার বিদ্রোহ কোথায়? কানাইয়াও আপনার চক্ষুশূল। তাহলে তৃণমূলের ইসলামপুর ব্লক সভাপতির সঙ্গে গলা মিলিয়ে কৃষ্ণের জন্য ভোট চেয়ে বেড়াচ্ছেন কেন? মানুষ আপনার এই নাটক বুঝতে পারছে।' সভা শেষে দলবদলু প্রশ্নে ভিক্টরের জবাব, 'হ্যাঁ, আমি দল বদলেছি। চাইলে বিজেপি বা তৃণমূলেও যেতে পারতাম। কিন্তু লোভে নয়, লড়াই করতেই কংগ্রেসে যোগ দিয়েছি।'

ইসলামপুর বাস টার্মিনাসে কংগ্রেসের সভায় ভিক্টর। বৃহস্পতিবার।

টুকরো খবর

গ্রেপ্তার ৪

ফাঁসিদেওয়া, ২৮ মার্চ : রাস্তায় গোরু বাঁধা নিয়ে বচসার পর দুই পক্ষের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনায় চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ। মঙ্গলবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের চটহাটে ঘটনাটি ঘটেছে। ওই রাতে উভয়পক্ষই থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। ধৃত আদেশ সিংহ, জ্যোতি সিংহ ভীমাগছ এবং মহম্মদ নাজির, মহম্মদ ইরশাদ নীরঘিনগছের বাসিন্দা।

সচেতনতা

শিলিগুড়ি, ২৮ মার্চ : বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি কলেজের এনএসএস ইউনিট (২)-এর তরফে এইচআইভি সংক্রান্ত সচেতনতা প্রচারের পাশাপাশি টেস্টিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত পড়ুয়াদের সচেতন হওয়ার বার্তা দেন কমিউনিটি হেলথ অফিসার শিবানী সান্যাল। এদিনের আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন কলেজের পড়ুয়া ও অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা।

কর্মীসভা

বাগডোগরা, ২৮ মার্চ : বৃহস্পতিবার বাগডোগরা কলেজের সামনে একটি ভবনে দার্জিলিং সাংগঠনিক জেলার মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি বিধানসভাভিত্তিক কর্মীসভা হয়। সেখানে মূল বক্তা হিসেবে ছিলেন বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য ভূষণ মোদক। এদিনের সভায় বিভিন্ন মণ্ডল, মোর্চা ও বুথ কমিটির সভাপতিরা ছিলেন।

পথনাটক

গোয়ালপোখর, ২৮ মার্চ : গোয়ালপোখর-১ ব্লকের বাসিন্দাদের ভোটদানে উৎসাহিত করতে বৃহস্পতিবার পথনাটিকার আয়োজন করা হয়েছিল। উদ্যোক্তা ইসলামপুর মহকুমা প্রশাসন। নাটক দেখে আপ্লুত স্থানীয় বিবি সাজনুর বললেন, 'প্রশাসনের আধিকারিকরা গ্রামে এসে আমাদের উৎসাহ দেবেন, তা ভাবতে পারিনি।'

বৈঠক

চোপড়া, ২৮ মার্চ : কালাগছে দলের নির্বাচনি কার্যালয়ে বৃহস্পতিবার বিজেপির যুব মোর্চার বৈঠক হল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সম্পাদক ভবেশ কর। জেলা সহ সভাপতি অসীম বর্মন জানিয়েছেন, যুব মোর্চার সদস্যরা বুথে বুথে প্রচার অভিযান চালাবেন।

কমিটি গঠন

চোপড়া, ২৮ মার্চ : বৃহস্পতিবার ঘিরনিগাঁওয়ের লালবাজার এলাকায় কংগ্রেসের অঞ্চল কমিটির বৈঠক হয়। ১১১ জনকে নিয়ে নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। অঞ্চল কনভেনারের দায়িত্বে মেহেবুব আলম। বৈঠক শেষে ছিল ইফতার পার্টি।

আলোচনা

চোপড়া, ২৮ মার্চ : মাঝিয়ালি ও দাসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে বৃহস্পতিবার তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচন সংক্রান্ত অঞ্চল কমিটির বৈঠক হয়েছে। ভোটের প্রচার সংক্রান্ত নানা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এদিন।

শুধুই উন্নয়ন চর্চা

মনজুর আলম

চোপড়া, ২৮ মার্চ : দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে রয়েছে চোপড়া বিধানসভা। এখানে তৃণমূল, বিজেপি দু'পক্ষেরই প্রচারের হাতিয়ার উন্নয়ন। একদিকে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প ও এলাকায় উন্নয়নের খতিয়ানকে হাতিয়ার করেছে তৃণমূল। অন্যদিকে, প্রাক্তন সাংসদের উন্নয়নের পাশাপাশি রাজ্যের শাসকদলের একাংশের বিরুদ্ধে স্বজনপোষণ, অনিয়ম, তোলাবাজির অভিযোগকে ইস্যু করে ময়দানে নেমেছে বিজেপি। তৃণমূল দেওয়াল লেখা ও ছোট ছোট সভা করে অনেক আগে থেকেই প্রচার শুরু করেছে। বিরোধীরা কিন্তু সে পথে না হেঁটে ছোট ছোট কর্মসূচির মাধ্যমে প্রচার চালাচ্ছে।

প্রচারে দুই যুযুধান শিবির পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ পালটা অভিযোগের তির ছোটাচ্ছে। আর তাতেই ভোট প্রচারের সুর চড়ছে। তৃণমূলের চোপড়া ব্লকের সভাপতি প্রীতিরঞ্জন ঘোষ এপ্রসঙ্গে বলেন, 'বিদায়ি সাংসদকে এলাকায় গত পাঁচ বছরে একবারও দেখা যায়নি। ওই সময়ে দু'একটি শ্মশানঘাটের সংস্কার ছাড়া এলাকা উন্নয়নখাতে তেমন খরচও করতে পারেননি সাংসদ।' বিজেপির জেলা সহ সভাপতি অসীম বর্মন বলেন, 'আগের সাংসদদের তুলনায় অনেক বেশি কাজ করেছেন রাজু বিস্ট। তিনি নিয়মিত এলাকার খোঁজখবর রেখে চলেছেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষ সাংসদের কাছ থেকে বহু উপকার পেয়েছেন।'

চোপড়া

স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, চোপড়া বিধানসভা ক্ষেত্রের নানা জায়গায় রাজ্যের শাসকদলের মদতে চা বাগান কিনে প্লট করে বিক্রির চেষ্টা চলছে। বালিঘাটে দাদাগিরি, তোলাবাজি ও কাটমানির অভিযোগ ওপেন সিক্রেট। বহু জায়গায় ঠিকাদাররা কাজ শেষ না করেই ওদের অত্যাচারে বিরক্ত হয়ে অসম্পূর্ণ কাজ রেখে পালাচ্ছে। এলাকাবাসীর সার্বিক সমস্যাকে সামনে রেখে প্রচারে বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। দলের জেলা সম্পাদক ভবেশ করের কথায়, 'তৃণমূল পরিচালিত একের পর এক গ্রাম পঞ্চায়েতে লাগামছাড়া অনিয়ম, দুর্নীতি, আবাস যোজনা ও মিশন নির্মল বাংলার নামে টাকা তোলার অভিযোগ সামনে এসেছে। প্রচারে এসব কথা বলা হচ্ছে।' এপ্রসঙ্গে স্থানীয় বিধায়ক হামিদুল রহমান বলেন, 'দিদির উন্নয়ন দেখে বিরোধীদের কাছে জুতসই কোনও ইস্যু নেই। গত ১০ বছরে এলাকায় প্রায় ২০০ কোটি টাকার উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে। এখনও দু'একটি কাজ বাকি রয়েছে। সেগুলিও ভোটের পর দ্রুত শেষ করার চিন্তাভাবনা রয়েছে। মানুষ উন্নয়নের নিরিখে ভাট দেবেন। বিরোধীরা এখন মানুষকে মিথ্যা বলে ভুল বোঝানোর চেষ্টা চালাচ্ছে।'

দেহ উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ২৮ মার্চ : এক তরুণের মৃতদেহ উদ্ধার হল ফুলবাড়ির রাজীবপাড়ার ক্যানাল মোড়ে। বৃহস্পতিবার সকালে একটি ফাঁকা জায়গায় তাঁর দেহ ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম দেবাশিস রায় (২০)।

স্থানীয় সূত্রে খবর, মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর দেবাশিস বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। বুধবার সারাদিন তাঁর হদিস মেলেনি। এদিন সকালে ওই তরুণকে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় একটি গাছের সঙ্গে ঝুলে থাকতে দেখা যায়। খবর পেয়ে কয়েকশো বাসিন্দা সেখানে জড়ো হন। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। পরে দেহটি উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। সকালে গাছের সঙ্গে দেহের অর্ধেক অংশ ঝুলে থাকতে দেখা গিয়েছে। কোমরের নীচ থেকে বাকিটা মাটিতে লেগেছিল। এই মৃত্যু প্রসঙ্গে স্থানীয় পরেশ রায়ের বক্তব্য, 'এটি আত্মহত্যা মনে না হওয়াটা স্বাভাবিক।'

গোপাল লামার সম্পত্তির হিসেব

মনোনয়নপত্রের সঙ্গে জমা দেওয়া হলফনামা অনুযায়ী ঃ-

নগদ : ৫০,০০০ টাকা।

স্ত্রীর কাছে নগদ : ৫,০০০ টাকা।

অস্থাবর সম্পত্তি

গোপাল লামা : ব্যাংক, গাড়ি মিলিয়ে ৯,৩১, ৮৮৬ টাকা

স্ত্রী : ১০,৪৭,০০০ টাকা

স্থাবর

গোপাল লামা : ১ কোটি ৩২ লক্ষ ৮৫ হাজার

স্ত্রী : কিছু নেই

অস্ত্র সহ গ্রেপ্তার ছয়

শিলিগুড়ি, ২৮ মার্চ : অপরাধমূলক কাজের জন্য জড়ো হওয়ার অভিযোগে ছয়জনকে গ্রেপ্তার করল ভক্তিনগর থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম আবেদুর রহমান, আলারাখা শেখ, বিকাশ রাই, বিক্রম পাসোয়ান, রাজকুমার নেওয়ার ও রাহুল ছেত্রী। এঁদের মধ্যে আবেদুর এবং আলারাখা সিংগারা গাড্ডার বাসিন্দা। বিক্রম পাসোয়ান বস্তি, রাজকুমার দাদাভাই কলোনি, রাহুল বিএসএফ রোড ও বিকাশ লোয়ার ভানু নগরের বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতরা বুধবার রাতে গান্ধি ময়দান এলাকায় ধারালো অস্ত্র নিয়ে জড়ো হয়েছিল। পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাদের পাকড়াও করে। ওই ছয়জনকে এদিন জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

দোকানে চুরি

চোপড়া, ২৮ মার্চ : চোপড়া থানার সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ধামিগছে বুধবার রাতে একটি চালের দোকানে চুরির অভিযোগ উঠল। ওই দোকানের মালিক বিকাশ কুণ্ডুর দাবি, সামনের তালা ভেঙে শাটার খুলে ১২০ বস্তা চাল নিয়ে পালিয়েছে দুষ্কৃতীরা। চুরির ঘটনা সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়েছে এবং তার ফুটেজ পুলিশের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে। মাসছয়েক আগেও এই দোকানে চুরি হয়েছিল বলে অভিযোগ।

বুধবার রাতে এলাকার আরও দুটি বাড়িতে দুষ্কৃতীরা হানা দেয় বলে জানা গিয়েছে। এরমধ্যে স্থানীয় বাসিন্দা মহম্মদ হেদায়েতুল্লাহ জানান, তাঁর বাড়ি নির্মাণের বিভিন্ন সামগ্রী চুরি গিয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এদিকে, হোলির রাতে স্থানীয় তিনমাইলে একটি চালের দোকান সহ একাধিক দোকানে দুষ্কৃতী হানার অভিযোগ উঠেছে। একের পর এক চুরিতে স্থানীয়দের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ছে।

মেচি বাঁধ দাবি নেপাল সীমান্তের বাসিন্দাদের

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ২৮ মার্চ : ভোটের আগে মেচির তীরে বাঁধ তৈরির দাবিতে সরব হয়েছেন ভারত-নেপাল সীমান্তের বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, গত চার বছর ধরে মেচির বাঁধ তৈরির কাজ অর্ধেক হয়ে পড়ে আছে। গত চার বছরে বিধানসভা ও পঞ্চায়েত নির্বাচনে বাঁধের দাবিতে ভোট দিয়েছেন সীমান্তের বাসিন্দারা। সামনে ফের লোকসভা নির্বাচন। কিন্তু সীমান্তের ঝাপুজোত, বড়মণিরাম, কিলারামজোতের বাসিন্দাদের বাঁধের দাবি পূরণ হয়নি। ফি বছর বর্ষায় মেচি নিয়ে আতঙ্কে থাকেন নকশালবাড়ি ব্লকের বড় মণিরাম, কিলারাম, ঝাপুজোতের বাসিন্দারা। তাই, এবার বর্ষার আগেই মেচির অসম্পূর্ণ বাঁধ সম্পূর্ণ করার দাবি তুলেছেন স্থানীয়রা। সেচ দপ্তরের দাবি, কর্তৃপক্ষের নির্দেশ পেলেই কাজ শুরু করা হবে।

শিলিগুড়ি সেচ দপ্তর সূত্রে খবর, কার্সিয়াং ডিভিশনের বন দপ্তরের জায়গায় বাঁধের কাজ থমকে আছে। বন দপ্তরের অনুমতি না মেলায় গত চার বছর ধরে প্রায় দুই থেকে আড়াই কিলোমিটার বাঁধের কাজ আটকে আছে। শিলিগুড়ি মহকুমার সেচ দপ্তর থেকে চার বছর আগে খড়িবাড়ি ব্লকের মদনজোত থেকে নকশালবাড়ি ব্লকের মানঝা পর্যন্ত ভারত-নেপাল সীমান্তের মেচির তীরে চার হাজার মিটার পাথরের বাঁধ তৈরির কাজ চলছিল। ২০২০-এর ডিসেম্বরে কাজ শুরু হয়। প্রকল্পটির নাম দেওয়া হয়েছিল মেচি রিভার প্রোটেকশন স্কিম। যার অধিকাংশই সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। বাঁধটির উপর পাথরের পিচিং সহ প্রায় ১৪ ফুট লম্বা রাস্তাও তৈরি হয়েছে। ফলে, এসএসবি জওয়ানরা খুব সহজেই বাঁধের উপর দিয়ে যানবাহন নিয়ে টহলদারি চালাতে পারবেন। এজন্য বরাদ্দ হয়েছিল প্রায় ১২ কোটি টাকা। সর্বত্র কাজ হলেও কিলারাম, বড় মণিরামজোতে এসে থেমে গিয়েছে। ফি বছর বর্ষায় এই এলাকাগুলি জলমগ্ন হয়। ক্ষতিগ্রস্ত হয় বহু কৃষিজমি। স্থানীয় কৃষক অমিত রাওতিয়া বলেন, 'বর্ষা এলেই ঘুম উবে যায়। নদীর জল এলাকায় ঢোকে। দু'দিকে বাঁধ থাকলেও মাঝে বাঁধ নেই। ফলে, মেচির জল খুব সহজেই এলাকায় ঢোকে।' আর এক বাসিন্দা পদমবাহাদুর তামাং বলেন, 'গত বছর নদীর জলে ৯০ বিঘা কৃষিজমি তলিয়ে গিয়েছিল। এবার দ্রুত বাঁধ না দিলে বিস্তর ক্ষতির শঙ্কা। তাই আমাদের দাবি, মেচি রিভার প্রোটেকশন স্কিমের কাজ এখানে দ্রুত শুরু করা হোক।'

এপ্রসঙ্গে নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি সজনী সুব্বা বলেন, 'বাঁধের কাজ নিয়ে বহুবার ব্লকে জানিয়েছি। সেচ দপ্তরকে জানানো হয়নি।' শিলিগুড়ি সেচ দপ্তরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার প্রিয়ম গোস্বামী বলেন, 'মেচি নদীর যে এলাকায় কাজটি থমকে গিয়েছে সেটি বন দপ্তরের জায়গা। তারা এতদিন অনুমতি দেয়নি। তাই, কাজ আটকে ছিল। এবছর অনুমতি দিয়েছে। সেটি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছে। সেখান থেকে নির্দেশ এলেই ওই এলাকায় দ্রুত কাজ শুরু করা হবে।'

মেচি নদীর বড় মণিরামজোতে আটকে বাঁধ নির্মাণের কাজ। - সংবাদচিত্র

ক্লাস ছেড়ে ঝাড়ু হাতে পড়ুয়ারা

বাগডোগরার গোঁসাইপুরে স্কুল চলাকালীন ‘বেপাত্তা’ প্রধান শিক্ষক

রাহুল মজুমদার

বাগডোগরা, ২৮ মার্চ : ক্লাস চলাকালীন পড়ুয়াদের দিয়ে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ পরিষ্কার করানোর অভিযোগ উঠল শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি বাগডোগরার গোঁসাইপুর জিএসএফপি বিদ্যালয়ের। বিভিন্ন শ্রেণির পড়ুয়াদের ঝাঁটা হাতে প্রাঙ্গণ পরিষ্কার করতে দেখা গিয়েছে। আরেক দল প্রাঙ্গণে পড়ে থাকা শুকনো পাতাও ডাস্টবিনে জমা করে অন্যত্র ফেলছিল। বিদ্যালয়েরই এক সহকারী শিক্ষিকার উপস্থিতিতে কাজ করছিল ছাত্রছাত্রীরা। উত্তরবঙ্গ সংবাদের প্রতিনিধিকে ছবি তুলতে দেখেই তড়িঘড়ি পড়ুয়াদের সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যান ওই শিক্ষিকা।

পড়ুয়াদের ক্লাস না করিয়ে কাজ করালেও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে ন্যূনতম দ্বিধাবোধ নেই। উলটে তাঁদের যুক্তি, ‘আমরাও তো ক্লাসরুম মাঝে মাঝে পরিষ্কার করি। ছাত্রছাত্রীরা পরিষ্কার করলে কী সমস্যা?’ গোটা বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। শিলিগুড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান দিলীপ রায়ের বক্তব্য, ‘বাচ্চাদের দিয়ে তো স্কুল পরিষ্কার করানো ঠিক নয়। তবে কী কারণে করেছে সেটা আমাকে জানতে হবে।’

ঘড়িতে তখন বেলা সাড়ে ১২টা। স্কুলের পাঁচ-ছয়জন পড়ুয়া ঝাঁটা হাতে প্রাঙ্গণ পরিষ্কারে ব্যস্ত। একজন সহকারী শিক্ষিকা দাঁড়িয়ে থেকে কাজের তদারকি করছেন। মূল রাস্তার ওপরেই স্কুল হওয়ায় অন্তত ১০০ মিটার দূর থেকেই বিষয়টি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এগিয়ে এসে বলতে পারেননি শিক্ষক-শিক্ষিকারা। বেশ কিছুক্ষণ তাঁর জন্য অপেক্ষা করা হয়। কিন্তু তাঁর দেখা মেলেনি।

এদিকে, ওই সময় বিদ্যালয়ের দিয়ে কেন কাজ করানো হচ্ছে প্রশ্ন করতেই শিক্ষিকা কথা ঘোরানোর চেষ্টা করেন। বাচ্চাদের দিয়ে কাজ করানো হচ্ছিল না বলে দাবি করতে ফিরিয়ে প্রাঙ্গণ পরিষ্কার করানো হয়। স্কুলে বাচ্চাদের দিয়ে এভাবে কাজ করানো একদম উচিত নয় বলে মনে করছেন তাঁরাও। স্থানীয় বাসিন্দা

প্রাঙ্গণ পরিষ্কারে পড়ুয়ারা। বৃহস্পতিবার গোঁসাইপুর জিএসএফপি স্কুলে। ছবি : রাহুল মজুমদার

ছবি তুলতেই সঙ্গে সঙ্গে পড়ুয়াদের সেখান থেকে সরিয়ে দেন শিক্ষিকা। খোঁজ করে জানা যায়, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সমিত কুণ্ডু বাইরে গিয়েছেন। কিন্তু স্কুল চলাকালীন কোন কাজে, কোথায় গিয়েছেন তা এক কর্মী এসে নিজেকে শিক্ষক পরিচয় দিয়ে কেন ছবি তোলা হল জানতে চান। ওই সময়ই আরেক সহকারী শিক্ষিকা এসে হঠাৎ বলতে শুরু করেন, কেন বাচ্চাদের ছবি তুলছেন? পালটা বাচ্চাদের থাকেন তিনি। বাচ্চারা কাজ করছে এরকম ছবি রয়েছে বলাতেই তাঁর পালটা যুক্তি, ‘ওরা তো আর বাথরুম পরিষ্কার করছিল না।’

স্থানীয়দের অভিযোগ, সব ক্লাসের পড়ুয়াদের দিয়েই ঘুরিয়ে

চুপ! সাফাই চলছে

- বাগডোগরার মূল রাস্তার পাশেই গোঁসাইপুর জিএসএফপি বিদ্যালয়
- স্কুলের পড়ুয়াদের একাংশকে দিয়ে প্রাঙ্গণ পরিষ্কার করানো হচ্ছিল
- পুরো কাজ তদারকি করছিলেন এক সহকারী শিক্ষিকা
- ‘পড়ুয়ারা তো আর বাথরুম পরিষ্কার করছে না’, পালটা সাফাই ওই শিক্ষিকার
- স্কুল চলাকালীন দেখা মেলেনি প্রধান শিক্ষকেরও

অরিন্দম শীলের বক্তব্য, ‘বাচ্চাদের স্কুলে পড়াশোনা করতে পাঠানো হয়। কাজ করতে হলে তো বাড়িতেই করতে পারে। স্কুলে যাওয়ার কী প্রয়োজন!’

আরেক বাসিন্দা প্রাক্তন সেনাকর্মী শুভব্রত সরকারের বক্তব্য, ‘মাঝে মাঝেই বাচ্চাদের স্কুলে পরিষ্কার করার কাজ করানো হয়। এরকম কোনও নিয়ম আছে নাকি?’

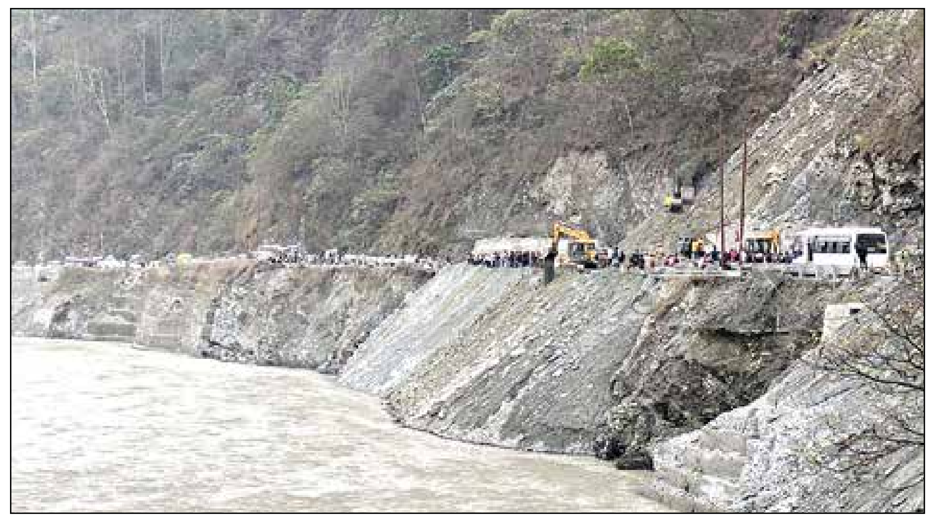

খোলা রাস্তায় পাহাড় কেটে কাজ চলায় যানজট। ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে। -সংবাদচিত্র

পথে হল দেরি, বিমান-ট্রেন মিস

যানজট সিকিমের লাইফলাইনে, দুর্ভোগ

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২৮ মার্চ : ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক খুলছে বটে, কিন্তু ভোগান্তির শেষ হয়নি। বরং ঘুরপথের থেকে সিকিমের লাইফলাইনে দুর্ভোগটা বেশি, বৃহস্পতিবার এমনই উপলব্ধি সাধারণ মানুষের পাশাপাশি পর্যটকদের। যা নিয়ে তাঁদের মধ্যে চরম ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। রাস্তা খুলে দেওয়ার পর কেন পাহাড় কাটা হচ্ছে, তীব্র যানজটে আটকে এমনই প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা। যদিও রাস্তা খোলা রাখার ক্ষেত্রে আর অন্য কোনও উপায় নেই বলে বক্তব্য পূর্ত দপ্তরের আধিকারিকদের বক্তব্য।

এনএইচ ডিভিশনের এক ইঞ্জিনিয়ার বলছেন, ‘লিকুভিরে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তাতে রাস্তা রাখতে পাহাড় কাটতে হচ্ছে। পাহাড় কাটার সময় দুর্ঘটনা এড়াতে যান চলাচলে কিছুটা বিধিনিষেধ কার্যকর করা হচ্ছে। যার জন্য যানজট হচ্ছে। দু’দিন পর এই সমস্যা আর থাকবে না বলে আশা করছি।’

শনি এবং রবিবার পাহাড়ে ফের ভারী বৃষ্টির ভ্রূকুটি। ফলে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক ফের বন্ধ হয়ে যাবে না তো, এই প্রশ্ন রয়েছে অনেকের। বৃষ্টি শুরুর আগে লিকুভিরে পাহাড় কাটার কাজ শেষ করে রাস্তা তৈরি করতে চাইছে পূর্ত দপ্তরের এনএইচ ডিভিশনও। আর খোলা রাস্তায় পাহাড় কাটার কাজ বৃহস্পতিবার শুরু হতেই চরম ভোগান্তির শিকার জাতীয় সড়ক দিয়ে চলাচলকারীরা। কয়েক কিলোমিটার দীর্ঘ যানজটে আটকে নাভিশ্বাস উঠেছে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি পর্যটকদের। তাঁদের মধ্যে অনেকেই বিমান এবং ট্রেন মিস করেন। বাগডোগরা বিমানবন্দরে আসার জন্য এদিন সকালে গ্যাংটক থেকে রওনা দিয়েছিলেন রাজস্থানের বাসিন্দা মুকেশ জৈন। তিনি বলছেন, ‘রাস্তা খুলে যাওয়ার খবরে এনএইচ টেন দিয়ে শিলিগুড়িতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। যেভাবে গাড়িতে আটকে আছি, তাতে এদিন আর ফ্লাইট ধরতে পারব না।’ বিকেল ৩টা নাগাদ তাঁর বিমান ছিল বলে জানান মুকেশ।

কামরূপ এক্সপ্রেস মিস করেছেন জানিয়ে এদিন বিকেলে কালিম্পংয়ের বাসিন্দা রবিন রাই বলেন, ‘চারদিন রাস্তা বন্ধ ছিল। তাও কেন পাহাড় কাটার কাজ শেষ করা গেল না বুঝতে পারছি না। কাজ শেষ হয়ে গেলে এমন বিপাকে পড়তে হত না।’ ঘণ্টার পর ঘণ্টা যানজটে আটকে থেকে অনেকের উপলব্ধি, গরুবাথান-লাভা রুট থেকে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে যেতে বেশি সময় লাগছে।

বৃহস্পতিবারের পর শনিবারও লিকুভিরে পাহাড় থেকে পাথর পড়তে থাকায় ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে যান চলাচল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয় কালিম্পং জেলা প্রশাসন। কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করে বুধবার বিকেলে রাস্তাটি খুলে দেওয়া হয়। লিকুভিরে এবং রবিখোলায় একমুখী যান চলাচলের নির্দেশ দেওয়া হয় প্রশাসনের তরফে। কিন্তু একেই ওয়ান ওয়ে, তার ওপর পাহাড় কাটার কাজ বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হওয়ায় এদিন চরম দুর্ভোগে পড়তে হল প্রায় সকলকেই।

পুলিশের বিরুদ্ধে নালিশ খগেশ্বরের কাছে

শিলিগুড়ি, ২৮ মার্চ : আমবাড়ির ঘটনায় মৃত শিশুর বাড়িতে গিয়ে বাসিন্দাদের ক্ষোভ শুনতে হল রাজগঞ্জের তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক খগেশ্বর রায়কে। বৃহস্পতিবার নয় নম্বর কলোনিতে গেলে বিধায়কের সামনে পুলিশের বিরুদ্ধে একরাশ অভিযোগ তুলে ধরেন বাসিন্দারা। যদিও গোটা ঘটনায় এলাকায় শান্তি বজায় রাখার আবেদন জানান খগেশ্বর।

এদিন বাসিন্দাদের সুরে সুর মিলিয়ে দলের রাজগঞ্জ ব্লক যুব সভাপতি তুষার দত্ত বিধায়ককে বলেন, ‘এখানকার মানুষ বলছে অনেক নির্দোষ বাসিন্দাকেও পুলিশ হয়রান করছে। সামনে নির্বাচন। এমন হলে কিন্তু চলবে না।’ উপস্থিত জনতার মধ্যে অনেকেই বিধায়কের উদ্দেশ্যে বলতে থাকেন, ‘আপনি পুলিশকে বলে দিন ওরা যেন আর ধরপাকড় না করে। গ্রামের বহু পুরুষ এখনও ঘরে ঢুকতে পারছে না। অনেকেই ভয়ে আছে।’

মৃত পিত্রজিতের বাবা নিতাই ব্যাপারীর অভিযোগ, ‘দুর্ঘটনায় আমার সন্তান মারা গিয়েছে। শোকের মধ্যে পুলিশ আমাকেও মেরেছে।’ সব শুনে ঘটনাস্থল আমবাড়ি ফাঁড়ির ওসিকে ফোন করেন বিধায়ক। তাঁকে বলতে শোনা যায়, ‘যারা দোষী তাদের প্রতি ব্যবস্থা নিলেও কোনও নির্দোষকে যেন অসুবিধায় না ফেলা হয়।’ যদিও প্রথম থেকেই পুলিশের তরফে অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। এদিনও নতুন করে সমস্যা তৈরি হবে না বলে পুলিশের তরফে আশ্বাস মিলেছে।

ইঞ্জিনে আগুন

ফাঁসিদেওয়া, ২৮ মার্চ : জাতীয় সড়কের ওপর আগুন লাগল চারচাকার একটি গাড়িতে। বৃহস্পতিবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগরে ঘটনাটি ঘটেছে। ওই গাড়িটি শিলিগুড়ি থেকে ইসলামপুরের দিকে যাচ্ছিল। সেসময় বিধাননগর তদন্ত কেন্দ্রের অদূরে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে আচমকা ইঞ্জিনে আগুন লেগে যায়। পালিয়ে যান চালক। খবর পেয়ে বিধাননগর তদন্ত কেন্দ্রের পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পরে মাটিগাড়া থেকে একটি দমকলের ইঞ্জিন সেখানে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এদিকে ঘটনার জেরে জাতীয় সড়কে যানজট হয়। পুলিশি হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

কলেজে প্রদর্শনী

বাগডোগরা, ২৮ মার্চ : বৃহস্পতিবার বাগডোগরা কালীপদ ঘোষ তরাই মহাবিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ আয়োজিত উত্তরবঙ্গের সামাজিক-অর্থনৈতিক বিষয়ক প্রদর্শনী হয়। সংশ্লিষ্ট বিভাগের পাঁচ শতাধিক ছাত্রছাত্রী এতে অংশগ্রহণ করেন। বিভিন্ন জায়গা থেকে পড়ুয়াদের সংগৃহীত প্রাচীন সামগ্রী প্রতিষ্ঠানের ৯ এবং ১০ নম্বর কক্ষে প্রদর্শিত হয়েছে এদিন। উত্তরবঙ্গের নানা জাতি সামাজিক, অর্থনীতি এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে যে সমস্ত সামগ্রী ব্যবহার করত, সেগুলো ছিল প্রদর্শনীতে।

উদ্বোধন করেন কালীপদ ঘোষ তরাই মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডঃ মীনাক্ষী চক্রবর্তী। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহশালার তত্ত্বাবধায়ক মলয় সাহা।

আধাসেনার রুটমার্চ। বৃহস্পতিবার বিধান মার্কেটে। ছবি : সূত্রধর

চায়ের মানরক্ষায় কড়া হচ্ছে টি বোর্ড

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২৮ মার্চ : পেয়ালায় স্বাস্থ্যবান্ধব চা পৌঁছে দিতে আরও কড়া হচ্ছে টি বোর্ড। ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার (এফএসএসএআই) মানদণ্ড মেনে চায়ের উৎপাদন হচ্ছে কি না, তা খতিয়ে দেখার জন্য এপ্রিল মাস থেকেই নমুনা সংগ্রহের কাজ শুরু হবে। মূল উদ্দেশ্য, তৈরি চায়ে নিষিদ্ধ রাসায়নিকের অস্তিত্ব কিংবা অনুমোদিত রাসায়নিকের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ অবশিষ্টাংশের পরিমাণ (ম্যাক্সিমাম রেসিডিউ লিমিট) নির্দিষ্ট মাপের মধ্যে আছে কি না, তা যাচাই করা। বিষয়টিকে নিয়ে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের খাদ্য সুরক্ষা বিভাগ, টি বোর্ড ও এফএসএসএআই-এর শীর্ষ আধিকারিকদের উপস্থিতিতে কলকাতার স্বাস্থ্য ভবনে একটি যৌথ বৈঠকও হয়েছে। তাতে উত্তরবঙ্গের চা বণিকসভার প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন। অনলাইনেও চা শিল্পের একাধিক কর্তা বৈঠকে যোগ দেন।

জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, ‘এই উদ্যোগকে আমরা স্বাগত জানিয়েছি। তবে এজন্য ক্ষুদ্র চা চাষি সহ সমস্ত বাগানকেই ধাতস্থ হওয়ার জন্য কিছুটা সময় দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি। নিয়মনীতি বলবৎ করার ক্ষেত্রে একটা ডেটলাইন তৈরি করে দেওয়ার আর্জি জানানো হয়েছে।

এদিকে, উত্তরবঙ্গের বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলি বৃহস্পতিবার শিলিগুড়িতে নিজেদের মধ্যে বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তারা যাদের কাছ থেকে কাঁচা পাতা কেনেন সেই ক্ষুদ্র চা চাষি কিংবা এজেন্টদের এখন থেকে এই মর্মে টেস্টিং-এর শংসাপত্র দিতে হবে যে তাঁদের বিক্রি করা পাতায় কোনও নিষিদ্ধ রাসায়নিক নেই বা বৈধ রাসায়নিক মানদণ্ড মেনে রয়েছে। বটলিফ ফ্যাক্টরির সংগঠন নর্থবেঙ্গল টি প্রোডিউসার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সঞ্জয় ধানুটি বলেন, ‘স্বাস্থ্যবান্ধব চা তৈরির সরকারি নজরদারিকে স্বাগত জানাই। তবে বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলির কাছে এমন কোনও নিজস্ব পরিকাঠামো নেই যা দিয়ে তাঁরা রাসায়নিক ব্যবহারের বিষয়টি বুঝতে পারবেন। তাই টেস্টিং রিপোর্ট দেখে তবেই পাতা কেনা হবে।’

সংশ্লিষ্ট সূত্রেই জানা গিয়েছে, চায়ে রাসায়নিকের ব্যবহার নিয়ে রাজ্যের খাদ্য সুরক্ষা বিভাগ ও টি বোর্ড যৌথভাবে পরিদর্শন ও সেই সঙ্গে সচেতনতা বৃদ্ধির কাজটি করবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকারের খাদ্য নমুনা পরীক্ষার গবেষণাগারে চায়ের নমুনা পরীক্ষা করে দেখার পরিকাঠামো তৈরির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এর বাইরে টি বোর্ডের নিজস্ব গবেষণাগার তো রয়েইছে। টি বোর্ড অনুমোদিত ৫৬টি রাসায়নিকের ব্যবহার সহনশীলতার মধ্যে রাখার পাশাপাশি কোথাও নিষিদ্ধ রাসায়নিকের ব্যবহার কোথাও হচ্ছে কি না তা যাচাই করে দেখা হবে।

চাষের জমিতে হাতির দাঁত

খড়িবাড়ি, ২৮ মার্চ : নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে হাতির দাঁতের ভাঙা টুকরো উদ্ধার ঘিরে বৃহস্পতিবার চাঞ্চল্য ছড়াল। মাঠে গোরু বাঁধতে গিয়ে উদ্ধার হওয়া হাতির দাঁতের ভাঙা টুকরোটি এদিন বন দপ্তরকে দেয় রানিগঞ্জ পানিশালী পঞ্চায়েতের সদস্যা বিমলা ছেত্রী।

বন বিভাগ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, টুকরিয়া বনাঞ্চল সংলগ্ন পানিট্যাঙ্কির উত্তর রামধনজোতে চাষের জমিতে এদিন সকালে গোরু বাঁধতে যান টিকা সিং ছেত্রী। গোরুর দড়ির খুঁটি পোঁতার জন্য তিনি জমিতে পাথর খুঁজতে থাকেন। তখন মাটিতে অর্ধেক ঢোকানো অবস্থায় একটি সাদা পাথর দেখতে পেয়ে সেটি টেনে তোলেন। কিন্তু দেখেন সেটি পাথর নয়, হাতির দাঁত। তিনি আর অপেক্ষা না করে চলে যান ওই পঞ্চায়েতের স্থানীয় সদস্যা বিমলার কাছে। বিমলা টুকুরিয়া বনাঞ্চলের রেঞ্জ অফিসারকে বিষয়টি জানান। রেঞ্জ অফিসার সুরজ মুখিয়ার কথায়, জঙ্গল থেকে বেরিয়ে অনেক সময় হাতি নিজেদের মধ্যে লড়াই করে থাকে। সেই সময় কোনও হাতির দাঁত ভাঙতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা। খড়িবাড়ি থানায় সাধারণ অভিযোগ দায়ের করে তদন্ত শুরু করছে বন দপ্তর।

জেল হেপাজত

শিলিগুড়ি, ২৮ মার্চ : বুধবার রাতে গাঁজা সহ তিন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছিল নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। বাজেয়াপ্ত হয় ৬২ কেজি গাঁজা। বৃহস্পতিবার ধৃতদের জলপাইগুড়ির আদালতে তোলা হয়। পুলিশের আবেদনের ভিত্তিতে বিচারক তাদের পাঁচদিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। এদিকে, ধৃতদের সঙ্গে আন্তঃরাজ্য পাচারচক্রের যোগ রয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রের খবর। সেই কারণে আরও জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় তারা। ধৃত তিন ব্যক্তির নাম অমিত বাল্মীকি, মহম্মদ আখতার ও বাপি সিং। প্রথম দুজনের বাড়ি শিলিগুড়ি প্রধাননগর থানা এলাকায়। তৃতীয়জন ইসলামপুরের দাড়িভিটের বাসিন্দা।

এমনই হাল আঠারোখাই মিলিটারি রোডের।

রাস্তায় নিম্নমানের কাজের অভিযোগ

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ২৮ মার্চ : আঠারোখাই মিলিটারি রোড মেরামতের কাজ চলছে ধীরগতিতে। পাশাপাশি নিম্নমানের কাজের অভিযোগ তুলে বৃহস্পতিবার হালের মাথায় রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান বাসিন্দারা। ব্যবসায়ীরা দোকানপাট বন্ধ রেখে প্রতিবাদে শামিল হন। বেলা ১১টা থেকে অবরোধ শুরু হয়। অবরোধের জেরে ওই এলাকা কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। স্কুল পড়ুয়াদের বাসগুলি আটকে পড়ে। প্রায় আড়াই ঘণ্টা অবরোধ চলার পর দেড়টা নাগাদ তুলে নেওয়া হয়। এর আগেও গত বৃহস্পতিবার একই ইস্যু নিয়ে এখানে রাস্তা অবরোধ করেন বাসিন্দারা। কিন্তু এক সপ্তাহ পরেও রাস্তা মেরামত না হওয়ায় এদিন ফের অবরোধ শুরু করেন বাসিন্দারা।

স্থানীয় বাসিন্দা তিলক বড়ুয়া বলেন, ‘এই রাস্তা মেরামত না হওয়ার পিছনে রাজনৈতিক ইন্ধন রয়েছে। গ্রামীণ এই রাস্তা হালকা যানবাহন চলাচলের উপযোগী করে তৈরি করা হয়েছিল। অথচ তৈরির অল্পদিনের মধ্যেই বেহাল দশা হয়। আমরা পঞ্চায়েতকে বহুবার বলার পরেও কোনও কাজ হয়নি।’ আরেক বাসিন্দা অশোক রায় বলেন, আমরা বিডিওকে জানাব। তারপরেও কিছু না হলে জোরদার আন্দোলনে নামা হবে।’ মাটিগাড়ার বিডিও বিশ্বজিৎ দাস বলেন, ‘ওই রাস্তা উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর করছে। আমি এই অভিযোগ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাব।’

রাস্তার কাজে ক্ষুব্ধ জনপ্রতিনিধিও

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ২৮ মার্চ : প্রায় ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে রাস্তা নির্মাণে নিম্নমানের কাজের অভিযোগ উঠল। ঘটনাটি ফাঁসিদেওয়া ব্লকের জালাস নিজামতারা গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতিরামজোতের। খোদ ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি চন্দ্রমোহন রায়ের প্রতিক্রিয়া, ‘এর ফলে আশপাশের গ্রামের মানুষ যাতায়াতে সমস্যায় পড়েছেন।’

প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনায় পাওয়ার হাউস চার লেন রাস্তা থেকে লিউসিপাকড়ি বাজার, হাতিরামজোত হয়ে রহমুজোত, লালদাসজোত চার লেন রাস্তা পর্যন্ত প্রায় সাড়ে ৪ কিলোমিটার পাকা রাস্তার কাজ শুরু হয়েছে। প্রায় ৪ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ওই কাজ চলছে। শুধুমাত্র লেধাইমারি নদীতে পরিকল্পনাহীন ডাইভারশন তৈরিই নয়, পাকা রাস্তা নির্মাণে ব্যাপকহারে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করা হচ্ছে বলেও জানাচ্ছেন এলাকাবাসী। স্বাভাবিকভাবে এত টাকা ব্যয়ে তৈরি রাস্তাটি কতদিন টিকবে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। স্থানীয় মহম্মদ মজনু বলেন, ‘কাটা পাথরের বদলে বড় বড় পাথর দিয়ে রাস্তা নির্মাণ করা হচ্ছে। আমরা ঠিকাদারের সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলব।’

পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতির কথায়, ‘ঠিকাদার সংস্থা দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে নিম্নমানের কাজ করছে। কালভার্ট ভেঙে রেখেছে। কালভার্টের ভেঙে ডাইভারশন সঠিকভাবে তৈরি না করার কারণে জলকাদা জমছে।’ এই অবস্থায় দপ্তরও উদাসীন বলে পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতির অভিযোগ। পুরো পরিস্থিতি নিয়ে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষের মন্তব্য, ‘এব্যাপারে আমাকে কেউ অভিযোগ জানাননি। বিষয়টি আমি খোঁজ নিয়ে দেখছি।’ সমস্যা খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ করা হবে বসে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

ভোটের প্রশিক্ষণে মৃত শিক্ষকের নাম

শুভজিৎ চৌধুরী

ইসলামপুর, ২৮ মার্চ : ভোটার তালিকার হাজারো ত্রুটির খবর আমাদের দেশে নতুন বিষয় নয়। এক ব্যক্তির একাধিক জায়গায় ভোটার তালিকায় নাম অথবা জীবিত ব্যক্তিকে মৃত এবং মৃত ব্যক্তির নামও ভোটার তালিকায় থাকার ঘটনা প্রায়ই ঘটে থাকে। তবে ভোটকর্মী হিসেবে মৃত ব্যক্তির নাম প্রশিক্ষণ নেওয়ার তালিকায় থাকা মোটেই কাম্য নয়। কিন্তু এমনই ঘটনা ইসলামপুর ব্লকের দক্ষিণ চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের দপ্তরে ঘটেছে।

সেখানে ভোটকর্মীদের প্রশিক্ষণের তালিকায় মৃত স্কুল শিক্ষকদের নাম যেমন রয়েছে, তেমনই তালিকায় কিছু শিক্ষক এমনও রয়েছেন যাঁরা ইতিমধ্যে চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন বা অন্যত্র বদলি হয়েছেন। স্বভাবতই এমন ঘটনায় হতভম্ব শিক্ষা মহল থেকে শুরু করে শিক্ষাকর্মীরা।

ইসলামপুর দক্ষিণ চক্রের ওই প্রশিক্ষণের তালিকায় দুজন মৃত শিক্ষকের নাম সহ একজন অবসর নেওয়া শিক্ষক, এক থেকে দুজন চাকরি থেকে অবসর পাওয়া এবং একজন স্কুল শিক্ষকের চাকরি ছেড়ে অন্য চাকরিতে যোগ দেওয়া ব্যক্তির নাম রয়েছে। স্বাভাবিকভাবে শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকদের কাজের মান নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির ইসলামপুর চক্রের সভাপতি রঘুপতি মুখোপাধ্যায় বলেন, ‘শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকদের কাজের প্রতি দায়সারা মনোভাবের কারণেই এইসব ঘটনা ঘটছে। এই রাজ্যের শাসকদল যেভাবে রাজ্য চালাচ্ছে সেভাবেই নির্বাচন করাতে চাইছে। এই সব বিষয়ে নির্বাচন কমিশনকে অবশ্যই কঠোরভাবে নজর রাখতে হবে। না হলে দেখা যাবে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে এমন মৃত ব্যক্তিরাই ভোট দিয়ে ফেলেছেন।’

যদিও ইসলামপুর দক্ষিণ চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক বেলাল হোসেনের বক্তব্য, ‘এই তালিকা অনেকদিন আগেই তৈরি হয়ে গিয়েছিল। এছাড়া এসব ঘটনা বিগত কয়েক মাসের মধ্যে ঘটেছে। ফলে এই সব বিষয় ঠিক করা সম্ভব হয়নি। বিষয়টি সামনে আসতেই সব নথি সহ তথ্য বিডিও অফিসে জমা করা হয়েছে। সেই তালিকা থেকে ওই শিক্ষকদের নাম কেটে দেওয়া হবে।’

বকুনি খেয়ে ঘর ছাড়ল নাবালিকা

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ২৮ মার্চ : মেয়ে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়েছে। এটা কোনওভাবে টের পেয়েছিলেন মা। তাই সন্তানকে শাসন করতে গিয়ে বকুনি দিয়েছিলেন। কিন্তু তাতেই সন্তান যে উলটো পথের শরিক হবে তা স্বপ্নেও ভাবেনি পরিবার। এমনই ঘটনা ঘটেছে সাঁকোয়াঝোরা-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। সোমবার মায়ের বকুনিতে অভিমানে প্রেমিকের সঙ্গে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছে নাবালিকা। প্রথমে ঝাড়আলতা-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় নাবালিকার মামার বাড়ি এবং সেখান থেকে প্রতিবেশী এক কাকার কর্মস্থল জয়গাঁতে গিয়ে ঠাঁই নেয়। কিন্তু সেখানে বেশিদিন না থেকে দুজনেই কখনও বীরপাড়া আবার কখনও ধূপগুড়ির নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু তারাও ভাবেনি ঘুরে বেড়ানোই তাদের কাছে চাপের হয়ে দাঁড়াবে।

ইতিমধ্যে মেয়ের খোঁজে ধূপগুড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ লোকেশন ট্র্যাক শুরু করে। বুধবার রাতে আচমকাই প্রেমিক-প্রেমিকা দুজনের লোকেশন ধূপগুড়ি শহরে দেখা যায়। এরপরে ধূপগুড়ি থানার পুলিশ হানা দিয়ে বাজারে দুজনকে পেয়ে যায়। জিজ্ঞাসাবাদে দুজনের কথায় নানা অসংগতি মেলে। তারপর পুলিশ নাবালিকা প্রেমিকাকে হোমে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয় এবং প্রেমিক তরুণকে গ্রেপ্তার করে। নাবালিকার পরিবারের এক আত্মীয়ের কথায়, মেয়ে প্রেম করে শুনে অভিভাবক হিসেবে বকুনি দিয়েছি। এতে মেয়ের এতটা অভিমান হবে তা ভাবিনি। পরে শুনলাম মেয়ে অভিমান করে ভালোবাসার সম্পর্কে একটি ছেলের সঙ্গে কোথাও চলে গিয়েছে। উদ্ধারের পরও বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু মেয়ে এবং ছেলে কেউই বুঝতে চাইছে না। তাই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ ব্যবস্থা নিয়েছে।’

অন্যদিকে, ওই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার এক নাবালিকা গত সোমবার থেকে নিখোঁজ ছিল। ওই ঘটনাতেও পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়। তদন্তে নেমে বুধবার পুলিশ শিলিগুড়ির মাটিগাড়া এলাকা থেকে নাবালিকাকে উদ্ধার করে।

প্রেমের পরিণতি

- মেয়ের প্রেমের সম্পর্কের কথা জানতে পেরে শাসন করেছিল মা
- অভিমানে প্রেমিকের সঙ্গে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যায় নাবালিকা
- মামার বাড়ি ও প্রতিবেশী কাকার কর্মস্থল জয়গাঁয় কিছুদিন কাটায় দুজনে
- পরে ধূপগুড়ি ও বীরপাড়ার বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ায়
- মোবাইল লোকেশন ট্র্যাক করে ধূপগুড়ি বাজারে দুজনকে ধরে পুলিশ
- নাবালিকাকে হোমে পাঠিয়ে সঙ্গী তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে

শুক্রবার, ১৫ চৈত্র ১৪৩০, ২৯ মার্চ ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৪ বর্ষ ■ ৩০৯ সংখ্যা

কুরুচির কলুষ

অবাঞ্ছিত শব্দ, ভাষার কলুষ গ্রাস করছে রাজনীতিকে। ভোট যত এগিয়ে আসছে, তত যেন সেই কলুষ মাত্রাছাড়া হচ্ছে। পরস্পরের সমালোচনা, গঠনমূলক বিরোধ ইত্যাদি গণতন্ত্রের অঙ্গ। সেসবের বদলে রাজনীতিবিদদের মুখে এমন কিছু স্থান করে নিচ্ছে, যা সংস্কৃতিগতভাবে নিম্নরুচির, অশোভন। সংসদীয় গণতন্ত্রের পরিবেশটাই এর ফলে নষ্ট হচ্ছে। সদ্য বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষের মন্তব্য ঘিরে প্রচুর জলঘোলা হল।

তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে কিছু কথা বলেছেন, যাতে শুধু তৃণমূল নয়, তাঁর দল বিজেপিও আপত্তি জানিয়েছে। দলের পক্ষ থেকে দিলীপের আচরণের ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে। হতে পারে, ভোটের মুখে এ ধরনের ভাষায় জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে মনে করে বিজেপি নেতৃত্ব দিলীপের কৈফিয়ত চাইতে বাধ্য হল। এমন মনে হওয়ার কারণ, ওই কৈফিয়ত চাওয়া ছাড়া বিজেপির আর কোনও পদক্ষেপ দেখা গেল না।

দলের কোনও নেতা প্রকাশ্যে দিলীপের মন্তব্যের নিন্দা করেননি বা আপত্তি জানাননি। তবে তিনি যা বলেছেন, তা যে সংসদীয় গণতন্ত্রের পক্ষে শোভনীয় নয়, বরং অসংসদীয়, তা স্পষ্ট হয়েছে নির্বাচন কমিশনের পদক্ষেপে। কমিশন রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতিকে এই মন্তব্যের কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছে। এতে যে বিজেপির এই প্রবীণ নেতার কোনও বোধোদয় ঘটেছে, তা নয়। বরং দলের চিঠির গুঁতোয় এককথায় দুঃখপ্রকাশ করলেও তাঁর মন্তব্যের পক্ষে আরও নানাবিধ সাফাই দিতে শুরু করেছেন।

নির্বাচন কমিশনকেও ঠারেঠোরে কটাক্ষ করছেন তিনি। যা সংসদীয় গণতন্ত্রের পক্ষে শুভ নয়। এমন নয় যে, দিলীপ একাই এমন মন্তব্য করছেন। তৃণমূলের কুণাল ঘোষ প্রায়ই যে সুরে প্রতিপক্ষকে চ্যালেঞ্জ করেন, তাতে রুচি নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। অতি সম্প্রতি আবার শুভেন্দু ও শিশির অধিকারীর বাবা ও ছেলের সম্পর্ক জড়িয়ে কিছু মন্তব্য করেছেন যা সুস্থ সংস্কৃতির পরিচায়ক নয়।

অশোভন, কোনও কোনও ক্ষেত্রে অশালীন, এমনকি উসকানিমূলক মন্তব্যের চ্যাম্পিয়ন ছিলেন তৃণমূলের আরেক নেতা অনুব্রত মণ্ডল। আপাতত তিনি তিহারে কারাবন্দি থাকায় আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে তাঁর বাক্যবাণ শুনতে হবে না। কিন্তু উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহের আস্ফালন কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাঁর রুচিজ্ঞান নিয়ে প্রশ্ন তোলে এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশকে ক্ষুণ্ণ করে। সম্প্রতি বিজেপির আরেক নেতা হিরণ্ময় চট্টোপাধ্যায়, অভিনেতা হিরণ নামে যাঁর পরিচিতি, তিনি ডেবরার বিডিওকে হুমকি দিয়েছেন তাঁর সামনে বসে।

প্রশাসনের কার্যকলাপ নিয়ে প্রশ্ন থাকতে পারে, আপত্তির সংগত কারণ থাকতে পারে। তাই বলে প্রশাসন ও পুলিশকে কুরুচিকর ভাষায় চ্যালেঞ্জ বা হুঁশিয়ারি গণতন্ত্রের পক্ষে সংগতিপূর্ণ নয়। আসলে বিবদমান সব পক্ষই গণতন্ত্রের সংজ্ঞার অমর্যাদা করতে এখন ব্যস্ত। মতাদর্শের প্রতিযোগিতা ক্রমশ ফিকে হয়ে যাওয়ায় নেতাদের অবলম্বন হয়ে উঠছে খিস্তিখেউড়। যে যত অশালীন মন্তব্যে পটু হবেন, সংবাদমাধ্যমে তাঁর তত বেশি প্রচার হচ্ছে।

ইদানীং সংযত হলেও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও একসময় কাঁথিতে গিয়ে শুভেন্দুকে চ্যালেঞ্জ করতে গিয়ে তাঁর বাবা শিশির অধিকারীকে জড়িয়ে অশোভন, কুরুচিকর শব্দবন্ধ ব্যবহার করেছিলেন। নেতারা আসলে এভাবে প্রচার পাওয়ার বিষয়টিকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন। দিলীপ ঘোষের সংবাদমাধ্যমে প্রচার বেশি পাওয়ার কারণই হল তাঁর আলটপকা মন্তব্য। এতে তাঁকে নিয়ে বেশি চর্চা হয়।

এই মানসিকতাই গণতান্ত্রিক পরিবেশের পক্ষে কাল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এতে সুস্থ চেতনার মানুষের পক্ষে এই রাজনীতির সঙ্গে মানিয়ে চলা দুর্বিষহ হয়ে উঠছে। নবীন প্রজন্মের মধ্যেও একই কারণে রাজনীতির প্রতি অনীহা বাড়ছে। আর যাঁরা রাজনীতি করছেন, তাঁরা এ ধরনের অশোভন কথাবার্তাকে রাজনীতির অঙ্গ মনে করছেন।

অমৃতধারা

সাধারণত চেতনা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে- এদিকে ওদিকে ছুটে বেড়ায়, এ বিষয় বা ও বিষয়ের ওপর ঘোরে ফেরে। যখন স্বভাবের ভালো কিছু করতে হয় তখন প্রথম কাজ যা তুমি করবে তা হচ্ছে এইসব ছড়িয়ে পড়া চেতনাকে জড়ো করে এনে একাগ্র করে ধরা। তখন যদি তুমি ঠিকভাবে লক্ষ কর তাহলে দেখবে যে তখন চেতনা একস্থানে ও এক বিষয়ের ওপর একাগ্র হয়েছে- যেমন হয় যখন তুমি কোনও কবিতা লেখ বা কোনও উদ্ভিদবিদ কোনও ফুলের স্বরূপ সম্বন্ধে পরীক্ষা করে। যদি তুমি কোনও চিন্তাতে একাগ্র হও তাহলে মস্তিষ্কের কোনও একস্থানে হবে, যদি তুমি কোনওভাবে একাগ্র হও, তাহলে হৃদয়ে হবে। যৌগিক একাগ্রতাও সাধারণভাবে সেই একই জিনিস- কেবল তা আরও বিস্তৃত ও গভীর হবে।

-শ্রীঅরবিন্দ

পদ্মের গান্ধির রাজনীতি নিজস্ব শর্তে

বিজেপি নেতাদের কাছে মানেকা-পুত্র যেমন 'ব্যাড বয়', তেমন বরুণ গান্ধিও বজায় রেখেছেন তাঁর বিদ্রোহী সত্তা।

গৌতম হোড়

ফিরোজ বরুণ গান্ধির সঙ্গে বিজেপির শীর্ষনেতৃত্বের সম্পর্ক গত পাঁচ বছরে মধুর ছিল, এমন দাবি কোনও বিজেপি নেতাই করবেন না। বরং এই সম্পর্কে রীতিমতো চড়াইউতরাই ছিল। যদি রেখচিত্র দেখা যায়, তাহলে তা ক্রমেই নীচের দিকে নেমেছে। শীর্ষনেতৃত্বের কাছে বরুণ যেমন 'ব্যাড বয়' থেকে গিয়েছেন, তেমনই বরুণও তাঁর বিদ্রোহী সত্তা বজায় রেখেছেন।

গত পাঁচ বছরে নিজের নির্বাচনকেন্দ্র পিলিভিটের জন্য তিনি কাজ করেছেন, সংসদে উপস্থিত থেকেছেন, সেটা বাদ দিয়ে বাকি সময়টা বরুণ যা করেছেন, তা হল, প্রচুর লিখেছেন। তিনি নিয়মিত খবরের কাগজে কলাম লেখেন। ভারতীয় অর্থনীতি, গ্রামীণ ব্যবস্থা, কৃষি ও সামাজিক অবস্থা হল তাঁর প্রিয় বিষয়। নিয়মিত বই লেখেন। আর সেই লেখার মধ্যে কখনও প্রচ্ছন্ন, কখনও প্রকটভাবেই সরকারের নীতির সমালোচনা থাকত। এই লেখার বিষয়বস্তু নিয়ে বিজেপি নেতারা তাঁর উপর অসন্তুষ্ট হতেন, তাকে অনেকবার মানা করা হয়েছে। কিন্তু বরুণ লেখা চালিয়ে গিয়েছেন। হয়তো তার মধ্যে সমালোচনার সুর কম হয়েছে বা বিষয় পরিবর্তন হয়েছে, এই মাত্র।

২০২৩ সালে উত্তরপ্রদেশের আমেঠিতে সঞ্জয় গান্ধি মেমোরিয়াল হাসপাতালের লাইসেন্স বাতিলের সিদ্ধান্ত নেয় যোগী আদিত্যনাথ সরকার। তখন এই সিদ্ধান্তের প্রকাশ্যে সমালোচনা করেছিলেন বরুণ। তিনি বলেছিলেন, এই হাসপাতালের সঙ্গে তাঁর বাবার নাম যুক্ত, তাঁর ঠাকুমা এটা তৈরি করেছিলেন, সেটা তাঁর কাছে আবেগের বিষয়। কিন্তু এই আবেগের বাইরে একটা বিষয় আছে। একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে অনেক সময় লাগে। একটা বিকল্প ব্যবস্থা না করে, তার লাইসেন্স বাতিল করা ঠিক নয়। যখন এলাহাবাদ হাইকোর্ট এই সিদ্ধান্তের উপর স্থগিতাদেশ দেয়, তখনও বরুণ তা স্বাগত জানান।

পিলিভিটে বরুণের নিজের কাছের কর্মীরা ছিলেন। তাঁদের সাহায্যেই তিনি সেখানে কাজ করতেন। কয়েকশো মানুষকে তিনি নিয়োগ করেছিলেন, পিলিভিটে নিজের সম্ভাব্য জয় নিশ্চিত করতে। তাঁরা অনেকেই বিজেপির সংগঠনের বাইরের কর্মী। বলা যেতে পারে বরুণ-ব্রিগেড। ফলে দলের অন্দরে তাঁকে ঘিরে ক্ষোভ-বিক্ষোভ ছিল প্রচুর। সরকারি কাজকর্মের প্রচার করতেও তাঁকে বিশেষ দেখা যায়নি। এককথায়, বিজেপির সঙ্গে তাঁর একটা দূরত্ব তৈরি হয়ে গিয়েছিল। এটাও শুনেছি, সামাজিক মাধ্যমে দলের প্রচার করার নির্দেশ নিয়েও বরুণ খুব একটা উৎসাহ দেখাতেন না। যদিও সামাজিক মাধ্যমে বরুণ রীতিমতো জনপ্রিয়।

তবে এতকিছুর পরেও বরুণের আশা ছিল, পিলিভিটে তিনিই বিজেপির প্রার্থী হবেন। গত ১৯ জানুয়ারি তিনি টুইট করে একটা সমীক্ষার ফলাফল তুলে ধরে বলেছিলেন, 'এটা অনেক বছর ধরে সেবার ফলে অর্জন করা বিশ্বাসের জন্য হয়েছে। পিলিভিটের সঙ্গে আমার বিশেষ সম্পর্ক আছে।' সমীক্ষাতে বলা হয়েছিল, পিলিভিটের ৭২.৪৮ শতাংশ ভোটদাতা মনে করেন, বরুণেরই আবার জেতা উচিত। ২০১৯-এর নির্বাচনেও তিনি প্রায় আড়াই লাখ ভোটে জিতেছিলেন।

কিন্তু বিজেপি যখন পঞ্চম তালিকা প্রকাশ করল, তখন দেখা গেল, বরুণকে পিলিভিটে প্রার্থী করা হয়নি। প্রার্থী করা হয়েছে প্রয়াত কংগ্রেস নেতা জিতেন্দ্র প্রসাদের ছেলে জিতিন প্রসাদকে। তিনি কয়েক বছর আগে কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন। আমেঠি, রায়বেরিলির মতো পিলিভিটও নেহরু-গান্ধি পরিবারের শক্ত ঘাঁটি বলে পরিচিত। তবে রাজীব, সোনিয়াদের নয়, মানেকা গান্ধির শক্ত ঘাঁটি। ১৯৮৯ সালে তিনি প্রথমবার জনতা দল প্রার্থী হিসাবে এখানে জেতেন। পরে ২০১৯ সালে মা ও ছেলে তাঁদের কেন্দ্র পরিবর্তন করেন। মা মানেকা চলে যান সুলতানপুরে এবং ছেলে বরুণ পিলিভিটে। এবার মানেকাকে সুলতানপুরে প্রার্থী করা হলেও বরুণকে পুরোপুরি বাদ।

সঞ্জয় গান্ধির উত্তরাধিকার নিয়ে রাজনীতি করা মানেকা ও বরুণদের কাছ থেকে পিলিভিট নিয়ে দেওয়া হল জিতিন প্রসাদকে। পিলিভিট এখন বিজেপির কাছে খুব নিরাপদ আসন। সমীক্ষা ঠিক কথা বললে তাহলে সেই আসনটি বরুণেরই পাওয়ার কথা ছিল, কারণ, সমীক্ষায় যে প্রার্থীর জয়ের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি, তাকেই প্রার্থী করার নীতি নিয়ে চলেন মোদি-শা।

এখানে এক ঢিলে দুই পাখি মারলেন মোদিরা। বিদ্রোহী বরুণকে ছেঁটে ফেলা হল। এমনভাবে ছেঁটে ফেলা হল, যাতে তিনি সহজে কংগ্রেস বা সমাজবাদী পার্টির সঙ্গে হাত মেলাতে না পারেন। কারণ, মা মানেকাকে তো প্রার্থী করা হয়েছে। বরুণকে একা হাতে মানুষ করেছেন মানেকা। তাই মায়ের প্রতি তিনি অসম্ভব শ্রদ্ধাশীল। তিনি এমন কিছু করতে পারবেন না, যাতে মায়ের ক্ষতি হয়।

সোনিয়া ও মানেকার মধ্যে সম্পর্ক অসম্ভব খারাপ হলেও রাহুল ও প্রিয়াংকার সঙ্গে বরুণের সম্পর্ক খুবই ভালো। এমনকি দিল্লিতে বরুণের বাড়িতে রাহুল বেশ কয়েকবার গিয়েছেন। দুই ভাইয়ের কথা হয়েছে। প্রিয়াংকাও তাঁকে খুব ভালোবাসেন। এর আগে বরুণকে কংগ্রেস থেকে লড়াইয়ের প্রস্তাবও দিয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু বরুণ শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে গিয়েছেন। এবারও সমাজবাদী পার্টির তরফে খোলাখুলি বলা হয়েছে, বরুণ যদি পিলিভিটে নির্দল হয়ে দাঁড়ান, তাহলে সমাজবাদী ও কংগ্রেস তাঁকে সমর্থন করবে। এমনকি রায়বেরিলি ও আমেঠিতে দাঁড়ালেও করবে। আমেঠি ও রায়বেরিলি এবারও কংগ্রেসের ভাগে পড়েছে। তারা এখনও সেখানে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেনি। কংগ্রেস অপেক্ষা করছে।

পিলিভিটে মনোনয়নপত্র পেশ করার সময় বুধবার শেষ হয়ে গিয়েছে। বরুণ দাঁড়াননি। বিজেপির কিছু নেতা বলছেন, বরুণ চাইলে তাঁকে রায়বেরিলি থেকে দাঁড় করানো হতে পারে। এর আগেও বরুণ ও মানেকাকে এমন প্রস্তাব যে দেওয়া হয়নি তা নয়, কিন্তু রাজীব ও সঞ্জয় গান্ধির পরিবার এখনও পর্যন্ত একে অপরের বিরুদ্ধে না দাঁড়াবার সিদ্ধান্তে অটল আছে। সেই নীতি মেনে প্রিয়াংকা রায়বেরিলিতে দাঁড়ালে বরুণের সেখানে দাঁড়াবার কথা নয়।

রাহুল ও প্রিয়াংকার সঙ্গে বরুণের সম্পর্ক খুবই ভালো। এমনকি দিল্লিতে বরুণের বাড়িতে রাহুল বেশ কয়েকবার গিয়েছেন। প্রিয়াংকাও তাঁকে খুব ভালোবাসেন। এর আগে বরুণকে কংগ্রেস থেকে লড়াইয়ের প্রস্তাবও দিয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু বরুণ শেষপর্যন্ত পিছিয়ে গিয়েছেন। এবারও সমাজবাদী পার্টি বলেছে, বরুণ যদি পিলিভিটে নির্দল হয়ে দাঁড়ান, তাহলে সমাজবাদী ও কংগ্রেস তাঁকে সমর্থন করবে।

এর মধ্যে কংগ্রেস নেতা অধীররঞ্জন চৌধুরী বরুণকে কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার কথা বলেছেন। এর আগে দাদা রাহুলও এই প্রস্তাব দিয়েছিলেন, বরুণ তাতে রাজি হননি। এখন কী হবে? রাজনীতিতে অসম্ভব বলে কিছু নেই, কিন্তু মা মানেকা বিজেপিতে থাকবেন, সুলতানপুরে লড়বেন, আর তিনি কংগ্রেসে যোগ দেবেন, এতদিন তো এই সম্ভাবনা সযত্নে পরিহার করে এসেছেন বরুণ।

বরুণ জানিয়েছেন, মায়ের প্রচারের মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখবেন। বরুণ একটা কথা জানেন ও বিশ্বাস করেন, বয়স তাঁর পক্ষে আছে। তাঁর বয়স এখন মাত্র ৪৪ বছর। ফলে রাজনীতি করার জন্য তাঁর সামনে অনেক সময় পড়ে আছে। মানেকার বয়স ৬৭ বছর। বিজেপির এখনকার নিয়ম অনুসারে ৭৫ বছর বয়সে রাজনীতি থেকে অবসর নিতে হবে। ফলে হতে পারে এবারই শেষ লোকসভা নির্বাচনে লড়বেন মানেকা। কারণ, আগামী লোকসভার মেয়াদ যখন শেষ হবে, তখন তাঁর বয়স হবে ৭২ বছর। তখন বরুণের বয়স হবে ৪৯ বছর। তারপরেও অনেকদিন তিনি রাজনীতিতে সক্রিয় থাকতে পারবেন। ফলে এখন তাড়াহুড়ো না করলেও বরুণের খুব বেশি ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না। এখনও পর্যন্ত, তিনি যা ইঙ্গিত দিয়েছেন, তাতে তিনি এবার আর ভোটে দাঁড়াচ্ছেন না। রাজনীতিতে সিদ্ধান্ত বদল করতে খুব বেশি সময় লাগে না। তবে এটুকু বলা যায়, রাজনীতির মাঠে এখন অপেক্ষা করলেই বরুণ ভালো করবেন।

এই লেখা শেষ হওয়ার পর পিলিভিটের মানুষের জন্য বরুণের খোলা চিঠি নজরে এল। বরুণ সেখানে লিখেছেন, 'সাংসদ হিসাবে আমার কার্যকাল শেষ হয়ে গেলেও, পিলিভিটের সঙ্গে সম্পর্ক জীবনের শেষ পর্যন্ত থেকে যাবে। আমি আজীবন আপনাদের সেবা করার জন্য দায়বদ্ধ। আমি রাজনীতিতে আমআদমির কথা বলার জন্য এসেছিলাম। আজ আপনাদের কাছ থেকে সেই আশীর্বাদই চাইছি, যে মূল্যই দিতে হোক না কেন, আমি আমার এই কাজ চালিয়ে যাব।'

বিজেপির 'ব্যাড বয়' তার বিদ্রোহ থেকে সরে আসছেন না।

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৯২৯

বিশিষ্ট অভিনেতা উৎপল দত্তের জন্ম ১৯২৯ সালে আজকের দিনে।

১৯৮৭

১৯৮৭ সালে আজকের দিনে প্রয়াত হন সরোদিয়া তিমিরবরণ।

আলোচিত

অবাক লাগল একটা চিঠি দিতে তৃণমূলের দশজন গিয়েছে! ভাই কী এমন হয়ে গিয়েছে, সকালে উঠে মেসোর বাড়ি দৌড়েছ? তোমরা রাস্তাঘাটে দাঁড়িয়ে কার নামে কী না বলেছ! আমরা তো মেসোমশাইয়ের কাছে যাই না, যে মেসোমশাই, কান মুলে দিন।

- দিলীপ ঘোষ

ভাইরাল/১

পপ গানে লুঙ্গি ডান্স! কেরলের কয়েকজন তরুণের পরনে শার্ট ও লুঙ্গি। পপ সম্রাট মাইকেল জ্যাকসনের বিখ্যাত 'বিলি জিন' গানে নিজেদের শৈল্পিক দক্ষতায় নাচছেন। পরনের লুঙ্গিটিকেও সুন্দরভাবে ব্যবহার করছেন তাঁরা। পপ গানের এই ভারতীয়করণে নেটমহল মুগ্ধ।

ভাইরাল/২

বেঙ্গালুরুর বাসে কনডাক্টর ও মহিলা যাত্রীর মারামারি। টিকিট কাটা নিয়ে বচসা শুরু হয়েছিল। মহিলা আচমকা কনডাক্টরকে থাপ্পড় মারেন। মহিলাকে পালটা একের পর এক থাপ্পড় মারতে থাকেন কনডাক্টর। ভিডিও ভাইরাল হতেই বিএমটিসি ওই কনডাক্টরকে বরখাস্ত করেছে।

জনমন

জনমত

ভারতীয় ফুটবল সেই তিমিরে

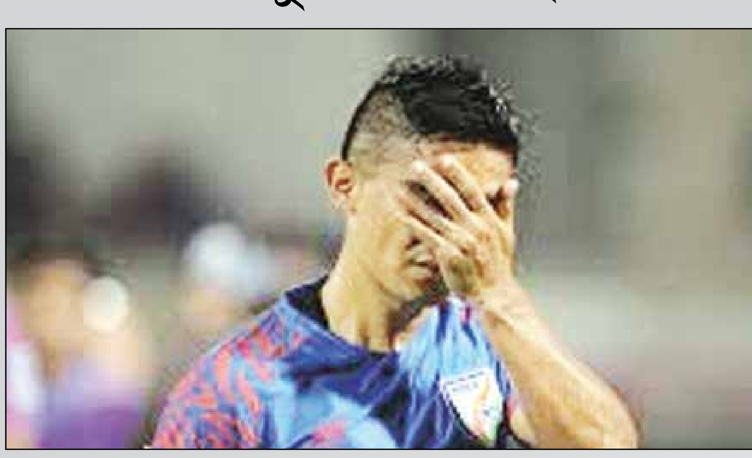

আমরা ভারতীয়রা বিশেষ করে বাঙালিরা আই লিগ, আইএসএল ইত্যাদি নিয়েই সবসময় মাতামাতি করি। অথচ ভারতীয় ফুটবলের ক্রমাবনতি নিয়ে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন সহ কেউই খুব একটা চিন্তাভাবনা করি না। ফুটবলে ভারতের বর্তমান ফিফা ক্রমপর্যায়ে ১১৭ (ডিসেম্বর, ২০২৩ সালে ছিল ১০২), যা আগামী দিনে হয়তো আরও অধোগামী হবে।

তবে ভারতীয় ফুটবল দলের বর্তমান অধিনায়ক সুনীল ছেত্রীর তারিফ অতি অবশ্যই করতে হচ্ছে। আপাতত ভারতের জার্সি (১১ নম্বর) গায়ে ১৫০টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলে এই স্ট্রাইকারের আন্তর্জাতিক গোলের সংখ্যা ৯৪। বিশ্ব ফুটবলের দরবারে ভারতের পরিচিতি বলতে ৫ ফুট ৭ ইঞ্চি উচ্চতার এই এক এবং অদ্বিতীয় সুনীল।

অগাস্ট মাসে সুনীল ৪০ বছরে পা দেবেন। কাজেই খুব বেশিদিন তিনি আর ভারতের জার্সি গায়ে খেলতে নামবেন না। তিনি অবসর নেওয়ার পর ভারতীয় ফুটবল কি আরও রসাতলে চলে যাবে? ভারতীয় ফুটবলের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য সুনীলের বিকল্প তৈরি হওয়া একান্ত আবশ্যক।

সঞ্জীবকুমার সাহা, উত্তরপাড়া, মাথাভাঙ্গা।

ভোটকর্মীদের অবহেলা কেন

সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত খবরে জানলাম, প্রশিক্ষণ নিতে আসা ভোটকর্মীদের নিম্নমানের খাবার পরিবেশন করা হয়েছিল। শুধু তাই নয়, সময়ের অনেক পরে এবং ভোটকর্মীদের সংখ্যা থেকে অনেক কম খাবার প্রশিক্ষণকেন্দ্রে আনা হয়। এমনকি প্রশিক্ষণ চলাকালীন চা পর্যন্ত না দেওয়ার অভিযোগ ভোটকর্মীদের। ফলে ভোটকর্মীরা বিক্ষোভ দেখান। চোর চোর স্লোগান পর্যন্ত দেন কতিপয় ভোটকর্মী।

আমার প্রশ্ন, ভোটকর্মীদের প্রতি এত অবহেলা কেন? যাঁরা ভোটে দায়িত্ব সহকারে মুখ্য ভূমিকা পালন করবেন, যাঁদের কর্মদক্ষতায় ভোটপর্ব নির্বিঘ্নে সমাপ্ত হয়, তাঁদের প্রতি এত অবজ্ঞা মেনে নেওয়া যায় না। ভোটের প্রশিক্ষণ নিতে আসা প্রত্যেকেই কোনও না কোনও সরকারি দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত সম্মানীয় কর্মী। তাঁদের প্রতি অসম্মান তাঁরা কেন মেনে নেবেন? আমরা সাধারণ মানুষও মেনে নিতে পারি না।

আমরা জানি যে, ভোটকর্মীদের প্রশিক্ষণে খাবারের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা থাকে, সেখানেও যদি দুর্নীতির গন্ধ ছড়ায় তাহলে চোর চোর স্লোগান স্বাভাবিক। যাঁরা নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বে থাকেন তাঁরাও সরকারি দপ্তরের কর্মী হওয়া সত্ত্বেও এই অব্যবস্থা কাম্য নয়।

প্রাণগোপাল সাহা
সুভাষপল্লি, গঙ্গারামপুর।

মোর মালঞ্চে বসন্ত নাইরে নাই

রাতে ঘুমোতে গেলে বসন্ত চৌধুরীর মতো কেউ দীপ জ্বেলে যায়। জাগলেই বসন্ত বিশ্বাসের মতো কেউ বোমা মারে।

ধ্রুব গুপ্ত

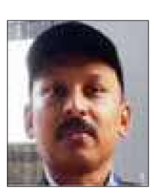

বহুকাল আগে যখন কলকাতা ময়দানে কলকাতা বইমেলা অনুষ্ঠিত হত, তাতে নিরন্তর গান বাজত 'মোর মালঞ্চে বসন্ত নাইরে নাই/ ফাগুন ফিরিয়া গেল তাই'। তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাওয়া। শীতের প্রান্তসীমায় কবোষ্ণ বাতাসে বই-বৌ কিংবা বৌসমপ্রেমিকা সামলে বাঙালি সে গানকে দিব্যি উপেক্ষা করত আর কিংশুক-মন্দার ফুলের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে ফিশফ্রাইতে কামড় দিত। তারপর সরস্বতীপুজোর মালা গাঁথতে গাঁথতে আর খিচুড়ি রাঁধতে রাঁধতে গুচ্ছের বার্ষিক-পারিপার্শ্বিক-মাধ্যমিক-উচ্চ-অতি উচ্চ পরীক্ষার ধাক্কায় কোথা দিয়ে যে বসন্তকাল ফুড়ুত হয়ে যেত, তা নিয়ে তার অত না ভাবলেও চলত। এক ফাঁকে একটু রং মেখে 'ওরে গৃহবাসী' গেয়ে নেচে দিলেই চলত।

ঋতু-রাগ-রোগ-অভিনেতা-বিপ্লবী বলতে গেলে সর্বভূতেই বাঙালির বসন্তের ব্যথার অনুভব। সেখানে তার নাক্ষত্রিক-সৌরবর্ষপঞ্জিতে ফাল্গুন-চৈত্র দুই মাসব্যাপী এই ঋতুটি পদে পদে এমন লুকোচুরি খেলবে, সেটা তার পক্ষে পীড়াদায়ক।

কালের গতি বড় রহস্যময়। বইমেলা জেলায় জেলায় ঘুরে ক্লান্ত হয়ে বিশীর্ণ হয়ে শীতের গর্ভে চলে গেল যাবতীর পাঠাভ্যাস সমেত। পরীক্ষাগুলিও কোন মহাকালের পরীক্ষাসমূহের নিয়ন্তার অলঙ্ঘ্য নির্দেশে পরখ করে, প্রাণসুধায় ভরে কোথায় যেন সরে গেল। আর বিশ্ব উষ্ণায়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের যে প্রভাব ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত হচ্ছিল, তা কোভিডকালীন খ্যাপা পবনের সাহচর্য পেয়ে শীতের আমেজকে দিল প্রলম্বিত করে।

হিমের পরশ লাগা দীর্ঘকায় এক বসন্তকে দুয়ারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ঘুমন্ত দেশে বসন্তসেনাকে জাগানোর কথা মনে পড়ল বাঙালির। খিদে পাওয়ার মতো তার গান-নাচ-কবিতা সবই পেল। স্মৃতিপটে ভেসে এল পুরোনো প্রেমপত্র, যেখানে অনন্ত বসন্তের পৃথিবীর আকাঙ্ক্ষা করা হয়েছিল। গীতার শ্লোকও ভেসে এল '...অহং ঋতুণাং কুসুমাকরঃ'। বুদ্ধিজীবীরা নীরব বৌদ্ধিক সম্পদ নিয়ে রাচেল কার্সনের 'সাইলেন্ট স্প্রিং' পর্যন্ত দৌড়ালেন। কিন্তু বসন্তের জ্বালা কমানো গেল না। রাতে ঘুমোতে গেলেই বসন্ত চৌধুরীর মতো কেউ দীপ জ্বেলে যায়, গেয়ে ওঠে 'এই রাত তোমার আমার'। জাগলেই বসন্ত বিশ্বাসের মতো কেউ বোমা মারে। কী জ্বালা!

এই দীর্ঘায়িত বসন্তে প্রাণ নাই কেন? এখানে যখন-তখন গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত এসে দাপিয়ে যায় কেন? বেলা দশটায় নিদ্রাভঙ্গের পর স্নানবর্জিত বাঙালি গায়ে অধিক পরিমাণে বডি স্প্রে সিঞ্চিত করে বাসি বার্গার এবং নকল দ্রাক্ষারস সেবন করে বুঝতে পারে কোমর আর বেঁকছে না। নাচের সমস্ত মুদ্রা রিল ভিডিও, প্রতিবাদী অনশন এবং ল্যাম্পপোস্টের নীচের পোশাকি শালীনতায় খরচ হয়ে গিয়েছে। গানের সমস্ত সুর মাথা-কামানো বহুবিবাহিত মার্জারধ্বনির গালাগালে হারিয়ে গিয়েছে। কবিতার সমস্ত অক্ষর ব্রিগেড-ধর্মতলা-কালীতলা-মনসাতলার তৈলাভিষিক্ত পুরস্কারমুখী কর্দমাক্ত নয়ানজুলিতে নিমজ্জিত।

নিম্নমেধার দর্শকের সামনে নিম্নমেধার অভিনয় না হয় রিলের পর রিল নামিয়ে না হয় 'আমার নিখিল তোমাতে পেয়েছে তার অন্তরের মিল' গেয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু নিখিল ব্যানার্জির সেতারে সন্তুষ্ট হওয়া সুবৃহতের বসন্ত তা শুনবে কেন? নিখিল ব্যানার্জির বাড়ি ভেঙে ধুলোয় মিশিয়েছে তো বাঙালিই। অধিক দ্রাক্ষারস সেবনে এখন হসন্তের জায়গায় বসন্ত খুঁজতে গিয়ে সে দেখে আর শোনে 'আয়ুবিহঙ্গ উড়ে চলে যায়, হে সাকি পেয়ালা অধরে ধরো', তারপর ভাবে 'মহারাজ, পাখিটার শিক্ষা পুরা হইয়াছে'। ততক্ষণে চৈত্রের সেল শেষ। পিঠে শিক গেঁথে চড়কগাছে তোলার আয়োজন সম্পূর্ণ এবং গগনে গগনে প্রবল কালবৈশাখীর ঘনঘটা।

(লেখক অসমের ধুবড়ির বাসিন্দা। পরিবেশ রক্ষা সংক্রান্ত গবেষক, লেখক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। রাজনীতির বাইরে সবরকম বিষয়ে। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com এবং uttarbangaedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৩৭৯৪

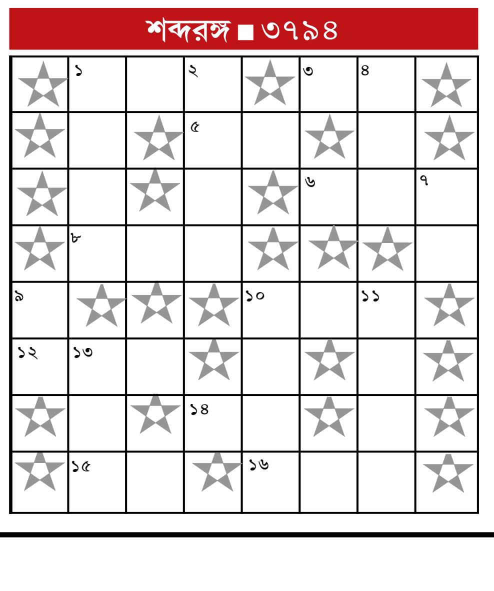

পাশাপাশি : ১। পাঞ্জাবের নদীবিশেষ, সিন্ধুনদের শাখাবিশেষ ৩। মধু ৫। সংঘ, খেলার প্রতিযোগিতাবিশেষ ৬। ধান জাতীয় শস্যবিশেষ, বড় ঝুড়ি ৮। তলোয়ার, ছোরা প্রভৃতির খাপ, আবরণ ১০। সাদা ১২। অন্ধকার, চোখের রোগবিশেষ ১৪। মত বা মনের মিল হওয়া, পটা ১৫। দেশি শব্দ যার অর্থ বড় মাদুরবিশেষ ১৬। স্বত্ব বা অধিকার প্রমাণের পত্র।

উপর-নীচ : ১। ভাগ্যের লিখন, ভাগ্য ২। হৈমন্তিক ধান ৪। পর্ণকুটির, কুঁড়েঘর ৭। সর্ষের একটি প্রজাতি, শ্রীরাধিকা ৯। প্রদীপ, আলো ১০। শাঁখ বাজাবার শব্দ ১১। স্বপক্ষীয় লোকজন ১৩। পুরুষানুক্রমে ভোগ করার অধিকারযুক্ত সম্পত্তি।

সমাধান ■ ৩৭৯৩

পাশাপাশি : ১। শিবিকা ৩। হরতন ৪। লিটার ৫। দণ্ডকাক ৭। রব ১০। নব ১২। বকবক ১৪। লগুড় ১৫। দরদাম ১৬। বায়েন।

উপর-নীচ : ১। শিশুমার ২। কালিন্দী ৩। হরদম ৬। কানুন ৮। বরাক ৯। বকলম ১১। বপুষ্মান ১৩। বড়বা।

বিন্দুবিসর্গ

ছুরিকাহত

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লোকসভা কেন্দ্র ডায়মন্ড হারবারের মশাটহাট গ্রামে তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যর ছেলেকে ছুরি দিয়ে কোপানোর অভিযোগ উঠল বিজেপির বিরুদ্ধে।

ঘুগনি খেয়ে প্রচার

প্রচারে বেরিয়ে পাণ্ডুয়ায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে ঘুগনি খেলেন এই কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে থাকা কর্মীদেরও ঘুগনি খাইয়ে বলেন, 'বাড়ির থেকেও অনেক টেস্টি।'

অনুমোদন

বীরভূম আমদল হিন্দু মিলন মন্দিরের ধর্মীয় শোভাযাত্রার অনুমোদন চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ সংঘ। শর্তসাপেক্ষে অনুমতি দিল হাইকোর্ট। অস্ত্র ব্যবহার না করার নির্দেশ।

আত্মহত্যা

বৃহস্পতিবার সকালে কলকাতা বিমানবন্দরের পাঁচ নম্বর গেটে নিজের রাইফেল থেকে গুলি চালিয়ে আত্মঘাতী হন কর্মরত এক সিআইএসএফ কর্মী। নাম সি বিষ্ণু (২৫)।

দোরগোড়ায় ভোট, তিনদিন আগেই শেষ অর্থবর্ষ

সংকটে সরকারি দপ্তর

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৮ মার্চ : ৩১ মার্চ নয়, তিনদিন আগে বৃহস্পতিবার বিকালেই শেষ হল সরকারের চলতি অর্থবর্ষ ২০২৩- '২৪। শুক্রবার গুডফ্রাইডের ছুটি। পরের দু'দিন শনিবার ও রবিবার সরকারি ছুটি। সে কারণেই তিনদিন আগে চলতি অর্থবর্ষ শেষ হওয়ায় বিপাকে পড়ল রাজ্য সরকারের পূর্ত, পরিবহণ, স্বাস্থ্য, সেচ, জনস্বার্থ কারিগরির মতো বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর। এমনিতেই লোকসভা ভোটের দিন ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে অনেক আগেই নতুন সরকারি প্রকল্পের কাজ শুরু করা বা ঘোষণা করার বিষয়টি বন্ধ রাখতে হয়েছে দপ্তরগুলিকে। তার ওপর আবার চলতি অর্থবর্ষ তিনদিন আগে এদিন শেষ হওয়ায় চাপের মুখে পড়তে হচ্ছে রাজ্য সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরগুলিকে।

নবান্নে অর্থ দপ্তরের আশঙ্কা, চলতি অর্থবর্ষের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দের সব টাকা দপ্তরগুলির পক্ষে খরচ করা সম্ভব হবে না। ব্যাহত হবে হাতে নেওয়া উন্নয়ন প্রকল্পগুলির কাজ। ১ এপ্রিল নয়া অর্থবর্ষ (২০২৪-২৫) শুরু হলেও ভোটের কারণে নতুন প্রকল্পের কাজ শুরু করতে পারবে না দপ্তরগুলি। লোকসভা ভোটের প্রক্রিয়া শেষ হবে প্রায় জুনের মাঝামাঝি। তারপরেই নতুন সরকারি কাজে হাত দেওয়া সম্ভব হবে।

নবান্ন সূত্রের খবর, এদিন বিকাল চারটের পর থেকে আর নতুন করে কোনও বিল জমা করতে পারেনি সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরগুলি। 'ট্রেজারি' বা 'পে অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস' অফিসে কোনও আর্থিক লেনদেন হয়নি। ট্রেজারি বন্ধ থাকলে বছরের শেষে বাজেটের সংশোধিত বরাদ্দ অর্থ দপ্তরগুলির পক্ষে পুরোটা শেষ করা সম্ভব হবে না বলেই আশঙ্কা। গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরগুলিকে নিয়মিতভাবে জরুরি প্রয়োজনীয় কাজের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। কিন্তু এসব কাজ বাধাপ্রাপ্ত হবে বলেই আশঙ্কা নবান্নের অর্থ দপ্তরের।

অর্থ দপ্তরের একাংশের দাবি, চলতি অর্থবর্ষ এবার যে তিনদিন আগেই শেষ হয়ে যাবে সে বিষয়ে আগাম সতর্ক করে দেওয়া হয় সরকারি দপ্তরগুলিকে। এটা জেনে আগাম ব্যবস্থা নিলে হয়তো দপ্তরগুলিকে সমস্যার মুখে পড়তে হত না। যদিও সরকারি দপ্তরগুলির একাধিক সচিব ও আধিকারিকের বক্তব্য, তাঁরা আগাম বার্তা পেয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা শুরু করেন। কিন্তু জেলাস্তরেও দপ্তরগুলিকে সমন্বয় করে অনেক জরুরি কাজ করতে হয়। অর্থ বরাদ্দ করলেও তার কিছু সরকারি প্রক্রিয়া থাকে। এসব কাজ জরুরি ভিত্তিতেই করতে হয়। সময়ও যায় এজন্য। তার ওপর গত সপ্তাহের শনিবার থেকে সোমবার দোল ও মঙ্গলবার হোলির জন্য টানা চারদিন ছুটি থাকায় সরকারি কাজ বন্ধ ছিল। সব মিলিয়ে এবার টাকা খরচের বিষয়ে অর্থ দপ্তর বেশ সমস্যায় পড়েছে।

ইফতার পার্টিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অন্যরা। বৃহস্পতিবার পার্ক সার্কাস ময়দানে।

বিচারপতিকে ফোন ববির

বেআইনি নির্মাণ প্রসঙ্গ

কলকাতা, ২৮ মার্চ : কলকাতা পুরসভায় বেআইনি নির্মাণ নিয়ে সাংবাদিক বৈঠকে ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অশোক গঙ্গোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার ওই সাংবাদিক বৈঠকেই ছিলেন অশোকবাবু ছাড়াও অধ্যাপক অশোকনাথ বসু সহ আরও অনেকে। তখনই অশোকবাবুকে ফোন করেন কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। ফোনেই দু'জনকে বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়তে দেখা যায়।

> আমার এলাকায় একটি বেআইনি নির্মাণ ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। পরে আবার দোতলা বাড়ি পাঁচতলা হয়ে গেল। একদিকে নির্মলা সীতারামন টাকার অভাবে লড়তে পারছেন না আর তোমার কাউন্সিলার ৫ কোটি টাকার গাড়ি চড়ে আসে।
>
> **অশোক গঙ্গোপাধ্যায়**
> *অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি*

অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারপার্সন ছিলেন। প্রশাসনের সঙ্গে মতবিরোধের পর পদ থেকে সরেন। এদিন ফোনেই অশোকবাবু বলেন, 'বাম আমলের বাড়ি এখনও রয়েছে কেন? কেন ভেঙে দাওনি?' তিনি কলকাতা বন্দর বিধানসভা কেন্দ্রের ৭৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। সেখানেও বেআইনি নির্মাণ হয়েছে বলে মেয়রকে জানান। তিনি বলেন, 'তুমি এসো আমার বাড়িতে। গলির মধ্যে কীভাবে পাঁচতলা বাড়ি গজিয়ে উঠেছে তা দেখাব।' এই ঘটনা আগে জানানো হয়নি কেন তা জানতে চান ফিরহাদ। উত্তরে অশোকবাবু বলেন, 'তোমাকে কীভাবে পাব আমি। তোমার প্রতিনিধি তো আছে। তোমাদের প্রশাসন কাজ করছে না। নির্মলা সীতারামন টাকার অভাবে লড়তে পারছেন না আর তোমার কাউন্সিলার ৫ কোটি টাকার গাড়ি চড়ে আসে।'

কোর্টে দাবি সিবিআইয়ের

কলকাতা, ২৮ মার্চ : শেখ শাহজাহানের নির্দেশেই ইডির ওপর হামলার ঘটনা ঘটে, আদালতে এমনটাই দাবি করলেন সিবিআইয়ের আইনজীবী। বৃহস্পতিবার ৬ দিনের সিবিআই হেপাজত শেষে কড়া নিরাপত্তায় তাঁকে বসিরহাট আদালতে তোলা হয়। তখনই শুনানিতে তদন্তকারী সংস্থার আইনজীবী দাবি করেন, ওইদিন বাড়ির পাশ থেকে ফোনে অনুগামীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন শাহজাহান। নিজের বাড়ির সামনে জড়ো করেছিলেন সকলকে। ইডি আধিকারিকদের ওপর হামলা চালানোর নির্দেশ তিনিই দিয়েছিলেন। তদন্তে এমনটাই জানতে পেরেছেন গোয়েন্দা আধিকারিকরা।

যাদবপুরে শুভেন্দুর নিশানায় সিপিএম

কলকাতা, ২৮ মার্চ : যাদবপুরে নির্বাচনি প্রচারে এসেই বদলে গেল ছবি। বদলে গেল আক্রমণের নিশানা। রাজ্যজুড়ে বিজেপির নিশানায় তৃণমূল হলেও বৃহস্পতিবার যাদবপুরের রানিকুঠিতে দলীয় সভা মঞ্চ থেকে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী নিশানা করলেন সিপিএম আর তার রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমকে। সিপিএমকে সরাসরি 'সাম্প্রদায়িক' দল বলে মন্তব্য করলেন শুভেন্দু। যাদবপুর থেকে সিপিএম ও বামপন্থার উচ্ছেদই যে বিজেপির লক্ষ্য সেটাও বুঝিয়ে দিলেন তিনি। সিপিএমকে তৃণমূলের বি-টিম বলেও কটাক্ষ করেন শুভেন্দু।

যাদবপুর মানেই বামেদের গড়। এই যাদবপুর কেন্দ্র থেকেই একদা সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়কে হারিয়ে সংসদে গিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গিয়েছে। সিপিএম তথা বামেদের দুর্গ যাদবপুর এখন তৃণমূলের। তবু লোকে বলে যাদবপুরের শিরায় শিরায় বামপন্থা। দেশজুড়ে বামপন্থার সঙ্গে আদর্শগত লড়াই বিজেপির। সে কেরলই হোক আর বাংলাই হোক। গোটা দেশ থেকে বামপন্থার উচ্ছেদ চায় বিজেপি। এটা তাদের ঘোষিত অবস্থান।

এই পটভূমিতেই এদিন যাদবপুরের রানিকুঠীর সভা থেকে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বললেন, 'যাদবপুরে এসেছি সেকু (সেকুলার) আর মাকুদের (মার্কসবাদী) শেষ করে দিতে। এক দেশ, এক বিধান, এক নিশানের ডাক যিনি দিয়েছেন, সেই নরেন্দ্র মোদির হাত শক্ত করতে হবে।' তার জন্য আসন্ন লোকসভা ভোটে রাজ্যের যাদবপুর কেন্দ্রেও পরিবর্তন দরকার। কেন পরিবর্তন দরকার তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে এদিন শুভেন্দু বলেন, 'ছাত্র-যুবরা বেকার। কাজ পাচ্ছে না। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর চাকরি নিয়োগের পরীক্ষা বন্ধ হয়ে আছে। এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে হলে ছাত্র-যুবদের জোট বাঁধতে হবে।' শুভেন্দুর কথায়, বেকার তরুণরা জোট বাঁধুন, তৈরি হন। যা শুনে উপস্থিত জনতা বলছেন, 'আরে এ তো বামপন্থীদের স্লোগান।'

এদিন রানিকুঠির সভা থেকে বামেদের সেই অবস্থানকেও তুলোধোনা করেন শুভেন্দু। প্রশ্ন তোলেন, সিপিএমের ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়েও। এই প্রসঙ্গেই শুভেন্দু টেনে এনেছেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের মুর্শিদাবাদে প্রার্থী হওয়ার বিষয়টি। শুভেন্দুর মতে, সেলিম হিসেব করে দেখেছেন মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রে ৭২ শতাংশ সংখ্যালঘু ভোট। সেই কারণেই তিনি সেখানে প্রার্থী হয়েছেন।

যাদবপুরের স্থানীয় মানুষ ও বামপন্থীদের সতর্ক করে শুভেন্দু বলেন, 'যাদবপুরের পুরোনো বামপন্থীরা এখন আর টিকিট পান না। বর্তমান সিপিএম নেতৃত্ব বিজেপির বিরোধিতা করার জন্য সনাতন হিন্দুদের ভোট কেটে পিছনের দরজা দিয়ে তৃণমূলকে সরকারে এনে দিচ্ছেন। তাই যাদবপুর থেকে চোর তৃণমূল ও তার বি-টিম সিপিএমকে উৎখাত করতে হবে।' শুভেন্দুর বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'শুভেন্দুর পরামর্শ নিয়ে সেলিমকে লড়তে হবে, এমন দুরবস্থা সিপিএমের বা সেলিমের এখনও হয়নি।'

বিজয় সংকল্প সভায় শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার রানিকুঠিতে।

ইডি হাজিরা এড়ালেন মহুয়া

কলকাতা, ২৮ মার্চ : ঘুষের বিনিময়ে সংসদে প্রশ্ন করার অভিযোগে ইতিমধ্যেই কৃষ্ণনগরের বহিষ্কৃত তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে তলব করেছিল ইডি। এর আগে তাঁর বাড়ি ও অফিসে তল্লাশি চালিয়েছে সিবিআই। এরপর ফরেন এক্সচেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট (ফেমা) লঙ্ঘনের অভিযোগে তাঁকে তলব করা হয়েছিল। কিন্তু প্রচারে ব্যস্ত থাকার কারণ দেখিয়ে বৃহস্পতিবার ইডি-র হাজিরা এড়ালেন মহুয়া। মঙ্গলবারই নোটিশ দিয়ে মহুয়াকে এদিন দিল্লিতে ইডির সদর দপ্তরে হাজিরা দিতে বলা হয়েছিল। বুধবার রাতেই তাঁর আইনজীবীর পক্ষ থেকে ইডিকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, এই মুহূর্তে মহুয়া মৈত্র নির্বাচনের প্রচারে ব্যস্ত আছেন। নির্বাচন প্রক্রিয়া চলাকালীন তাঁকে না ডাকারও অনুরোধ করা হয়েছে। এদিন মহুয়া বলেছেন, 'ইডি তার কাজ করেছে। আমি নির্বাচনের কাজে ব্যস্ত। ইডিকে তা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

'প্রার্থী রেখা স্বাস্থ্যসাথীর সুবিধাভোগী'

কলকাতা, ২৮ মার্চ : রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের সুবিধা নিয়েছেন বসিরহাটের বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্র, দাবি তৃণমূলের। বিজেপির দাবি, সন্দেশখালিতে মহিলাদের সংঘবদ্ধ করে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন রেখা পাত্র। এরপরই তাঁকে লোকসভা ভোটে বসিরহাটে প্রার্থী করেছে বিজেপি। সম্প্রতি তাঁর সঙ্গে সরাসরি ফোনে কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। স্বাভাবিকভাবেই রেখার প্রসঙ্গে তৃণমূলের এই দাবি নিয়ে সমাজমাধ্যমে পালটা সরব হয়েছে বিজেপিও।

বসিরহাটের বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্রের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর কথোপকথন এবং তাঁকে ঘিরে প্রচারে শোরগোল পড়ার পরই সমাজমাধ্যমে রেখার স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের একটি ছবি পোস্ট করেছেন তৃণমূলের মিডিয়া সেলের কনভেনর দেবাংশু ভট্টাচার্য। তৃণমূলের দাবি, রেখা আসলে দ্বিচারিতা করেছেন।

তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে তৃণমূল বলেছে, 'হাতেনাতে ধরা পড়েছে বিজেপির বসিরহাটের প্রার্থী রেখা পাত্রের দ্বিচারিতা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের সুবিধা নিয়ে দিল্লির জমিদারদের সহযোগী হয়েছেন তিনি।' শুধু রেখাকেই নিশানা করা নয়, তৃণমূল আক্রমণ করেছে প্রধানমন্ত্রীকেও। প্রধানমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে তৃণমূল বলেছে, 'ভবিষ্যতে আবার যখন আপনি প্রার্থীর সঙ্গে ফোনালাপ করবেন, তখন স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের ব্যাপারটা ওঁর কাছে জেনে নেবেন।'

আজ টিভিতে

দোলের উৎসবে মেতে উঠেছে গুহ পরিবার। এই বসন্ত উৎসবেই কি কথার ভালোবাসার রঙে ধরা দেবে এভি? **কথা** -ভালোবাসার দোল দেখুন সোম থেকে শনি **স্টার জলসায়** সন্ধ্যা ৭টায়।

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৪.৩০ ঘরে ঘরে জি বাংলা, ৫.০০ দিদি নাম্বার ১, সন্ধ্যা ৬.০০ যোগমায়া, ৬.৩০ কার কাছে কই মনের কথা, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ আলোর কোলে, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.০০ মিলি, ১০.৩০ মন দিতে চাই

স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ রামপ্রসাদ, সন্ধ্যা ৬.০০ তোমাদের রাণী, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ বঁধুয়া, রাত ৮.০০ তুমি আশেপাশে থাকলে, ৮.৩০ লাভ বিয়ে আজকাল, ৯.০০ জল থইথই ভালোবাসা, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি

কালার্স বাংলা : সন্ধ্যা ৬.০০ ব্যারিস্টার বাবু, ৬.৩০ ফেরারি মন, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ টুম্পা অটোওয়ালি, রাত ৮.০০ রাম কৃষ্ণা, ৮.৩০ শিবশক্তি, ৯.০০ নীর্জা, ৯.৩০ স্বপ্নডানা, ১০.০০ ব্যোমকেশ

আকাশ আট : সন্ধ্যা ৬.৩০ শ্রী শ্রী আনন্দময়ী মা, ৭.০০ স্বয়ংসিদ্ধা, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময়- অনুরাধা, রাত ৮.০০ আদালত ও একটি মেয়ে, ৮.৩০ পুলিশ ফাইলস

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ জবাব চাই, দুপুর ১.০০ আই লাভ ইউ, বিকেল ৪.০০ রিফিউজি, সন্ধ্যা ৭.০০ চ্যালেঞ্জ, রাত ১০.০০ ক্রিমিনাল

জি বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী, দুপুর ১২.৩০ দিওয়ানা, বিকেল ৩.৩০ কলঙ্কিনী বধূ, সন্ধ্যা ৬.৩০ দেবীবরণ, রাত ৯.০০ সুরের শ্রাবণ ধারা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ টাইগার, দুপুর ১২.৫৫ রাবণ, বিকেল ৩.৫৫ হিরোগিরি, রাত ১১.০০ আসছে আবার শবর

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ সম্পর্ক

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ আবিষ্কার

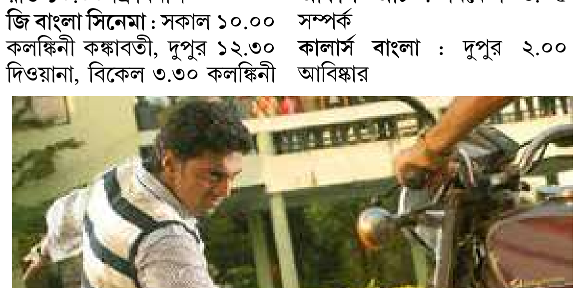

সন্ধ্যা ৭টায় **কালার্স বাংলা সিনেমায়** দেব-শুভশ্রী অভিনীত **চ্যালেঞ্জ**।

দিনে 'মাই লর্ড', সন্ধ্যায় 'বন্ধুগণ'

রিমি শীল

কলকাতা, ২৮ মার্চ : দোল মিটেছে। উৎসবের রেশ এখনও কাটেনি। হাইকোর্ট চত্বরের ভিড় অন্য দিনের তুলনায় কম। আচমকাই গরম পড়েছে। ভোটের আবহে আদালতের অলিন্দেও রাজনীতির উষ্ণতা বেড়েছে। মুহুরি থেকে আইনজীবী সবার মুখেই ভোটযুদ্ধের গল্প। ইতিমধ্যেই কেউ এজলাস ছেড়েছুড়ে নিজেই সওয়াল করছেন নিজেকে জেতাতে। আইনজীবীদের অনেকেই দিনে বিচারপতির সামনে 'মাই লর্ড' সম্বোধন করে সন্ধ্যায় পথসভায় জনগণের কাছে 'বন্ধুগণ' সম্বোধনে সওয়াল করছেন। কখনও সওয়াল নিজের হয়ে, কখনও বা দলীয় প্রার্থীকে জেতাতে।

আইনজীবী প্রার্থীদের প্রচারে সহকর্মীরা

হাইকোর্টের মেইন বিল্ডিং-এর দোতলায় মুহুরিদের জটলা। বৃহস্পতিবার এজলাসগুলিতে মামলার চাপ ছিল কম। হাঁসফাঁস গরমে এজলাসের বাইরের বেঞ্চে বসে গল্প জুড়লেন কয়েকজন মুহুরি। তাঁদের মধ্যে একজন বলে উঠলেন, 'সাংসদ, বিধায়কদের অনেক টাকা। ভোট মিটলেই আর পাত্তা পাওয়া যাবে না। কিন্তু আমাদের কর মিটিয়ে যেতে হবে।'

একতলায় বার অ্যাসোসিয়েশনগুলির বাইরের বেঞ্চে বসে তাসের আসরে মেতে কয়েকজন মুহুরি। তাস পেটাতে পেটাতেই ভিনরাজ্যের এক সহকর্মীকে বললেন, 'কিরে এবার ভোট দিতে যাবি তো?' অপরজন উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ'।

৫ মার্চ বিচারপতির পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। অথচ ভোটের রেশে এখনও তিনি প্রাসঙ্গিক। হাইকোর্ট থেকে বেরিয়ে কয়েক'পা এগোলেই চায়ের দোকান। সেখানে কয়েকজন আইনজীবীর ভিড়। চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতেই এক আইনজীবী বলেন, 'অভিজিৎবাবু তো এখন এজলাস ছেড়ে জনতার আদালতে গিয়েছেন। বিচারপতির আসন ছেড়ে রাজনীতিতে গিয়েছেন, ভাবা যায়। চাকরি বাতিলের নির্দেশ দিয়েই তো ভগবান হয়েছিলেন।'

আইনজীবীদের অনেকেই নির্বাচনে প্রার্থী। দিনে আদালতের কাজ সামলে সন্ধ্যায় দলের সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর বা নিজের হয়ে প্রচার সারছেন। জনতার আদালতে নেই 'ইওর অনার', শুধুই দলের বা প্রার্থীর সওয়াল। আইনজীবী তথা তমলুকের সিপিএম প্রার্থী সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম ঘোষণা হতেই স্ত্রীকে নিয়ে প্রচারে নেমেছেন তিনি। মাঠে ময়দানে তিনিই যেন তাঁর আইনজীবী। সায়নের হয়ে ভোটযুদ্ধে সওয়াল করছেন। এদিন আদালতে আইনি কাজে ব্যস্ত ছিলেন সায়ন। তাঁর বক্তব্য, 'আজ দরকারি কাজে এসেছি। রাতেই তমলুক ফিরব।'

শ্রীরামপুর কেন্দ্রে তৃণমূল-বিজেপি দুই দলের হয়েই আইনজীবীদের লড়াই। দুঁদে আইনজীবী তৃণমূল প্রার্থী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁরই প্রাক্তন জামাতা বিজেপির প্রার্থী আইনজীবী কবীর শংকর বোস। কবীর বলেন, 'সারাদিনই প্রচারে রয়েছি। গুরুত্বপূর্ণ মামলায় ভার্চুয়ালি শুনানিতে থাকছি।' কল্যাণবাবু প্রচারে এতটাই ব্যস্ত যে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেও পাওয়া যায়নি। তাঁর ফোন ধরে এক অনুগামী জানিয়ে দিয়েছেন, দাদা প্রচারে ব্যস্ত। বর্ষীয়ান আইনজীবী তথা সিপিএম নেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যও প্রচারের ময়দানে দলের হয়ে সওয়াল করছেন। তিনি বলেন, 'সায়রার হয়ে প্রচারে বেরিয়েছিলাম। মাঝেমধ্যেই প্রচারে যাচ্ছি।'

হাওড়ার সিপিএম প্রার্থী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'মামলা জুনিয়াররা লড়ছেন। গুরুত্বপূর্ণ মামলা হলে অন্য আইনজীবীর ব্যবস্থা করছি।' আইনজীবী ফিরদৌস শামিমকেও সহকর্মীদের হয়ে মাঠে নামতে দেখা গিয়েছে।

প্রশ্নবাণ

■ একজন মার্কিন রাষ্ট্রপতি দায়িত্ব গ্রহণের দিন প্রবল তুষারপাতের মধ্যে এক ঘণ্টা ধরে ভাষণ দিয়ে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হন এবং মাসখানেকের মধ্যে মারা যান। কী নাম তাঁর?

■ পরশুরাম নামটা শুনিয়া পাঠকের সন্দেহ হইতে পারে যে লেখক বুঝি জখম করিবার কাজেই প্রবৃত্ত। কথাটা একেবারেই সত্য নয়। পরশুরাম ছদ্মনামের লেখক রাজশেখর বসু সম্পর্কে এ কথা কে বলেছেন?

■ এ রাজ্যের নির্বাচনি প্রচারে এক বিখ্যাত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে অভিযোগ ওঠে তিনি কলকাতার এক নামকরা বহুতলের মালিক। বাস্তবে কপর্দকশূন্য অবস্থায় প্রায় বিনা চিকিৎসায় এক ফ্ল্যাটে মারা যান। কে তিনি?

আগের দিনের উত্তর

হামিং বার্ড,
শ্রু (Shrew),
কঠিন জেদ।

ঠিক উত্তরদাতা : দেবাশিস গোপ-কুশমণ্ডি, অনঘ আতর্থী-আলিপুরদুয়ার, নিবেদিতা হালদার-বালুরঘাট, সঞ্জীব দেব-শিলিগুড়ি, মোহন পাল, তরুণকুমার রায়-চালসা, নীলরতন হালদার-মালদা, দেবাশিস তালুকদার-বক্সিরহাট, কালিদাস সাহা-কামাখ্যাগুড়ি, শিবেন্দ্র বীর-বাণেশ্বর, সন্দীপন দাস-ময়নাগুড়ি, সুপর্ণা অধিকারী-দিনহাটা।

উত্তর পাঠাতে হবে 8597258697 হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে, বিকেল ৫টার মধ্যে। সঠিক উত্তরদাতাদের নাম আগামীকাল।

দলের মুমূর্ষু অবস্থা : অরূপ

বাঁকুড়া, ২৮ মার্চ : বাঁকুড়া জেলাজুড়ে তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। তাই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে দীর্ণ দলের মুমূর্ষু অবস্থার কথা স্বীকার করে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী অরূপ চক্রবর্তী কি নিজেই বিপাকে পড়লেন? সেই চর্চা এখন বাঁকুড়ার রাজনৈতিক মহলে।

বুধবার সন্ধ্যায় সতীঘাটের তৃণমূল ভবনে কর্মীসভায় অরূপ বলেন, 'দল এখন কঠিন সংকটে। দলের এই মুমূর্ষু অবস্থায় আমি দলের মধ্যে কোনও বিভাজন চাই না।' বিক্ষুব্ধদের উদ্দেশে তাঁর আবেদন, 'বাড়িতে পাঁচ ভাই থাকলে ঠোকাঠুকি হয়। কিন্তু বাবা মারা গেলে পাঁচ ভাইকেই শ্মশানঘাটে যেতে হয়। তাই এখন মান-অভিমানের সময় নয়, দলের মুমূর্ষু অবস্থায় সবাই একযোগে কাজ করুন।' তিনি এও জানান, দরকার হলে তিনি নিজে পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে নেবেন। আবেগতাড়িত হয়ে অরূপ দলের সত্য অবস্থা তুলে ধরেছেন বলে রাজনৈতিক মহল মনে করছে।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : অন্যের কাজে অহেতুক সময় ব্যয় করে সমস্যায়। বাড়িতে অতিথি সমাগমে আনন্দ। বৃষ : স্ত্রীর সঙ্গে অহেতুক মনোমালিন্য। পেটের অসুখে আজ কোনও কাজ বন্ধ হতে পারে। মিথুন : নতুন অফিসে যাওয়ার সিদ্ধান্ত আজ নিতে পারেন। অন্যের উপকার করতে পেরে মানসিক সুখ। কর্কট : বাবার শরীর নিয়ে সারাদিন ব্যস্ত থাকতে হতে পারে। ব্যবসার সাফল্যে আনন্দ। সিংহ : কোনও অন্যায় কাজে প্রশ্রয় দেবেন না। আজ নতুন কোনও কাজ শুরু করে আনন্দ লাভ। কন্যা : কাজের চাপ বাড়বে। সামান্যেই সন্তুষ্ট থাকুন। মেয়ের পরীক্ষার সাফল্যে আনন্দ। তুলা : কেউ বিনা কারণেই আপনাকে অপমান করতে পারে। শত্রুকে আজ চিনতে পেরে স্বস্তি। বৃশ্চিক : কোনও প্রতিযোগিতায় সফল হয়ে আনন্দ। হঠাৎ দূরে যেতে হতে পারে। ধনু : উচ্চশিক্ষার সুযোগ মিলবে। সন্তানের বিদেশ যাওয়ার বাধা কাটায় শান্তি। মকর : রাজনৈতিক ব্যস্ততায় দিন কাটবে। ব্যবসার জন্য বেশ কিছু ঋণ নিতে হতে পারে। কুম্ভ : পথে চলতে খুব সতর্ক থাকুন। প্রেমের সমস্যা কাটবে। মীন : বাড়ি সারানোর কাজে আজই নামতে হতে পারে। প্রেমের সঙ্গীকে আনন্দ দিন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ১৫ চৈত্র, ১৪৩০, ভাঃ ৯ চৈত্র, ২৯ মার্চ ২০২৪, ১৫ চ'ত, সংবৎ ৪ চৈত্র বদি, ১৮ রমজান। সূঃ উঃ ৫।৩৮ অঃ ৫।৪৭। শুক্রবার, চতুর্থী অপরাহ্ন ৫।২২। বিশাখানক্ষত্র সন্ধ্যা ৬।৩। বজ্রযোগ রাত্রি ৮।৫৮। বালবকরণ অপরাহ্ন ৫।২২ গতে কৌলবকরণ শেষরাত্রি ৫।২৯ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে-তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, দিবা ১১।৪৩ গতে বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ, সন্ধ্যা ৬।৩ গতে দেবগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, সন্ধ্যা ৬।৩ গতে দোষ নাই। যোগিনী- নৈরঋতে, অপরাহ্ন ৫।২২ গতে দক্ষিণে। বারবেলাদি ৮।৪০ গতে ১১।৪৩ মধ্যে। কালরাত্রি ৮।৪৫ গতে ১০।১৪ মধ্যে। যাত্রা- নাই, সন্ধ্যা ৬।৩ গতে যাত্রা শুভ পশ্চিমে নিষেধ। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- চতুর্থীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। ইং- পর্ব- গুডফ্রাইডে। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৫ মধ্যে ও ৭।৫৫ গতে ১০।২৪ মধ্যে ও ১২।৫৩ গতে ২।৩২ মধ্যে ও ৪।১১ গতে ৫। ৪৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।২৩ গতে ৮।৫৬ মধ্যে ও ৩।৭ গতে ৩। ৫৩ মধ্যে মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ১০।২৯ গতে ১১।১৫ মধ্যে ও ৩।৫৩ গতে ৫।৩৭ মধ্যে।

মনের অসুখ সারবে স্নেহে

রোগ শুধু শরীরে বাসা বাঁধে না, হানা দেয় মনেও। আমরা প্রথমক্ষেত্রে তৎপরতা দেখালেও উপেক্ষা করি দ্বিতীয়টিকে। অথচ রোজ কত মানুষ লড়াই করে চলেছে কঠিন পরিস্থিতির সঙ্গে। সমস্যায় ভুগছে একটা বড় অংশের পড়ুয়াও। বেশিরভাগ ঘটনায় মানসিক সমস্যায় ভুক্তভোগীর যত্ন নেওয়া হয় না। চিকিৎসা তো দূর অস্ত। অথচ সঠিক সময়ে হাল ধরলে তাকে সুস্থ করে তোলা সম্ভব। মানসিক অসুস্থতা নিয়ে কলম ধরলেন আলিপুরদুয়ার জেলার মানসিক স্বাস্থ্য কর্মসূচির সাইকোলজিস্ট **দেবারতি বাগচী**

এ ধরনের অসুস্থতা আর পাঁচটা রোগের মতোই। একে নিয়ে লজ্জা পাওয়া বা ভুক্তভোগীকে তাচ্ছিল্য করা সচেতনতা এবং সামাজিক শিক্ষার অভাবের কারণেই হয়। আমাদের সকলের দায়িত্ব মানসিকভাবে দুর্বলদের পাশে দাঁড়ানো।

তিন প্যারামিটার

এক, মানসিক চাপের প্রভাব রোজকার জীবনযাপনে পড়ে। পড়াশোনায় সমস্যা দেখা দেয়। ক্লাসের প্রতি অনীহা তৈরি হওয়া, বই পড়ায় অমনোযোগী হয়ে পড়ার মতো ঘটনা ঘটে।

দুই, ব্যক্তিগত জীবনে অস্বাভাবিকতা। বাবা-মা, ভাই-বোন, বন্ধুদের সঙ্গে বোঝাপড়ার অভাব। কথা কাটাকাটি, অকারণে রাগ, চিৎকার-চ্যাঁচামেচি, ভাঙচুরের পর্যায়ে চলে যায় পরিস্থিতি। ধীরে ধীরে প্রিয়জনদের থেকে দূরত্ব বাড়তে থাকে। এরই সঙ্গে আসে শারীরিক সমস্যা। মাথাব্যথা, হাইপারটেনশন, ডায়াবিটিস সহ একাধিক রোগ বাসা বাঁধে শরীরে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়।

তিন, সামাজিক সমস্যা তৈরি করা। পরিবার-পরিজন, এমনকি অপরিচিতদের বিরক্ত করার প্রবণতা দেখা যায়।

পরামর্শ নিন

যে কোনও মনের সমস্যায় তড়িঘড়ি বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন। অনেকেই এসবে খুব একটা আমল দেন না। পরিবার আর সমাজ ভেবে নেয়, ছেলেটা 'খারাপ' কিংবা মেয়েটার লালনপালনে 'গলদ' রয়ে গিয়েছে। সমস্যা আপনা-আপনি কেটে যাবে বলে ধরে নেন অভিভাবকরা। এই প্রবণতা ভবিষ্যতে আরও বড় বিপদ ডেকে আনতে পারে।

অস্বাভাবিক অভিজ্ঞতা

মানসিক সমস্যা একটা পর্যায়ে গিয়ে জীবনযাপনে গভীর প্রভাব ফেলতে শুরু করে। অস্বাভাবিক কিছু দেখতে পাওয়া, লাগাতার উৎসবিহীন আওয়াজ ও চেনা-অচেনা কণ্ঠস্বর শোনা। এছাড়া লম্বা সময় ধরে জিভে বাজে স্বাদ এবং নাকে দুর্গন্ধ পাওয়া, ত্বকের ভেতর কিছুর নড়াচড়া অনুভব করা।

কেউ অসংলগ্ন কথা বলছে, অনেককে আবার একা একা কথা বলতে দেখা যায়। একাই হাসতে থাকা, অস্বাভাবিক রকম হাইজিন মেইনটেন অর্থাৎ কিছুক্ষণ পরপর হাত ধোয়া কিংবা পরিষ্কার জায়গা মোছা ইত্যাদি। বহু ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, খিদে এবং ঘুম কমে যায়। বিনা কারণে বা ছোট ঘটনায় রেগে যাচ্ছে, অন্যদের সঙ্গে কথা বলা, মেলামেশা কমিয়ে দিচ্ছে তারা। ঘরের বাইরে বেরোতে চাইছে না। মনে করে যেন কেউ বা কারা তার ক্ষতি করবে। অনেকেই আবার দাবি করে, তার ওপর কেউ নজর রাখছে সবসময়। স্থান-কাল-পাত্রের জ্ঞান হারিয়ে ফেলে একটা সময়। এছাড়া হঠাৎ মেজাজ বদল, অনিয়ন্ত্রিত আবেগ, হতাশা, আত্মবিশ্বাসের অভাব, আত্মহত্যার চিন্তা, নিজেকে আঘাত করা, টানা কথা বলে যাওয়া, বাকিদের তুচ্ছ মনে করা, ঈর্ষা সহ আরও অনেক লক্ষণ রয়েছে।

ব্যবহারে পরিবর্তন

শিশু এবং কিশোরদের ব্যবহারে নানা পরিবর্তন আসে এধরনের সমস্যা থেকেই। জেদ, অতিরিক্ত প্রতিবাদী মনোভাব, চাহিদা বেড়ে যাওয়া, টাকা না দিলে ভাঙচুর করা, ব্ল্যাকমেল ইত্যাদি। বাবা-মায়ের কাছ থেকে একের পর এক জিনিসপত্র চাইতে শুরু করে এবং তা না পেলে খাওয়াদাওয়া বন্ধ, বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার হুমকি। মিথ্যে কথা বলার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়, স্কুল পালানো, অন্য প্রাণীদের আঘাত করা, বয়সের অনুপযুক্ত আচরণ ইত্যাদি।

গোপনীয়তাকে সম্মান

উপরে বলা সমস্যাগুলোয় সাধারণ চিকিৎসা পদ্ধতি মেনে শারীরিক পরীক্ষানিরীক্ষার পর যদি কোনও ব্যাখ্যা না পাওয়া যায়, তবে বুঝে নিতে হবে মানসিক অসুখের কারণেই এসব হচ্ছে। এর চিকিৎসায় সাইকোট্রপিক ড্রাগ অ্যাডমিনেস্ট্রেশনটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

অনেকেই প্রকাশ্যে নিজের মানসিক সমস্যার কথা স্বীকার করে। তবে একটা কথা সকলকে মনে রাখতে হবে, কেউ যদি নিজের অসুবিধা নিয়ে গোপনীয়তা বজায় রাখার ইচ্ছে প্রকাশ করে, সেক্ষেত্রে আমাদের দায়িত্ব সেই ইচ্ছেকে সম্মান জানানো। এবং গোপনীয়তা রক্ষা করেই তার পাশে দাঁড়ানো।

মানসিক রোগের কারণ

১) জিনগত। অর্থাৎ রক্তের সম্পর্ক কিংবা নিজেরই পরিবারে কেউ আক্রান্ত হয়ে থাকলে, সেই থেকে সমস্যা দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা।

২) নেশাদ্রব্য সেবন। অতিরিক্ত পরিমাণে ক্যাফেন, নিকোটিন, অ্যালকোহল সহ অন্যান্য নিষিদ্ধ ওষুধ খাওয়া। চিকিৎসকের পরামর্শ অমান্য করে সাইকিয়াট্রিক মেডিসিন, কাফ সিরাফের অপব্যবহার ইত্যাদি।

৩) খারাপ পরিবেশে বড় হওয়া, অভিভাবকদের অবহেলা অন্যতম কারণ। বাড়িতে সবসময় অশান্তির বাতাবরণ থেকে মানসিক অসুস্থতা আসতে পারে। এছাড়া বাবা-মায়ের মধ্যে কেউ বা দুজনই নেশাগ্রস্ত থাকছেন সবসময়। অনেকে আবার গার্হ্যস্থ হিংসা, অভিভাবকদের ডিভোর্সের সাক্ষী।

৪) অতীতে শারীরিকভাবে নিগৃহীত কিংবা যৌন নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। বারবার ব্যর্থতা এবং সেটাকে কেন্দ্র করে পরিজন-পরিবারের লাগাতার দোষারোপ। কোনও বড় দুর্ঘটনার সাক্ষী, প্রিয়জনের মৃত্যু ইত্যাদি।

ভালোবাসাই 'ওষুধ'

চাকরিজীবী বাবা-মায়ের ছেলেমেয়েকে অবসর সময় কাটানোর জন্য দামি দামি খেলনা, চকোলেট ইত্যাদি উপহার দেওয়ার প্রবণতা রয়েছে। ধীরে ধীরে চাহিদা বাড়তে থাকে। ব্র্যান্ডেড মোবাইল, বাইক আরও কত কী! এসবের সঙ্গী হয় লোভ, জেদ।

তাই যতটা সম্ভব স্নেহ, ভালোবাসা, অবসরে সময় দেওয়ার চেষ্টা করুন। ভালো-ভদ্র ব্যবহারের জন্য সকলের সামনে প্রশংসা করতে হবে আপনাকে। যে কোনও জিনিসের স্বীকৃতি, সেই কাজে উৎসাহ বাড়ায়। একইসঙ্গে খারাপ আচরণের জন্য তৎক্ষণাৎ শাসন করা দরকার। তবে মাথায় রাখতে হবে, সেই শাসন যেন বেধড়ক মারধর কিংবা চিৎকার না হয়। বাজারের সবচেয়ে দামি জামাটা কিনে দেওয়া, সেরা শিক্ষকের কাছে টিউশন পড়ানো কিংবা নামী স্কুলে ভর্তি করিয়ে অভিভাবকের দায়িত্ব শেষ হয় না। খেয়াল রাখতে হবে, আপনার সন্তান কী চাইছে। তার ইচ্ছে, পছন্দ-অপছন্দ, পারা-না পারাকে গুরুত্ব দেওয়া জরুরি।

বিশেষ যত্ন

এ ধরনের সমস্যা দেখা দিলে তাকে সারিয়ে তুলতে মূল ভূমিকা নিতে হবে অভিভাবকদের। সন্তানের সঙ্গে ব্যবহারের ক্ষেত্রে আরও সচেতন হওয়া প্রয়োজন। বিশেষ যত্ন নিতে হবে। তার ফিলিংস, মতামত, নিজস্বতাকে সম্মান দিতে হবে। গুরুত্ব সহকারে সমস্ত কথা শোনা আবশ্যিক। ওইসময় আরও বেশি করে সন্তানকে সময় দিতে হয়। রাখতে হবে ধৈর্য। অতিরিক্ত বকাঝোকা এবং মারধর একেবারে অনুচিত। প্রাথমিক লক্ষণগুলো বুঝে সঙ্গে সঙ্গে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে।

পাশে দাঁড়ান

সন্তানকে নিজের কিছু কাজ নিজেকে করতে দিন। অন্যদের সঙ্গে খোলামেলাভাবে মিশতে দিতে হবে। একটু বড় হলে ছোটখাটো সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ করে দেওয়া যেতে পারে। কম্পিউটার, স্মার্টফোন ব্যবহারে নজরদারি রাখতে হবে সাবালক না হওয়া পর্যন্ত।

এমন সম্পর্ক তৈরি করতে হবে যাতে, নিজের বিপদে সবার আগে সে সবকথা আপনাকে খুলে বলতে পারে। কঠিন পরিস্থিতিতে সন্তানের পাশে দাঁড়ান। ভালো রেজাল্টে যেমন প্রশংসা করেন, তেমন খারাপ ফলেও কাঁধে ভরসার হাত রাখুন।

শিক্ষকদের জন্য

স্কুল আর কলেজের শিক্ষকরা যদি কোনও পড়ুয়ার মধ্যে অস্বাভাবিকতা দেখতে পান, তাহলে তার বাবা-মায়ের সঙ্গে কথা বলুন। ক্লাসে তার প্রতি বিশেষ নজর দিন। সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে কথা বলতে হবে। পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে নিকটতম সাইকিয়াট্রিকের কাছে যাওয়ার উদ্যোগ নিন।

সমাজের উদ্দেশে

সামাজিক সংস্থাগুলোকে মনের রোগ ও তাতে ভুক্তভোগীকে নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে এগিয়ে আসতে হবে। মানসিক স্বাস্থ্যকর্মীদের নিয়ে এলাকাভিত্তিক বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করা যেতে পারে। চিকিৎসার জন্য নিকটতম সরকারি হাসপাতাল, যেখানে সাইকিয়াট্রিক ওপিডি রয়েছে অথবা জেলা মানসিক স্বাস্থ্য কর্মসূচি (ডিএমএইচপি)-তে যোগাযোগ করুন। সাহায্য নেওয়া যেতে পারে বেসরকারিভাবে কর্মরত মানসিক স্বাস্থ্যকর্মীদের থেকেও।

যে কোনও পরিস্থিতিতে সাহায্যের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন টেলিমানস হেল্পলাইন নম্বরে : ১৪৪১৬ (14416)।

বসন্তের চালচিত্র

আলিপুরদুয়ারের লেবুবাগান প্রাথমিক বিদ্যালয়, জলপাইগুড়ির এসি কলেজ, শিলিগুড়ি কলেজ, ইসলামপুরের শিবনগর কলোনি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কোচবিহার উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে ছবিগুলো তুলেছেন আয়ুষ্মান চক্রবর্তী, শুভঙ্কর চক্রবর্তী, সূত্রধর, রাজু দাস এবং জয়দেব দাস।

ডালিমখোলায় প্রকৃতির কোলে তিনদিন

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা হাইস্কুল থেকে চলতি বছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে অনির্বাণ রায়। কোনওদিন তার গ্রেট হর্নবিল, কমন গ্রিন ম্যাগপাই, লিটল ফর্কটেলের মতো পাখি দেখার সুযোগ হয়নি। এবার সেই আক্ষেপ দূর হল। স্কুলের উদ্যোগে কালিম্পংয়ের ডালিমখোলায় আয়োজিত প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ শিবিরে বাকিদের সঙ্গে অংশ নিয়েছিল অনির্বাণ। সবুজ প্রকৃতির মাঝে রংবেরঙের পাখি দেখে সে উচ্ছ্বসিত। জানাল, পরের বছরও ক্যাম্পে আসার ইচ্ছা রয়েছে।

অ্যালার্মের বদলে নদীর জলস্রোতের আওয়াজ, রাজধনেশের ডাকে ঘুম ভেঙেছে মাথাভাঙ্গা হাইস্কুলের পড়ুয়াদের। বিভিন্ন শ্রেণি থেকে ১৮ জন পড়ুয়া এই শিবিরে অংশ নেয়। এক্সপার্ট ও গাইড শিক্ষকদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে গোকুল, ট্রি ফার্নের মতো নতুন নতুন গাছ দেখার মজাই আলাদা, বলছে দশম শ্রেণির পড়ুয়া অঙ্কুশ সরকার।

কালিম্পংয়ের ডালিমখোলায় নেচার স্টাডি ক্যাম্পে মাথাভাঙ্গা হাইস্কুলের পড়ুয়ারা।

সপ্তম শ্রেণির ছাত্র সুজল সূত্রধর বাড়িতে কোনওদিন গ্যাস জ্বালায়নি। তিনদিনের প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ শিবিরে এসে সেই অভিজ্ঞতা হয়ে গেল সুজলের। সবুজে ঘেরা পাহাড়ে স্টাডি ক্যাম্পের তাঁবুর পাশে নিজের হাতে আগুন জ্বালিয়ে ব্রেকফাস্ট তৈরির দায়িত্বটা তার ছোট্ট কাঁধেই ছিল। প্রথমবার ব্রেকফাস্ট বানিয়ে যারপরনাই খুশি সে। ষষ্ঠ শ্রেণির শৌনক রায় ট্রেকিং করে পাহাড়ে ওঠার পাশাপাশি নিজের হাতে তাঁবু তৈরি করে দড়ি বাঁধার বিভিন্ন গিঁট তৈরির কৌশল শিখেছে।

১৬ মার্চ থেকে মাথাভাঙ্গা হাইস্কুল কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে কালিম্পংয়ের ডালিমখোলায় নেচার স্টাডি ক্যাম্প শুরু হয়। প্রধান শিক্ষক চৈতন্য পোদ্দার একদিন সেখানে গিয়ে গোটা ব্যবস্থাপনা দেখে এসেছেন। স্কুলের শিক্ষক শেখর সরকার জানালেন, ক্যাম্পের বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিজের মধ্যে ছিল নট-শেল্টার-ফায়ার মেকিং, দীর্ঘ পাহাড়ি পথে ট্রেকিং, বার্ড ওয়াচিং, ফ্লোরা অ্যান্ড ফনা অবজারভেশন ইত্যাদি। পড়ুয়াদের গাছ, পাখি চেনানো থেকে ট্রেকিং, তাঁবু বানানো ইত্যাদি শিখিয়েছেন ট্রেনার জীবনকৃষ্ণ রায় ও ঋত্বিক বসু। শেখর সরকারের মতো স্কুল থেকে গাইড হিসেবে ছিলেন রমেন্দ্রনাথ মণ্ডল, সাদ্দাম হোসেন ও সুস্মিতা চক্রবর্তী।

শেখর বললেন, 'স্কুলের উদ্যোগে নেচার স্টাডি ক্যাম্পের এবছর তৃতীয় বর্ষ। আমাদের প্রকৃতিকে ভালোবাসতে হবে, নিজেদেরই প্রয়োজনে। পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব বজায় রাখতে প্রকৃতি পাঠ দরকার। আর এটা স্কুলজীবন থেকে ছোটদের শেখাতে হবে। তাহলে পৃথিবীর ভবিষ্যৎটা আরও সুন্দর হবে।'

স্বর্ণমন্দিরকে পরিচ্ছন্ন রাখার কাজে ব্যস্ত একদল শিখ পুণ্যার্থী। বৃহস্পতিবার অমৃতসরে। -পিটিআই

প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়কে চিঠি ৬০০ আইনজীবীর

মোদির নিশানায় সেই কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ২৮ মার্চ : আদালতের নিরপেক্ষতা ও স্বাধীনতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে দেশের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়কে চিঠি দিলেন গোটা দেশের ৬০০ জন আইনজীবী। তাঁদের অভিযোগ, একটি 'স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী' আদালতের বিচারপ্রক্রিয়ার ওপর প্রভাব ফেলার মরিয়া চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পত্রদাতা আইনজীবীরা কারও নাম না করলেও এই ইস্যুতে তাঁদের সমর্থন জানিয়ে কংগ্রেসকে সরাসরি নিশানা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁর অভিযোগ, অন্যদের ধমকানো, চমকানো কংগ্রেসের অতীতে সংস্কৃতি ছিল। বৃহস্পতিবার এক্স হ্যান্ডেলে নমো লিখেছেন, 'পাঁচ দশক আগে তারা দায়বদ্ধ বিচারব্যবস্থা (কমিটেড জুডিশিয়ারি)-র ডাক দিয়েছিল। নিজেদের স্বার্থের জন্য তারা নির্লজ্জের মতো অন্যদের থেকে দায়বদ্ধতা চাইত। অথচ দেশের প্রতি তারা সমস্ত দায়বদ্ধতা থেকে দূরে ছিল। ১৪০ কোটি ভারতীয় তাদের যে প্রত্যাখ্যান করবে সেবিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।' মোদির সুরে সুর মিলিয়েছেন প্রাক্তন আইনমন্ত্রী কিরেন রিজিজুও। তাঁর অভিযোগ, কংগ্রেসি এবং বামপন্থীরা সবসময় চান আদালত যেন তাঁদের সেবা করে। এর অন্যথা হলেই তাঁরা ওই প্রতিষ্ঠানগুলিকে আক্রমণ শুরু করেন।

> পাঁচ দশক আগে তারা দায়বদ্ধ বিচার ব্যবস্থা (কমিটেড জুডিশিয়ারি)-র ডাক দিয়েছিল। নিজেদের স্বার্থের জন্য তারা নির্লজ্জের মতো অন্যদের থেকে দায়বদ্ধতা চাইত। অথচ দেশের প্রতি তারা সমস্ত দায়বদ্ধতা থেকে দূরে ছিল। ১৪০ কোটি ভারতীয় তাদের যে প্রত্যাখ্যান করবে সেবিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।
>
> **নরেন্দ্র মোদি**

মোদির আক্রমণের বিরুদ্ধে সরব হন কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ। তাঁর তোপ, 'বিচার ব্যবস্থাকে রক্ষা করার নামে প্রধানমন্ত্রী যেভাবে বিচার ব্যবস্থার ওপর নির্লজ্জভাবে আক্রমণ সাজিয়েছেন তা সুবিধাবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়।' নির্বাচনি বন্ড মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায়েরও উল্লেখ করেন রমেশ। তিনি বলেন, 'গত ১০ বছরে বিভাজন, বিকৃতি, দৃষ্টি ঘোরানো এবং অসম্মান করা ছাড়া প্রধানমন্ত্রী আর কিছু করেননি। শীঘ্রই তাঁকে জবাব দেওয়ার জন্য ১৪০ কোটি মানুষ অপেক্ষা করে রয়েছেন।'

প্রধান বিচারপতিকে যাঁরা চিঠি লিখেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন হরিশ সালভে, বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান মনন কুমার মিশ্র প্রমুখ। তাঁদের অভিযোগ, পছন্দসই রায় পেতে ওই গোষ্ঠী আদালতের ভিতরে ও বাইরে সর্বদা সক্রিয় রয়েছে। দিনের বেলা আদালত কক্ষে তারা যেমন সওয়াল করছে, পাশাপাশি রাতের বেলায় তারাই আবার মিডিয়াকে কাজে লাগিয়ে আদালতকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে। যেসমস্ত মামলায় রাজনৈতিক ব্যক্তিরা দুর্নীতিতে অভিযুক্ত, সেইসব মামলাতেই প্রভাব বিস্তারের প্রবণতা বেশি দেখা যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন আইনজীবীরা। এই ধরনের কাজের ফলে আদালতের গরিমা এবং আইনের শাসনের ধারণা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলেও দাবি করা হয়েছে ওই চিঠিতে। তবে কোনও নির্দিষ্ট মামলার কথা বলা হয়নি আইনজীবীদের চিঠিতে।

দেশের বেশকিছু বিরোধী নেতার বিরুদ্ধে দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলা বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন। বিরোধী দলগুলির অভিযোগ, ক্ষমতায় টিকে থাকতে বিরোধীদের কোণঠাসা করার কৌশল নিয়েছে নরেন্দ্র মোদি সরকার। এ ক্ষেত্রে তারা হাতিয়ার করেছে ইডি, সিবিআই, আয়কর দপ্তর কিংবা এনআইএ-র মতো সরকারি সংস্থাগুলিকে। এইসব সংস্থাকে কাজে লাগিয়ে বিজেপি বিরোধী নেতাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

বছরে ১০০ কোটি টন খাবার নষ্ট

রিপোর্ট রাষ্ট্রসংঘের

নিউ ইয়র্ক, ২৮ মার্চ : কারও পেটে ভাত নেই। কেউ আবার ফেলে ছড়িয়ে খায়। যত না খায়, তার চেয়ে ঢের বেশি নষ্ট করে অন্যের মুখের গ্রাস।

বুধবার রাষ্ট্রসংঘের এক প্রতিবেদন থেকে জানা গিয়েছে, বিশ্বজুড়ে ২০২২ সালে নষ্ট হয়েছে ১০০ কোটি টনের বেশি খাবার। বেশিরভাগ খাবার নষ্ট হয়েছে আবার আমাদের পারিবারিক পরিসরে। খাবার অপচয়ের এই ঘটনাকে 'বিশ্ব ট্র্যাজেডি' হিসাবে বর্ণনা করেছেন সংস্থার পরিবেশ বিষয়ক কর্মসূচির কার্যনির্বাহী পরিচালক ইনগার অ্যান্ডারসন।

রাষ্ট্রসংঘের ফুড ওয়েস্ট ইনডেক্স (খাদ্য অপচয় সূচক) সংক্রান্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশ্বের প্রায় ৮০ কোটি মানুষ যখন না খেয়ে আছে, তখন লক্ষ কোটি ডলার মূল্যের খাবার ময়লার ঝুড়িতে ফেলা হচ্ছে।

বিশ্বজুড়ে ২০২২ সালে ১০০ কোটি টনের বেশি খাবার অপচয় হয়েছে, যা বিশ্ববাজারে আসা উৎপাদিত খাদ্যদ্রব্যের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ।

রাষ্ট্রসংঘের প্রতিবেদনে এই ধরনের অপচয়কে 'অনৈতিক ও পরিবেশগত ব্যর্থতা' বলে দাবি করা হয়েছে। বলা হয়েছে, বিমান চলাচলের জেরে কার্বন নিঃসরণ যত না বিশ্বের উষ্ণতা বাড়াচ্ছে, তার থেকে পাঁচগুণ উষ্ণতা বাড়াচ্ছে খাদ্যবর্জ্য।

হিমালয় প্রমাণ অপচয়

- ২০২২ সালে যত খাবার নষ্ট হয়েছে, তার ২৮ শতাংশ রেস্তোরাঁ, ক্যান্টিন ও হোটেলের, ১২ শতাংশ কসাই ও মুদি দোকানের এবং ৬০ শতাংশ জনবসতির ঘরবাড়িতে
- প্রতিবছর দিনে এক বেলায় যত খাবার নষ্ট হয়, শুধু তা দিয়েই বর্তমানে অনাহারে থাকা প্রায় ৮০ কোটি মানুষের সবাইকে পেট ভরে খাওয়ানো সম্ভব
- প্রয়োজনের তুলনায় বেশি খাবার কেনা এবং ব্যবহার করতে না পারা
- ভালো খাবারও বাসি ভেবে ফেলে দেওয়া
- গরিব দেশে খাদ্য নষ্টের কারণ অপর্যাপ্ত পরিবহণ ও রেফ্রিজারেটারের অভাব
- এই ধরনের অপচয়কে 'অনৈতিক ও পরিবেশগত ব্যর্থতা' বলে দাবি রাষ্ট্রসংঘের

রাষ্ট্রসংঘের সঙ্গে যৌথভাবে এই প্রতিবেদন তৈরি করেছে অলাভজনক সংস্থা ডব্লিউআরএপি। সংস্থার আধিকারিক রিচার্ড সোয়ানেল বলেন, 'এটা আমাকে হতভম্ব করে দিয়েছে। আসলে প্রতিবছর দিনে এক বেলায় যত খাবার নষ্ট হয়, শুধু তা দিয়েই বর্তমানে অনাহারে থাকা প্রায় ৮০ কোটি মানুষের সবাইকে পেট ভরে খাওয়ানো সম্ভব।'

প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে, ২০২২ সালে যত খাবার নষ্ট হয়েছে, তার ২৮ শতাংশ নষ্ট হয়েছে রেস্তোরাঁ, ক্যান্টিন ও হোটেলের মতো খাদ্য পরিষেবা ব্যবস্থাগুলিতে। কসাই ও মুদিদোকানে নষ্ট হয়েছে ১২ শতাংশ খাবার। তবে সবচেয়ে বেশি, ৬০ শতাংশ খাবার নষ্ট হয়েছে জনবসতির ঘরবাড়িতে। এর পরিমাণ ৬৩ কোটি ১০ লক্ষ টন।

সোয়ানেল মনে করেন, এই ধরনের অপচয় হওয়ার বড় কারণ, মানুষ তাদের প্রয়োজনের চেয়ে বেশি খাবার কিনছে। এছাড়া তারা কতটুকু খেতে পারবে তার আন্দাজ করতে পারছে না। এতে বিপুল পরিমাণ খাবার উচ্ছিষ্ট থেকে যাচ্ছে।

আরও একটি বিষয়ে আলোকপাত করেছেন সোয়ানেল। তা হল, মেয়াদোত্তীর্ণ খাবারের তারিখ। উৎপাদিত খাবার নষ্ট হচ্ছে তার কারণ, মানুষ ভুলবশত ধারণা করে যে তাদের খাবারের মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ খাবার ভালো অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও 'বাসি খাবার' বলে তা ফেলে দেওয়া হয়েছে বহুক্ষেত্রে।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল দেশগুলিতে প্রচুর খাবার অযথা অপচয় হয়নি। বরং এগুলি পরিবহণের সময় কিংবা রেফ্রিজারেটারের অভাবে নষ্ট হয়েছে।

'আপ-কে ধ্বংস করাই উদ্দেশ্য'

আদালতে ইডি-কে আক্রমণ কেজরির

নয়াদিল্লি, ২৮ মার্চ : আদালতের মঞ্চকে ব্যবহার করে নজিরবিহীনভাবে ইডির বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। তাঁর গ্রেপ্তারিকে রাজনৈতিক চক্রান্ত এবং আপকে ধ্বংস করাই ইডির একমাত্র উদ্দেশ্য বলে তোপ দাগেন তিনি। বৃহস্পতিবার রাউজ অ্যাভিনিউ আদালতে নিজের আইনজীবীদের থামিয়ে নিজেই সওয়াল করেন।

৭ দিনের ইডি হেপাজতের মেয়াদ শেষ হওয়ায় এদিন তাঁকে আদালতে পেশ করা হলে সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রে দেখা যায় কেজরিকে। এতদিন তাঁর আইনজীবীরা আদালতে সওয়াল জবাব করে এসেছেন। কিন্তু এদিন মামলা শুরু হতেই ইডির বিরুদ্ধে আক্রমণ করেন কেজরি। তবে ইডির বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ সওয়াল করলেও জামিন পেলেন না আপ সুপ্রিমো। ইডি আরও সাতদিন কেজরিকে নিজেদের হেপাজতে চেয়ে আবেদন জানিয়েছিল। কিন্তু বিশেষ বিচারক কাবেরী বাওয়েজা ১ এপ্রিল পর্যন্ত কেজরিওয়ালকে ইডি হেপাজতে রাখার নির্দেশ দেন। আদালতে ইডির এদিনের প্রাপ্তি বলতে ছিল শুধু এটুকুই।

এদিন বিশেষ বিচারকের কক্ষে কেজরির লাগাতার তোপবর্ষণে বিদ্ধ ইডি। কেজরির সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী সুনীতা, দিল্লির মন্ত্রী অতিশী, সৌরভ ভরদ্বাজ, গোপাল রাই প্রমুখ। আপ সুপ্রিমো বলেন, 'আপকে দুর্নীতিগ্রস্ত বলে একটি ধূম্রজাল দেশের সামনে তৈরি করা হয়েছে। ইডির আসল উদ্দেশ্য হল আপকে ধ্বংস করা। আবগারি দুর্নীতি মামলার ৪ জন সাক্ষী আমার নাম করেছেন। একজন মুখ্যমন্ত্রীকে গ্রেপ্তার করার জন্য চারজনের বয়ান কি যথেষ্ট? অভিযোগ করা হচ্ছে এটি নাকি একটি ১০০ কোটি টাকার কেলেঙ্কারি। অথচ বিচারপতি সঞ্জীব খান্না বলেছিলেন, অর্থের উৎস এখনও খুঁজেই পাওয়া যায়নি।' কেজরির দাবি, 'এই মামলার রাজসাক্ষী শরৎ রেড্ডি বিজেপিকে ৫৫ কোটি টাকা চাঁদা দিয়েছিলেন। এই তোলাবাজি চক্রের প্রমাণ আমার কাছে আছে। গ্রেপ্তার হওয়ার পরই

> আপকে দুর্নীতিগ্রস্ত বলে একটি ধূম্রজাল দেশের সামনে তৈরি করা হয়েছে। ইডির আসল উদ্দেশ্য হল আপকে ধ্বংস করা।
>
> **অরবিন্দ কেজরিওয়াল**

উনি ৫০ কোটি টাকা বিজেপিকে দিয়েছিলেন। এই ঘটনারও তদন্ত হওয়া দরকার।' দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর সাফ কথা, 'আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কিন্তু কোনও আদালত এখনও পর্যন্ত আমাকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারেনি।'

কেজরির এহেন আক্রমণের মুখে ইডির কৌঁসুলি তথা অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল এসভি রাজু বলেন, 'আমাদের হেপাজতে কেজরিওয়ালের বয়ান নথিভুক্ত করা হয়েছে। উনি গোল গোল উত্তর দিয়েছেন। অন্যদের সঙ্গে মুখোমুখি বসিয়ে ওঁকে জেরা করা প্রয়োজন। কেজরিওয়াল পাসওয়ার্ড জানাননি। তাই ওঁর ডিজিটাল তথ্যের কোনও নাগাল আমরা পাচ্ছি না।'

তাঁর গ্রেপ্তারির নেপথ্যে রাজনৈতিক চক্রান্তের অভিযোগ তুলে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'মানুষ এর জবাব দেবেন। গত দু-বছর ধরে এই মামলাটি চলছে। সিবিআই

আদালতের পথে কেজরি।

২০২২ সালের অগাস্টে একটি মামলা করেছিল। আমি জানতে চাই আবগারি দুর্নীতির টাকা কোথায় গেল? ইডি তদন্ত শুরুর পরই প্রকৃত কেলেঙ্কারি হয়েছে। আপনারা যতদিন খুশি আমাকে হেপাজতে রাখুন। আমি তদন্তের মুখোমুখি হতে প্রস্তুত।' এদিকে কেজরিকে মুখ্যমন্ত্রীর আসন থেকে সরাতে চেয়ে যে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল সেটি বৃহস্পতিবার খারিজ করে দিয়েছে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি মনমোহনের বেঞ্চ। গ্রেপ্তারির পরও মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসে থাকতে আইনি বাধা রয়েছে কিনা সেটাও দেখাতে বলা হয় আবেদনকারীর কৌঁসুলিকে।

আমেরিকার সঙ্গে অভাবনীয় তর্কযুদ্ধে ভারত

নয়াদিল্লি, ২৮ মার্চ : লোকসভা নির্বাচনের মুখে 'ভারতীয় গণতন্ত্র' ও 'বিচারপ্রক্রিয়া' নিয়ে প্রশ্ন তোলায় ওয়াশিংটনের সঙ্গে জোর টক্কর শুরু হয়েছে নয়াদিল্লির।

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের গ্রেপ্তারি উপলক্ষ্যেই পশ্চিমী বিশ্বের সঙ্গে সপ্তাহজুড়ে চাপানউতোর চলছে ভারতের। দেশের 'অভ্যন্তরীণ বিষয়ে' বিদেশি রাষ্ট্রের নাকগলানো নিয়ে বুধবারের পর বৃহস্পতিবারও উষ্মা প্রকাশ করেছে ভারতের বিদেশমন্ত্রক। বিদেশি রাষ্ট্রের এহেন আচরণকে সম্পূর্ণ 'অবাঞ্ছিত ও অগ্রহণযোগ্য' বলে অভিহিত করে বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বৃহস্পতিবার বলেন, 'মার্কিন বিদেশ দপ্তরের সাম্প্রতিক মন্তব্য অযৌক্তিক। আমাদের নির্বাচনি ও আইনি প্রক্রিয়ায় এ ধরনের কোনও বাহ্যিক প্রভাব সম্পূর্ণরূপে অগ্রহণযোগ্য। পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং সম্মান যে যে-কোনো আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তি, এটা সবার মনে রাখা উচিত।'

কেজরিওয়ালের গ্রেপ্তারি নিয়ে প্রথমে সরব হয়েছিল জার্মানি। এরপর আমেরিকার বিদেশ দপ্তরের তরফে বলা হয়েছিল, তারা 'কেজরিওয়ালের গ্রেপ্তারির বিষয়টি নজরে রেখেছে।' একইসঙ্গে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষেত্রে 'স্বচ্ছ ও অবাধ আইনি প্রক্রিয়া' যাতে ব্যাহত না হয়, সে কথাও জো বাইডেন সরকার বেশ জোর দিয়েই স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল নয়াদিল্লিকে।

ভারতও চুপ করে না থেকে এর পালটা জবাব দেয়। প্রথমে জার্মান ও পরে মার্কিন দূতাবাসের আধিকারিকদের ডেকে তাঁদের সমঝে দেয় বিদেশমন্ত্রক। তাঁদের দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানানো হয়, ভারত সার্বভৌম দেশ। দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বাইরের দেশের হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করা হবে না। ভারত এও জানিয়েছিল যে, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বজায় রাখতে হলে কূটনৈতিক সৌজন্য মেনে চলা উচিত। নাহলে সম্পর্কটা অস্বাস্থ্যকর হয়ে উঠতে পারে। এদিকে, নয়াদিল্লি মার্কিন কূটনীতিককে তলব করার

> 'মার্কিন বিদেশ দপ্তরের সাম্প্রতিক মন্তব্য অযৌক্তিক। আমাদের নির্বাচনি ও আইনি প্রক্রিয়ায় এ ধরনের কোনও বাহ্যিক প্রভাব সম্পূর্ণরূপে অগ্রহণযোগ্য।
>
> **রণধীর জয়সওয়াল**
> *ভারতের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র*

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ওয়াশিংটনে সাংবাদিকদের সামনে মার্কিন বিদেশ দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথু মিলার বলেন, 'কূটনৈতিক বৈঠকে কী কথাবার্তা হয়েছে, তা প্রকাশ করা যাবে না। তবে আমরা আমাদের অবস্থানে অনড় থাকছি। স্বচ্ছ, ন্যায্য ও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোনও আইনি প্রক্রিয়া যাতে শেষ হয়, সেদিকে আমাদের দৃষ্টি থাকবে। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর মামলার ওপর আমরা নজর রাখছি।'

তবে এদিন কেজরিওয়ালের গ্রেপ্তারি নিয়ে আগের মন্তব্য থেকে অবস্থান সম্পূর্ণ বদলে ফেলল জার্মানি। বুধবার জার্মানি জানিয়েছে, ভারতীয় সংবিধানের প্রতি তাঁদের পূর্ণ আস্থা আছে। তারা এদেশের সঙ্গে কাজ করতে চায়।

পিলিভিটবাসীকে খোলা চিঠি বরুণের

লখনউ, ২৮ মার্চ : বিজেপি তাঁকে টিকিট না দিলেও পিলিভিটের ভোটারদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক জীবনের শেষদিন পর্যন্ত থাকবে বলে বৃহস্পতিবার সাফ জানিয়ে দিলেন বরুণ গান্ধি। এদিন পিলিভিটের বাসিন্দাদের উদ্দেশে একটি খোলা চিঠি লেখেন এই বিজেপি নেতা। তাতে বরুণ লিখেছেন, 'এই আসনে আমার মেয়াদ ফুরিয়ে এলেও শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ না করা পর্যন্ত আপনাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক শেষ হবে না। সাংসদ হিসেবে না হোক, একজন ছেলে হিসেবে আমি সারাজীবন আপনাদের সেবা করার ব্যাপারে সংকল্পবদ্ধ এবং আমার দরজা আপনাদের জন্য আগের মতোই সবসময় খোলা থাকবে।'

বুধবার ছিল পিলিভিটে মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষদিন। মনে করা হচ্ছিল, বরুণ গান্ধি নির্দল হিসেবে এবার ওই আসনে প্রার্থী হবেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত সেই পথে হাঁটেননি তিনি। তিনি ঠিক করেছেন, এবারের লোকসভা ভোটে তিনি আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না। সুলতানপুর আসনে মা মানেকা গান্ধির হয়ে প্রচারে মন দেবেন তিনি। আমেথি, রায়বেরেলির মতো পিলিভিটের সঙ্গেও নেহরু-গান্ধি পরিবারের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। বরুণ তাঁর খোলা চিঠিতে সেই প্রসঙ্গ ছুঁয়ে গিয়েছেন। জানিয়েছেন তাঁর বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে পিলিভিটের অবদানের কথাও।

বরুণ লিখেছেন, '১৯৮৩ সালে একটি তিন বছরের বালক তার মায়ের আঙুল ধরে প্রথমবার পিলিভিটে এসেছিল। সেই ছেলেটি সেদিন জানত না একদিন ওই ভূমি তার কর্মভূমি হয়ে উঠবে। পিলিভিটের মানুষ তার পরিবারে পরিণত হবে।'

> সাংসদ হিসেবে না হোক, একজন ছেলে হিসেবে আমি সারাজীবন আপনাদের সেবা করার ব্যাপারে সংকল্পবদ্ধ। আমার দরজা আপনাদের জন্য আগের মতোই সবসময় খোলা থাকবে।
>
> **বরুণ গান্ধি**

বিজেপি এবার পিলিভিটে জিতিন প্রসাদাকে প্রার্থী করেছে। ১৯৮৯ সালে প্রথমবার ওই আসনে জয়ী হন মানেকা গান্ধি। ১৯৯৬ থেকে ২০০৪ পর্যন্ত টানা চারবার ওই আসন থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি। ২০০৯ সালে বরুণ গান্ধি প্রথমবার ওই আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং জয়ী হন। ২০১৪ সালে ফের মানেকাকে ওই আসনে প্রার্থী করে বিজেপি। ২০১৯ সালে বরুণকে পিলিভিটে ফিরিয়ে আনা হয়।

নয়াদিল্লিতে ইউক্রেনের বিদেশমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৮ মার্চ : ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনে আগ্রাসন শুরু করে রাশিয়া। সেই থেকে দু'দেশের যুদ্ধ চলছে। যুদ্ধ বন্ধ করার লক্ষ্যে ভারত চেষ্টা চালাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সম্প্রতি রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও ইউক্রেনের ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন। তিনি বলেছিলেন, দু'দেশের সংঘাতের অবসান ঘটাতে ভারত চায় দু'দেশ আলোচনায় বসুক। ভারত বরাবরই শান্তির পক্ষে। সমস্যা সমাধানের সর্বোত্তম উপায় হল আলোচনা। এই পরিস্থিতিতে দু'দিনের ভারত সফরে বৃহস্পতিবার দিল্লিতে এসেছেন ইউক্রেনের বিদেশমন্ত্রী দিমিত্র কুলেবা। তিনি বলেছেন, এই মুহূর্তে ইউক্রেনকে সমর্থন মানে তার স্বাধীনতাকে সমর্থন। বৃহস্পতিবার বিদেশমন্ত্রী জয়শংকর বলেছেন, ভারত রাশিয়ার সঙ্গে

ইউক্রেন ইস্যু নিয়ে আলোচনা করেছে। কুলেবা শুক্রবার তাঁর সঙ্গে বৈঠক করবেন। জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালের সঙ্গে কুলেবার বৈঠক করার কথা রয়েছে। যুদ্ধ বন্ধের কোনও উপায় বেরিয়ে আসে কিনা সেটাই দেখার।

২৩৮ বার হেরেও ফের লোকসভা প্রার্থী পদ্মরাজন

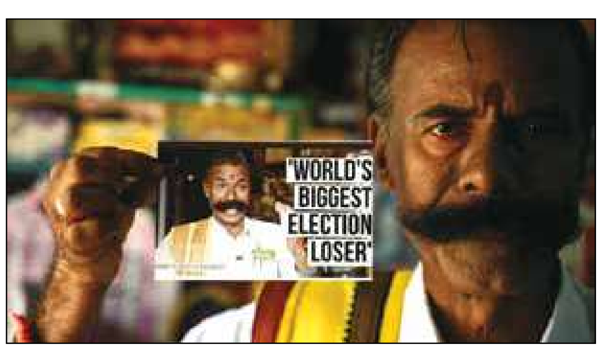

চেন্নাই, ২৮ মার্চ : জেতার কথা ভাবেন না। তবুও লড়বেন। ভোটে লড়াই তাঁর নেশা। তামিলনাড়ুর মেট্টুরের বাসিন্দা কে পদ্মরাজন ভোটে লড়ার নেশা ছাড়তে পারেননি। নির্বাচনে দাঁড়িয়ে ২৩৮ বার হেরেছেন। তবুও লড়াইয়ের ময়দান ছাড়ছেন না। এবার নির্দল প্রার্থী হয়েছেন তামিলনাড়ুর ধর্মপুরী জেলার লোকসভা কেন্দ্রে।

পরাজয় নিশ্চিত জেনেও নির্বাচনে নামাটাই পদ্মরাজনের আনন্দ। কাঁধের ওপর উজ্জ্বল শালটি ফেলে স্বচ্ছন্দে বলেছেন, 'সব প্রার্থী নির্বাচনে জয়ী হতে চায়। শুধু আমি বাদ দিয়ে।' ১৯৮৮ সাল থেকে ভোটে লড়ছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী, রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। সবচেয়ে অসফল প্রার্থী হিসেবে লিমকা বুক অফ রেকর্ডসে নাম উঠে গিয়েছে পদ্মরাজনের।

টায়ার সারানোর দোকানের মালিক পদ্মরাজন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করেন। তিন দশক ধরে প্রার্থী হচ্ছেন। মনোনয়ন বাবদ প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়েছে। এখন ২৫ হাজার টাকা জামানত দিতে হয়। ১৬ শতাংশ ভোট না পেলে প্রার্থীর জামানত জব্দ হয়। তবুও হাসতে হাসতে বললেন, শেষনিঃশ্বাস ফেলা পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাব। আর জিতলে? নির্ঘাত হার্ট অ্যাটাক হবে।

জল্পনার কেন্দ্রবিন্দুতে করিশমা-করিনা

শিবসেনায় যোগ অভিনেতা গোবিন্দার

মুম্বই, ২৮ মার্চ : রাজনীতিতে যোগ দেওয়ায় তাঁর ফিল্ম কেরিয়ারের ক্ষতি হয়েছিল বলে একদা অভিযোগ করেছিলেন বিশিষ্ট অভিনেতা গোবিন্দা। একযুগ পর সেই আক্ষেপ দূরে সরিয়ে ফের রাজনীতির ময়দানে সক্রিয় হতে চলেছেন তিনি। বৃহস্পতিবার বলিউডের 'হিরো নম্বর ওয়ান' আনুষ্ঠানিকভাবে শিবসেনায় যোগ দেন। তাঁকে দলে স্বাগত জানান মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে। সূত্রের খবর, আসন্ন লোকসভা ভোটে ফের মুম্বইয়ের কোনও একটি আসনে এই প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদকে প্রার্থী করতে পারে শিবসেনা।

'রাজাবাবু'কে নিয়ে সাংবাদিক বৈঠকে একনাথ শিন্ডে। বৃহস্পতিবার মুম্বইতে।

তবে শুধু গোবিন্দা নন, আসন্ন লোকসভা ভোটে শিবসেনার প্রার্থীতালিকায় নাম থাকার সম্ভাবনা রয়েছে বলিউড অভিনেত্রী করিশমা কাপুর এবং তাঁর বোন করিনা কাপুর খানেরও। এদিন তাঁরা দুজনেই মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন বলে জানা গিয়েছে। সম্প্রতি বিজেপি হিমাচলপ্রদেশের মান্ডি আসনে প্রার্থী করেছে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত বলিউড অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাওয়াতকে। কানাঘুষো চলছে আরও এক বলিউড অভিনেতা অক্ষয় কুমারকে নিয়েও। এদিন গোবিন্দা শিবসেনায় যোগ দিয়ে বলেন, '১৪ বছরের বনবাস কাটিয়ে আমি আবার রাজনীতিতে ফিরে এলাম। একনাথ শিন্ডে মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর মুম্বই আরও সুন্দর হয়ে গিয়েছে।' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিরও ভূয়সী প্রশংসা করেন তিনি।

২০০৪ সালে কংগ্রেসের টিকিটে মুম্বই উত্তর আসনে প্রার্থী হয়েছিলেন গোবিন্দা। সেবার বিজেপি নেতা রাম নায়েককে হারিয়ে সাংসদ হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু দিনের পর দিন লোকসভায় অনুপস্থিত থাকা নিয়ে প্রবল সমালোচনার শিকার হয়েছিলেন 'রাজাবাবু' খ্যাত অভিনেতা।

বিদেশি মাদক আটক, ধৃত বাগডোগরায়

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২৮ মার্চ : উত্তরে মাদক পাচারে এবার মুম্বই-যোগ। মুম্বই থেকে মেফেড্রোন নামক মাদক আনার পথে বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে একজনকে গ্রেপ্তার করল নারকোটিক কন্ট্রোল ব্যুরো (এনসিবি)। গত সোমবার রাতে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতের নাম মহম্মদ সামিম, বাড়ি ইসলামপুরে।

ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বেশ কিছু তথ্য পেয়েছেন এনসিবি'র আধিকারিকরা। সেই তথ্যের ভিত্তিতে এনসিবি'র মুম্বই অফিসে কিছু নথি পাঠানো হয়েছে। সূত্রের খবর, মুম্বইয়ে পৃথকভাবে ঘটনার তদন্ত চলছে। এনসিবি'র এক আধিকারিক জানিয়েছেন, ধৃতকে রিমান্ড ব্যাক করা হয়েছে। তবে এমন কিছু তথ্য মিলেছে যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

এনসিবি সূত্রে খবর, উদ্ধার হওয়া মাদক ভারতে নিষিদ্ধ। ৬৭ গ্রাম ওজনের ওই মাদকের বাজারমূল্য আড়াই থেকে তিন লক্ষ টাকা। উদ্ধার হওয়া মাদক পরীক্ষার জন্য দিল্লিতে পাঠানো হয়েছে।

ইসলামপুরের বাসিন্দা সামিম দীর্ঘদিন ধরেই এই কাজের সঙ্গে যুক্ত বলে তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন। তবে আগে ব্রাউন সুগার, গাঁজার মতো মাদকদ্রব্যের ক্যারিয়ার হিসেবে কাজ করত সে। মূলত মালদা, মুর্শিদাবাদের দিক থেকেই মাদক এনে উত্তরের বিভিন্ন জায়গায় পাঠাত। সেই সূত্রেই অভিযুক্তের মুম্বই-যোগ হয়। এরপর মুম্বই থেকে মেফেড্রোন আনার কাজ শুরু করে।

২৫ মার্চ মুম্বই থেকে একটি বেসরকারি সংস্থার বিমানে বাগডোগরায় এসে নামে সে। এনসিবি'র কাছে খবর ছিল, মুম্বই থেকে মাদক আসছে। সেইমতো ওই রাতে এনসিবি'র টিম বিমানবন্দরে অপেক্ষা করছিল। যাত্রীদের গতিবিধির ওপর নজর রাখা হচ্ছিল। সামিমের গতিবিধিতে সন্দেহ হওয়ায় প্রথমে তাকে আটক করে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর দীর্ঘক্ষণ জেরা করার পর অভিযুক্ত মাদক পাচারের কথা স্বীকার করে। এরপরেই তার ব্যাগে তল্লাশি চালিয়ে জামাকাপড়ের ভাঁজ থেকে উদ্ধার করা হয় মাদক।

৩০ লক্ষের স্ম্যাক উদ্ধার

কিশনগঞ্জ, ২৮ মার্চ : বিহারের আরারিয়ার নেপাল সীমান্তের পলাশী থানা এলাকার বনখট্টা চকে বুধবার রাতে পুলিশ ৩০ লাখ টাকার স্ম্যাক সহ চারজন মাদকদ্রব্য পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতদের থেকে ৩০৫ গ্রাম স্ম্যাক, নগদ ৫৩ হাজার ৭০০ টাকা, চারটি মোবাইল এবং দুটি বাইক উদ্ধার করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার পুলিশ সুপার অমিত রঞ্জন বলেন, 'গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বুধবার রাতে একটি চায়ের দোকানে হানা দেয় পুলিশ। সেখানেই স্ম্যাক, নগদ টাকা এবং অন্যান্য সামগ্রী সহ চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।'

এদিন আরারিয়া আদালতের নির্দেশে ধৃতদের ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতে আরারিয়া জেলে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ সুপার আরও জানান, জেলার নেপাল সীমান্তে আন্তর্জাতিক মাদকদ্রব্য পাচারকারী চক্র সক্রিয়। সেইজন্য পুলিশের স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম (এসআইটি) পাচারকারীদের বিরুদ্ধে লাগাতার অভিযান চালানো শুরু করেছে।

৩২ বছরের ব্যবধান সেলুলয়েডে নারী নির্যাতন

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৮ মার্চ : সময়ের সঙ্গে রূপ বদলায় ঘটনার পটভূমি। সে রাজনৈতিক বা অরাজনৈতিক যাই হোক না কেন। মহিলাদের ওপর অত্যাচারের ঘটনাও সময়ের সঙ্গে রূপ বদলায়। সাল ১৯৯০। বামফ্রন্ট আমল। মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত জ্যোতি বসু। ঘটল বানতলা ধর্ষণ কাণ্ড। মাঝে ৩২ বছরের ফারাক। সাল ২০২২। মা-মাটি-মানুষের জমানা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতার রাজপথে ঘটল মূক ও বধির মহিলার উপর নারকীয় অত্যাচার, ধর্ষণ। দুই ঘটনাকে এক সুতোয় গাঁথলেন শিলিগুড়ির কিংশুক দে আর সংযুক্তা দেব রায়। তৈরি করলেন পলিটিকাল থ্রিলার- রেড ফাইলস। এই সিনেমা নিয়ে অবশ্য কম নাজেহাল হতে হচ্ছে না তাঁদের।

শুক্রবার ছবিটি মুক্তি পাচ্ছে। তার কয়েক ঘণ্টা আগে বৃহস্পতিবার বিকেলে শিলিগুড়ির সুভাষপল্লির বাসিন্দা কিংশুক বেশ টেনশনে। গলার স্বরে বিপর্যস্ত হওয়ার আভাস। বললেন, 'ছবি মুক্তির জন্য কলকাতার কোনও সরকারি হল পেলাম না। পেলাম শুধুমাত্র দুটি মাল্টিপ্লেক্স। অথচ সব সিনেমাই হলে জায়গা পাচ্ছে। আসলে, আমার মনে হয়, সরকারের বদল হলেও ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার প্রবণতা একই রকম রয়েছে।' এপ্রসঙ্গে সংযুক্তার স্পষ্ট কথা, 'আমাদের এই সিনেমার মূল উদ্দেশ্য, ফাইলের পাহাড়ে চাপা পড়ে ধুলো মাখা কেসগুলি মানুষের সামনে নিয়ে আসা। সেজন্যই ছবির নাম দেওয়া হয়েছে রেড ফাইলস।'

ছবি মুক্তির জন্য কলকাতার কোনও সরকারি হল পেলাম না। পেলাম শুধুমাত্র দুটি মাল্টিপ্লেক্স। অথচ সব সিনেমাই হলে জায়গা পাচ্ছে।

কিংশুক দে

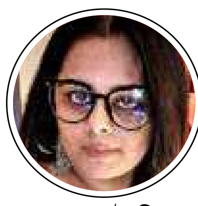

আমাদের এই সিনেমার মূল উদ্দেশ্য, ফাইলের পাহাড়ে চাপা পড়ে ধুলো মাখা কেসগুলি মানুষের সামনে নিয়ে আসা। সেজন্যই ছবির নাম দেওয়া হয়েছে রেড ফাইলস।

সংযুক্তা দেব রায়

ছবির বিষয়বস্তু কী? পরিচালনার পাশাপাশি প্রোডাকশন ডিজাইনের দায়িত্বে থাকা কিংশুক বলছিলেন, '২০২২ সালে এক মূক ও বধির মহিলার ধর্ষণের ঘটনায় তিন তদন্তকারী পুলিশকর্তাকে দেখানো হয়েছে। ওই তদন্তের সময় ১৯৯০ সালের বানতলা ধর্ষণ কাণ্ডকে স্মরণ করানো হয়েছে। উভয় ঘটনাকে এক সুতোয় গেঁথে মাইক্রোস্কোপের লেন্সের নীচে ফলে দেখানোর চেষ্টা হয়েছে, আমরা মাঝে ৩২টা বছর পার করে এলেও এক জায়গায় পড়ে রয়েছি। আমরা কতটা প্রতিবাদী হয়েছি, সরকার কতটা গঠনমূলক ব্যবস্থা নিচ্ছে, সবটাই দেখানো হয়েছে।'

ছবিটির অভিনয়ে রয়েছেন কিঞ্জল নন্দা, মুমতাজ সরকার, দেবপ্রসাদ হালদার, অভিরূপ চৌধুরী, শ্যামল চক্রবর্তী প্রমুখ। ছবির প্রেক্ষাপটে যেহেতু দুই সত্য ঘটনা, তাই রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে তথ্য জোগাড়ে বেশ বেগ পেতে হয়েছে বলে জানান সংযুক্তা। ছবিটির ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর ও কস্টিউম ডিজাইনারের দায়িত্ব সামলেছেন শিলিগুড়ির অরবিন্দপল্লিতে বেড়ে ওঠা সংযুক্তা।

তিনি বলেন, 'বানতলা সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্যের জন্য বর্তমান কতিপয় নেতা-মন্ত্রীর সঙ্গেও যোগাযোগ করেছিলাম। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন দল বদলে এখন তৃণমূলে আছেন। কিন্তু দল বদলালেও এনিয়ে কিছু বলতে চাননি।' ন্যাশনাল লাইব্রেরি, হাইকোর্ট থেকে পাওয়া তথ্য ছবিতে ব্যবহার করা হয়েছে বলে সংযুক্তা, কিংশুকের দাবি।

প্রসঙ্গত, অতীতে বহু সিনেমা, মেগা সিরিয়াল পরিচলনা করেছেন কিংশুক। সংযুক্তার এবারই সিনেমায় হাতেখড়ি। তাঁর কথায়, 'কিংশুকের সঙ্গে ছোটবেলা থেকেই বন্ধুত্ব। মাঝে কলকাতায় যাই। কুড়ি বছর পর ফের দেখা। তারপরই যৌথভাবে রেড ফাইলস তৈরির সিদ্ধান্ত।'

জানেন কি

জাপানে ট্রেন আসতে মাত্র ৩৫ সেকেন্ড দেরি হলে ট্রেনচালক যাত্রীদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন। সেইসঙ্গে সেন্ট্রাল জাপান রেলওয়ে যাত্রীদের ভাড়াও ফিরিয়ে দেয়।

গণপিটুনি

কিশনগঞ্জ, ২৮ মার্চ : বিহারের আরারিয়ার ঘুরনা থানা এলাকায় গণপিটুনির অভিযোগ উঠেছে। এই গ্রামের এক তরুণকে এলাকার বাসিন্দারা বিদ্যুতের খুঁটিতে বেঁধে মারধর করছেন, ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে এমনটাই দেখা দিয়েছে। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটে বলে অভিযোগ। উত্তরবঙ্গ সংবাদ অবশ্য ওই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি। অভিযুক্ত সাতজনের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। কী কারণে ঘটনাটি ঘটল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে তদন্তকারীরা জানিয়েছেন।

টাকা ছিনতাই

কিশনগঞ্জ, ২৮ মার্চ : কিশনগঞ্জ শহরের ইরানি বস্তির কাছে বৃহস্পতিবার বাইক আরোহী এক দম্পতির টাকা ছিনতাই করে চম্পট দেয়। মতিবাগ মহল্লার বাসিন্দা মিনু কুমারী বাহাদুরগঞ্জ প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক। ওই দম্পতি একটি সরকারি ব্যাংক থেকে টাকা তুলে স্কুটারে বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় পিছন দিক থেকে হেলমেটধারী দুই বাইক আরোহী টাকার ব্যাগ ছিনিয়ে পালায়। দম্পতির দাবি, তাঁদের ব্যাগে লক্ষাধিক টাকা ছিল। এমনকি তাঁদের স্কুটারের চাবি নিয়েও পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। কিশনগঞ্জ সদর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

পদাতিকের পথে বৈদ্যুতিক ইঞ্জিন

চাঁদকুমার বড়াল

কোচবিহার, ২৮ মার্চ : এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ থেকে নিউ ময়নাগুড়ি থেকে চ্যাংরাবান্ধা হয়ে নিউ কোচবিহার পর্যন্ত রেলপথে বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনে ট্রেন চালাবে রেল। তার জন্য শুক্রবার এই রেলপথে ইলেক্ট্রিক ইঞ্জিন দিয়ে ট্রায়াল রান হবে। রেলপথ ও কাজ পরিদর্শন করবেন প্রিন্সিপাল চিফ ইলেক্ট্রিক ইঞ্জিনিয়ার। তাঁর শংসাপত্র মিললেই ইলেক্ট্রিক ইঞ্জিনে ট্রেন ছুটবে।

নিউ ময়নাগুড়ি স্টেশনের কাছে থাকা ওয়াই চ্যানেল থেকে নিউ চ্যাংরাবান্ধা স্টেশন হয়ে নিউ কোচবিহার পর্যন্ত ৮৮ কিমি রেলপথেও বৈদ্যুতিকরণের কাজ শেষ হয়েছে। প্রায় ৬৭ কোটি টাকায় কাজটি করেছে ইরকন। মার্চ মাসের ৩১ তারিখ প্রিন্সিপাল চিফ ইলেক্ট্রিক ইঞ্জিনিয়ার ও তাঁর টিম কাজটি পরিদর্শন করবেন। তারপর তাঁরা শংসাপত্র দিলে ২ বা ৩ এপ্রিল থেকে এই রেলপথে বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনে ট্রেন চলবে। তাতে পদাতিক এক্সপ্রেস সহ দক্ষিণ ভারতগামী ট্রেনগুলিকে নিউ জলপাইগুড়ি গিয়ে ইঞ্জিন পরিবর্তন করতে হবে না। সরাসরি ইলেক্ট্রিক ইঞ্জিনে ট্রেনগুলি যেতে পারবে।

শুক্রবার নিউ কোচবিহার স্টেশন থেকে একটি ইলেক্ট্রিক ইঞ্জিন দিয়ে এই রেলপথে ট্রায়াল করানো হবে। তার জন্য যাবতীয় প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। এদিন নিউ কোচবিহার স্টেশনে অনুষ্ঠান হবে। রেলের এবং ইরকনের আধিকারিকরা উপস্থিত থাকবেন। প্রথমে ২৫ কেভি বিদ্যুৎ লাইনে সংযোগ দেওয়া হবে। একে বলা হয়, আর্থ ফল্ট টেস্ট।

ওভারহেড তারে বিদ্যুৎ ঠিকঠাক থাকলে বৈদ্যুতিক ইঞ্জিন চালানো হবে। ইঞ্জিনটি নিউ কোচবিহার থেকে মাথাভাঙ্গা, চ্যাংরাবান্ধা হয়ে জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন পর্যন্ত যাবে। রেলের আলিপুরদুয়ারের এডিআরএম রাজেশকুমার গুপ্ত জানান, প্রথমে তাঁরা পদাতিক এক্সপ্রেসকে ইলেক্ট্রিক ইঞ্জিনে চালানোর উপর গুরুত্ব দিচ্ছেন। এরপর ধাপে ধাপে অন্য ট্রেনও চালানো হবে।

বৈদ্যুতিকরণ নিউ ময়নাগুড়ি-কোচবিহার রেলপথে। -ফাইল চিত্র

বাড়ি ভাঙতে বাধা

কলকাতা, ২৮ মার্চ : গার্ডেনরিচে হেলে পড়া বাড়ির বিপজ্জনক অংশ বৃহস্পতিবার ভাঙতে যায় কলকাতা পুরসভার একটি দল। কিন্তু স্থানীয় বাসিন্দাদের বিক্ষোভের জেরে কাজ শুরু করতে বাধা পায়। অভিযোগ, ওই বাড়ির বিপজ্জনক অংশ না ভেঙে অন্য অংশ ভাঙা হচ্ছে। এই নিয়ে পুর প্রতিনিধিদের সঙ্গে বচসা শুরু হয়। গার্ডেনরিচে নির্মীয়মাণ বাড়িটি ভেঙে পড়ার পরই নজরে আসে পাহাড়পুর রোডের এই বাড়িটি। মালিক রাজকুমার সিং। বিপজ্জনকভাবে হেলে পড়া এই বাড়িটি পাশের বাড়ির দেওয়াল ভেঙে ঢুকে গিয়েছে। এই বাড়ির চাপে পাশের বাড়িটির বারান্দার কার্নিশ, জানলা ও দেওয়াল ভেঙে গিয়েছে। যে বাড়িটি হেলে পড়েছে এবং যার ওপর হেলে পড়েছে সেই দুটি বাড়িই পুরোনো বাড়ি ভেঙে তৈরি হয়েছে। এক্ষেত্রে দুটি বাড়ির মাঝে যে দূরত্ব থাকার কথা, তা নীচের দিকে থাকলেও দোতলার পর থেকে তা আর থাকেনি। ঘিঞ্জি এলাকার এই বাড়ি দুটির নীচেই রয়েছে বেশ কিছু দোকান। দুর্ঘটনা ঘটলে যে এখানেও মারাত্মক আকার ধারণ করবে। পুরসভা বাড়িটির মালিককে নোটিশ পাঠিয়ে হেলে পড়া অংশ ভেঙে ফেলার কথা বলা হয়। সেই মতোই এদিন একটি দল অংশ ভাঙতে গেলে তারা স্থানীয় বাসিন্দাদের বাধার মুখে পড়ে। পরে একতলার একটি অংশ ভেঙেই দলটি ফিরে আসে।

রাসায়নিক ব্যবহারে ফলন কম, নেই প্রক্রিয়াকরণ শিল্প

আলুর কারবারে অনিশ্চয়তা

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ২৮ মার্চ : গত চার দশকে জলপাইগুড়ি জেলায় আলু চাষ, সংরক্ষণ এবং কেনাবেচাকে কেন্দ্র করে শক্তিশালী অর্থনীতি গড়ে উঠেছে। তা সত্ত্বেও চার দশকে বাম বা তৃণমূল কোনও সরকারই উত্তরবঙ্গ তথা জলপাইগুড়ি জেলার আলু চাষ নিয়ে সুস্পষ্ট নীতি তৈরি করেনি। ফলে বাজারের চাহিদা এবং একাংশ বড় পুঁজিপতির অঙ্গুলিহেলনেই আলুর কারবার চলছে। যখন বাজার পড়তির দিকে থাকে তখন এনিয়ে নানা জনের নানা মত থাকলেও বাজার ঘুরে গেলেই সবাই সবটা ভুলে যান। ফলে গভীর অনিশ্চয়তা এবং ফাটকার ওপরেই আলুর কারবার চলছে।

আলু নিয়ে সরকারি উদাসীনতায় হতাশ উত্তরবঙ্গ আলু ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি জগদীশ সরকারের বক্তব্য, 'আজও আলুবীজের জন্যে ভিনরাজ্যের ওপরেই নির্ভর করতে হয়। সহায়কমূল্যে আলু কেনার কোনও উদ্যোগ নেই। আলু চাষের উন্নয়নে গবেষণাগার না থাকায় নিয়ন্ত্রণহীন রাসায়নিক ব্যবহারে ফলন কমছে। আলুকেন্দ্রিক খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প চালু না হওয়ায় কৃষকদের আতঙ্কে ভুগতে হয়।'

জেলার চা বা পর্যটনের তুলনায় দুয়োরানির অবস্থা আলুর। অথচ আর্থিক লেনদেনে পর্যটন তো বটেই চা শিল্পকেও অনায়াসে টক্কর দিতে পারে জেলার আলুকে কেন্দ্র করে হওয়া আর্থিক লেনদেন। সরকারি হিসেবে চলতি বছর জেলায় আলু চাষ হয়েছে ৩৩ হাজার ৫০ হেক্টর জমিতে। এবছর হেক্টর প্রতি গড় ফলন হয়েছে ন্যূনতম ২৫ হাজার ৫০০ কেজি। বর্তমানে সেই আলুর পাইকারি দর ১২ টাকা কেজি হিসেব কষলে এবছর জেলায় আলু কেনাবেচায় মোট লেনদেনের পরিমাণ ইতিমধ্যেই ১ হাজার ১১ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে।

চলতি বছর জেলায় আলুর মোট লেনদেন এক হাজার চারশো কোটি ছাড়িয়ে যাওয়ার কথা। এক মরশুমে জেলায় একটি ফসলকে কেন্দ্র করে হাজার কোটি টাকার বেশি লেনদেন সত্ত্বেও আলু নিয়ে অনিশ্চয়তার জন্যে রাজ্যের তৃণমূল সরকারের প্রতি অভিযোগের সুরে বিদায়ি সাংসদ জয়ন্তকুমার রায় বলেন, 'হুটহাট আলু রপ্তানি বন্ধ করে দিয়ে জলপাইগুড়ির আলুর বাজার নষ্ট করেছে তৃণমূল সরকার। গ্রেডিং সিস্টেম বাধ্যতামূলক করতে না পারা, আলুকেন্দ্রিক শিল্পের ব্যবস্থা না করতে পারা রাজ্যের ব্যর্থতা।'

কৃষক, শ্রমিক, বীজ বিক্রেতা, পরিবহণ শ্রমিক, সার ও বস্তা বিক্রেতা, হিমঘরকর্মী এবং এই চাষ ও কারবারে যুক্ত মানুষের সংখ্যা হিসেব করলে জেলায় আলুর সঙ্গে কমবেশি সাড়ে চার লাখের বেশি মানুষ জড়িত রয়েছেন। গত ছয় মাসে জেলায় যে পরিমাণ আলু চাষ হয়েছে তাতে ন্যূনতম সাড়ে ছয় লাখ শ্রম দিবস সৃষ্টি হয়েছে।

ধূপগুড়ির প্রাক্তন বিধায়ক মমতা রায় বলেন, 'কেন্দ্রের সরকার সারের দাম কমাতে পারেনি এবং রাজ্যের সরকার আলু চাষের মুনাফায় ভাগ বসিয়েছে।' যদিও জেলা তৃণমূল সভানেত্রী মহুয়া গোপের বক্তব্য, কৃষি দপ্তর এবং কৃষিজ বিপণন দপ্তর নিয়মিত নজরদারি করছে। এই কারণেই গত এক দশকে আলুর ফলন যেমন বেড়েছে তেমনি বেড়েছে রুজি রোজগার।

জমি থেকে আলু তোলা। ধূপগুড়িতে। -সংবাদচিত্র

লাভের পরিমাণ

- সরকারি হিসেবে চলতি বছর জেলায় আলু চাষ হয়েছে ৩৩ হাজার ৫০ হেক্টর জমিতে
- এবছর হেক্টর প্রতি গড় ফলন হয়েছে ন্যূনতম ২৫ হাজার ৫০০ কেজি
- আলুর পাইকারি দর ১২ টাকা কেজি হিসেব কষলে এবছর জেলায় আলু কেনাবেচায় মোট লেনদেনের পরিমাণ ইতিমধ্যেই ১ হাজার ১১ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে

সম্ভাব্য প্রার্থী মণীশ

প্রথম পাতার পর

জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক সুজয় ঘটক বলছেন, 'মণীশ তামাংকে আমি চিনি না। দল আগে ওঁর নাম প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করুক, তারপর যা বলার বলব।' জেলা সভাপতি শংকরের গলায় অবশ্য অন্য সুর। তাঁর কথায়, 'মণীশ তামাংকে কংগ্রেস হাইকমান্ড প্রার্থী করছে। তারা উপযুক্ত মনে করেছে বলেই তিনি প্রার্থী হবেন। আমরা জেলা কংগ্রেসের তরফে ওঁর হয়ে অলআউট প্রচারে বের হব।'

এদিন বিকেলে মণীশকে দিল্লির কংগ্রেস কার্যালয়ে নিয়ে যান অজয়। সেখানে কংগ্রেস নেতা গোলাম আহমেদ মীর সকলের সঙ্গে মণীশের পরিচয় করিয়ে দেন। পরে মণীশ বলেন, 'আমরা দীর্ঘ বছর বিজেপির উপর ভরসা করেছিলাম। কিন্তু পাহাড়ের মানুষের কিছুই মেলেনি। পাহাড়ে উন্নয়নমূলক যতটুকু কাজ হয়েছে তা কিন্তু কংগ্রেসের সময়েই।'

এদিকে, তাঁকে প্রার্থী করার প্রস্তাব দেওয়া হলেও অজয় সুকৌশলে বিষয়টি এড়িয়ে গিয়েছেন। কারণ অজয় বুঝে গিয়েছেন, কংগ্রেসের প্রতীকে লড়াই করলে আগামীতে হামরো পার্টির কোনও অস্তিত্ব থাকবে না। সে কারণে তিনিই কংগ্রেস হাইকমান্ডের কাছে মণীশের নাম প্রস্তাব করেন। অজয়ের কথায়, 'প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, গোর্খা জাতির স্বপ্ন, আমার স্বপ্ন। কিন্তু ১৫ বছরে স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে গেল। পাহাড়ের মানুষকে ওরা ধোকা দিয়েছে। তাই আমরা ঠিক করেছি, পাহাড়ে কংগ্রেসের প্রার্থীকে সমর্থন করব।'

এদিন তাঁর মুখে শোনা গিয়েছে বিমল গুরুংয়ের নামও। অজয় বলছেন, 'আমরা আশাবাদী বিমল আমাদের সমর্থন করবেন।'

তামাং জেলায় পরিচিত মুখ না হওয়ায় খুশি নয় সিপিএমও। দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য জীবেশ সরকারের প্রতিক্রিয়া, 'একজন পরিচিত মুখকে প্রার্থী করা হলে ভালো হয়। কিন্তু মণীশ তামাং পরিচিত মুখ নন।'

দিল্লিতে কংগ্রেসের সদর কার্যালয়ে হামরো পার্টির নেতা অজয় এডওয়ার্ড।

ফ্রন্টে বেসুরো আরএসপিও

কলকাতা, ২৮ মার্চ : বামফ্রন্টের অন্দরে দ্বন্দ্ব প্রকট হচ্ছে। ফরওয়ার্ড ব্লকের পর এবার আরএসপি-ও কংগ্রেসের সঙ্গে আসন সমঝোতা নিয়ে আপত্তির ইঙ্গিত দিল। কংগ্রেসের চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে শরিকদের আসন নিয়ে টানাটানি শুরু করেছে সিপিএম। বৃহস্পতিবার সিপিআই ও সিপিএম দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বসে। সিপিআইয়ের ঘাটাল আসনটি ছাড়তে অনুরোধ করে সিপিএম। তাতে আপত্তি জানায় ভূপেশ ভবন। আরএসপির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার কথা ছিল। কিন্তু আরএসপি নেতৃত্বের কেউই বৈঠকে হাজির হননি।

বামেদের কাছ থেকে ১২টি আসন দাবি করেছে হাত শিবির। সেই দাবিতে রয়েছে শরিকদের আসনগুলি। যা ছাড়তে নারাজ শরিকরা। আরএসপির রাজ্য সম্পাদক মনোজ ভট্টাচার্য বলেন, 'আমি এদিন কলকাতায় ছিলাম না। তাই বৈঠকে হাজির হতে পারিনি। শুক্রবার বৈঠক রয়েছে ফ্রন্টের। তখন কাউকে পাওয়া গেলে পাঠানো হবে।'

জেলার খেলা

তরাইয়ের অ্যাথলেটিক্স

শিলিগুড়ি, ২৮ মার্চ : তরাই অ্যাথলেটিক্স কোচিং সেন্টারের অ্যাথলেটিক্স মিট রবিবার হবে। কোচিং সেন্টারের সভাপতি তপেশচন্দ্র ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ের মাঠে অনুষ্ঠেয় আসরে ২৩টি দলের ৪৫৭ জন অংশ নেবেন। ছেলে ও মেয়েদের মোট ১৬টি বয়স বিভাগ থাকবে।

রঞ্জিতের দাপট

শিলিগুড়ি, ২৮ মার্চ : সিএবি-র আন্তঃমহকুমা অনূর্ধ্ব-১৫ ক্রিকেটে বৃহস্পতিবার কালিম্পং ৭ উইকেটে কার্সিয়াংকে হারিয়েছে। চাঁদমণি মাঠে টসে হেরে কার্সিয়াং ১৫ ওভারে ৫৫ রানে অল আউট হয়। রঞ্জিত বাসোর ১৩ রানে পেয়েছে ৪ উইকেট। ভালো বোলিং করে বিশাং তামাং (১০/২)। জবাবে কালিম্পং ১০.৪ ওভারে ৩ উইকেটে ৫৬ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা রঞ্জিত ১৩ রানে অপরাজিত থাকে।

ভলিবল শুরু

শিলিগুড়ি, ২৮ মার্চ : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ছয় দলীয় ভলিবল লিগ বৃহস্পতিবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে স্বস্তিকা যুবক সংঘ ২৫-১৭, ১৫-২৫, ২৫-২০ পয়েন্টে ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবকে হারিয়েছে। তরুণ তীর্থ ২৫-১৩, ২৫-১০ পয়েন্টে নবোদয় সংঘের বিরুদ্ধে জয় পায়। নকশালবাড়ি ইউনাইটেড ক্লাব ২৫-১৯, ২৫-১৯ পয়েন্টে ফ্রেন্ডসকে হারিয়েছে। জিটিএসসি ২৫-১৩, ২৫-১৩ পয়েন্টে স্বস্তিকার বিরুদ্ধে জয় পায়। ইউনাইটেড ২৬-২৪, ২৫-২৩ পয়েন্টে তরুণের বিরুদ্ধে জয় পায়। জিটিএসসি ২৫-১১, ২৫-১০ পয়েন্টে নবোদয়কে হারিয়েছে।

কোথাও দুর্নীতিগ্রস্ত

প্রথম পাতার পর

ভেবে দেখুন, তাপস রায়-অর্জুন সিং-শীলভদ্র দত্ত-কার্তিক পালদের বাছার ক্ষেত্রে কোনও দ্বিধা এবার কাজ করেনি। অথচ যত দ্বিধা ছিল দিলীপ ঘোষকে বাছার ক্ষেত্রে। এই জায়গাটায় আলোকোজ্জ্বল সত্য, রাজ্য বিজেপিতে এখন শুভেন্দু অধিকারী-সুকান্ত মজুমদার জুটি কৃশানু-বিকাশ স্টাইলে খেলছেন। অধিকাংশ প্রার্থী এই দুজনের বেছে দেওয়া। তৃণমূলে যেমন এই দায়িত্বে অভিষেক। শুভেন্দু তৃণমূলে থাকার সময় নিজস্ব লোক তৈরি করেছিলেন। এখন বিজেপিতেও তাঁরাই অনেক ভরসাস্থল। দার্জিলিংয়ে যে হর্ষবর্ধন শ্রিংলাকে জেতা ম্যাচ হারতে হল রাজু বিস্টের কাছে, তার প্রধান কারণও শুভেন্দু-সুকান্তের আপত্তি।

অবশ্যই দল বদলিয়াদের নিয়ে ভোটের পটভূমিতে এত বিদ্রুপাত্মক কথাবার্তা অর্থহীন। তাতে নেতাদের সমস্যা হবে না এতটুকুও। মানুষই এখন অধিকাংশ আদর্শহীন, নীতিভ্রষ্ট হয়ে উঠেছে ক্রমে। কে দল বদল করল, কে কাটমানি খেল, তাঁদের এসে যায় না কিছু। আমরাও জেনে, না জেনে নাম লিখিয়ে ফেলি ওই নেতাদের দলে। আমরা মুখে বলি, কুকথার ভাষণ চাই না। অথচ আমরা বেশি হাততালি দিই দিলীপ ঘোষ বা কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় সুলভ কথা শুনে। তাঁরাও বাড়তি উৎসাহ পেয়ে পালটা বিক্রমে অকথ্য ভাষণ দিতে থাকেন। টিভি এবং মঞ্চে যাঁর যত কুকথা, তাঁর তত বাজার। আমরা বলব, সন্ধ্যায় টিভিতে একই লোকের কলতলার ঝগড়া হয়। তবু আমরাই তা শুনব। আমরা বলি, শিক্ষা দুর্নীতি, কয়লা দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়া নেতাদের কথা। তাঁরা কি ফুলেফেঁপে উঠতে পারতেন, আমরা এগিয়ে গিয়ে তাঁদের ঘুষ না দিলে?

প্রশ্ন হল, সংসদে যাঁরাই জিতুন, তাতে একেবারে সাধারণ মানুষের লাভ হবে কিছু? নিউ কোচবিহার স্টেশনে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম ঘুরে বাচ্চা কোলে পপকর্ন বিক্রি করে বেড়ান এক তরুণী। তাঁর সামগ্রিক লাভ হবে কোনও? শিলিগুড়ি বিধান রোডে অটোস্ট্যান্ডের উলটোদিকে, কোচবিহারে সাগরদিঘির কোণে 'আমার আদর্শ পথ' লেখা বোর্ডের নীচে সকালে ফুল বিক্রি করেন দুই মধ্যবয়সিনী। তাঁদের সামগ্রিক লাভ হবে কোনও? মালদার পাকুড়তলার মোড়ে যে প্রবীণা প্রতি সন্ধেয় কলাইয়ের রুটি, তেলপোয়া ভেজে বিক্রি করেন, তাঁর লাভ হবে কোনও? এই যে ধানিজমিতে ভুট্টা ও ঘরোয়া চা তৈরির অভিনব পথে শরিক হলেন অনেক গৃহস্থ ঘরনি, তাঁদের সামগ্রিক লাভ হবে কোনও? সব পার্টি এখন মুখে মহিলা ভোটারদের উন্নতির কথা বলছে। তবু সামগ্রিক উন্নতি কোথাও যেন থেমে।

বাংলা ১২৭৯ সালে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বঙ্গদর্শন পত্রিকায় লিখেছিলেন 'বঙ্গদেশের কৃষক' নামে বহুখ্যাত প্রবন্ধ। কত যুগ আগে বুঝতেই পারছেন, ১৫১ বছর হতে চলল। সাহিত্যসম্রাটের কিছু লেখার উদাহরণ দিয়ে ইদানীং অনেকে তাঁকে সাম্প্রদায়িক দেগে দিতে চান অকারণ। সেই বঙ্কিমই এই প্রবন্ধে একসঙ্গে হিন্দু ও মুসলমান প্রজার দুঃসহ জীবন নিয়ে সোচ্চার হন। কোনও ভেদাভেদ না করে। লিখেছিলেন, 'দুই চারিজন অতি ধনবান ব্যক্তির পরিবর্তে ছয় কোটি সুখী প্রজা' দেশের মঙ্গল এবং শ্রীবৃদ্ধিকে সূচিত করবে। এবং এই ছয় কোটি প্রজার মধ্যে তিন কোটি হাসিম শেখ আর তিন কোটি রামা কৈবর্ত্ত।'

ভেবে দেখুন, আজকের ভারতে, আজকের বাংলাতেও সেই একরকম চূড়ান্ত অর্থনৈতিক অসাম্য নিয়ে কত লেখালেখি করেন বিশ্বকাঁপানো অর্থনীতিবিদরা। রামা কৈবর্ত্ত এবং হাসিম শেখদের যন্ত্রণার শেষ ১৫১ বছরেও হয় না। নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকেই পালটে যায় কৃষকের ভাবনা। কিছু উদ্যোগী অফিসার গ্রামে এসে উৎসাহ দেন, তারপর হারিয়ে যান বদলির ঠেলায়। চরম ঔদাসীন্যের শিকার হয়ে কৃষকসমাজ নিজেরাই বেছে নেন নিজস্ব পথ। তার মধ্যে ঢুকে পড়ে বেআইনি পথে হাঁটা নেতাদের বিশাল টোপ।

মানুষ কোথাও আবিষ্কার করেন নতুন পথ। কোথাও দুর্নীতিবাজ নেতাদের ছোঁয়ায় নিজেরাই হয়ে ওঠেন ব্যাপক দুর্নীতিগ্রস্ত।

নেতারা বেঁচে যান। তাঁরা এটাই চেয়েছিলেন তো! দুর্নীতরা আর কোন মুখে দুর্নীতিপরায়ণদের সমালোচনা করবে?

গ্রেপ্তারি পরোয়ানায় বিড়ম্বনায় বাপি

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৮ মার্চ : লোকসভা ভোটের আগে বিজেপি বিপাকে। জলপাইগুড়ি মুখ্য বিচারবিভাগীয় আদালত বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি বাপি গোস্বামী ওরফে বিজন গোস্বামীর নামে জামিন অযোগ্য ধারায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করল। শ্লীলতাহানি, নারী নিগ্রহের অভিযোগে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার অধীনে আগেই বাপির বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা করা হয়েছিল। বুধবার বাপি গোস্বামী আদালত মারফত গ্রেপ্তারি পরোয়ানার নোটিশ হাতে পান। তাঁর বিরুদ্ধে কোতোয়ালি থানায় মহিলাকে নিগ্রহ ও শ্লীলতাহানি, হুমকি দেওয়া, হুমকির জেরে অসুস্থ হয়ে পড়া, অন্যায়ভাবে জমায়েত ও পুলিশি বাধাকে প্রতিরোধ করার মতো অভিযোগ রয়েছে। অধিকাংশ মামলাই ২০২১ সালে করা। বৃহস্পতিবারই বাপি জলপাইগুড়ি জেলা ও দায়রা আদালতে জামিনের আবেদন জমা করেন। তিনি আদালত থেকে জামিন না পেলে কী করে দলীয় প্রার্থীর হয়ে প্রচারে বের হবেন তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। গোটা বিষয়টিকে ভোটের মুখে রাজনৈতিক চক্রান্ত বলে বাপির দাবি।

এদিন বাপি বলেন, 'কবে কোন মহিলাকে নিগ্রহ করেছি তা আমার জানা নেই। রাজনীতি ও আন্দোলন করতে হলে জমায়েত করার মতো ঘটনা সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতাদের ক্ষেত্রেই করা হয়েছে। আসলে ষড়যন্ত্র করে আমাকে ফাঁসানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। তবে এই চক্রান্ত সফল হবে না। আদালতে জামিনের আবেদন করেছি। আদালতের রায় বুঝে নির্বাচনি প্রচারে নামব।' কোতোয়ালি থানার আইসি সঞ্জয় দত্ত বলেন, 'অনেক ক্ষেত্রে সমন আদালত থেকে অভিযুক্তের কাছে পাঠানো হলেও আমরা তা পরে জানতে পারি। বাপি গোস্বামীর ক্ষেত্রেও এমন কিছু ঘটেছে কি না দেখতে হবে।'

লোকসভা ভোটের মুখে এই ঘটনা বিরোধীদের চাল বলে বিজেপির দাবি। দলের জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী জয়ন্ত রায় বলেন, 'এভাবে দলের জেলা সভাপতির বিরুদ্ধে পুরোনো মামলায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ইস্যু করে আমাদের দমানো যাবে না। পাশাপাশি, লোকসভা ভোটের মুখে কী কারণে এসব করা হচ্ছে তা নিশ্চয়ই সবার কাছে পরিষ্কার।' বিজেপি যুব মোর্চার জেলা সভাপতি পলেন ঘোষ জানান, 'ভোটের মুখে এভাবে খুঁজে খুঁজে পুরোনো মামলা টেনে জেলা সভাপতিকে গ্রেপ্তার করা হলে দলের নেতা-কর্মীরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবেন।' এভাবে পুরোনো মামলা টেনে এনে জামিন অযোগ্য মামলায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ইস্যু করা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলেই মনে হচ্ছে বলে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের বুদ্ধিজীবী ফোরাম প্রজ্ঞা প্রবাহের উত্তরবঙ্গের মুখপাত্র শুদ্ধসত্ত্ব চৌধুরীর দাবি। অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ধীরাজমোহন ঘোষের বক্তব্য, 'এই ধরনের ঘটনা অগণতান্ত্রিক। সমস্ত রাজনৈতিক দলকে ভাবতে হবে। আজ বিজেপির জেলা সভাপতির সঙ্গে যা হয়েছে তা আগামীকাল অন্য কোনও দলের বিরুদ্ধে ঘটতে পারে। তাই দলমতনির্বিশেষে সম্মিলিত প্রতিবাদ করা উচিত।'

জেলা কংগ্রেস সভাপতি পিনাকী সেনগুপ্ত বললেন, 'কোনও নির্দিষ্ট দল নিয়ে মন্তব্য করব না। তবে যদি পুরোনো মামলা খুঁজে রাজনৈতিক শীর্ষ নেতৃত্বকে দমানোর চেষ্টা করা হয় তাহলে মানুষ রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করবে।' বাপির বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে অভিযোগের আঙুল। ঘাসফুল শিবির অবশ্য অভিযোগ মানতে রাজি নয়। দলের জলপাইগুড়ি জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ বললেন, 'জলপাইগুড়িতে আমাদের প্রার্থী নির্মলচন্দ্র রায়ই জিতবেন। এজন্য কারও বিরুদ্ধে আমাদের কোনও অভিযোগ করার প্রয়োজন হয় না। বিজেপি আমাদের নিশানা করে ভিত্তিহীন অভিযোগ করছে। এভাবে ভিত্তিহীন অভিযোগ করাই ওদের স্বভাব। এভাবে মানুষকে কোনওমতোই বোকা বানানো যাবে না।'

প্রার্থী জয়ন্তর সঙ্গে নিয়মিত প্রচারে যাচ্ছেন বাপি গোস্বামী।

ছোট তারা ★

শিলিগুড়ির ঘোগোমালির সারদা শিশুতীর্থের তৃতীয় শ্রেণির উর্জিতা খাসনবিশ চারুকলাচর্চার সঙ্গে নৃত্যেও পারদর্শিতা অর্জন করে সকলের নজর কেড়েছে।

ভাইরাসে কাবু শৈশব

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২৮ মার্চ : বমি, পেটব্যথা এবং পরিশেষে জ্বর। যার জেরে শয্যাশায়ী শিশুরা।

আবহাওয়ার পরিবর্তনে এখন শিলিগুড়ির অধিকাংশ শিশু এমন রোগে সংক্রামিত। কখনও চড়া রোদে তাপমাত্রার বৃদ্ধি, কখনও আবার বৃষ্টির জেরে পারদ পতনে সক্রিয় হয়ে উঠেছে মেটাপনিউমো সহ কয়েকটি ভাইরাস। এর ফলে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে বলে চিকিৎসকদের বক্তব্য। যথারীতি

আবহাওয়া বদলের জের

সরকারি হাসপাতাল সহ ডাক্তারদের প্রাইভেট চেম্বারে ভিড় বাড়ছে শিশু সহ অভিভাবকদের। ক্রমশ শিশু দুর্বল বা কাহিল হয়ে পড়ায় অনেকেই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছেন।

বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে এমন ভাইরাসে আক্রান্ত শিশুকে নিয়ে এসেছিলেন ফকদইবাড়ির যূথিকা মণ্ডল। তিনি বলছেন, 'বমি হওয়ায় প্রথমে তেমন গুরুত্ব দেইনি। কিন্তু বমির সঙ্গে পাতলা পায়খানা হচ্ছে। প্রচণ্ড দুর্গন্ধ। কিছু খেতে চাইছে না। তাই হাসপাতালে এসেছি।' জ্বরে আক্রান্ত তিন বছরের ছেলেকে নিয়ে এসেছিলেন মাতঙ্গিনী কলোনির বিনোদ পাসোয়ান। তিনি জানান, বমি, পায়খানা তিন-চারদিন চলার পরই জ্বর দেখা দেয়। জ্বর হওয়ায় আর ঝুঁকি না নিয়ে হাসপাতালে এসেছেন।

চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, গত কয়েকদিন ধরে এমন শিশুরোগীর সংখ্যা বাড়ছে। আবহাওয়ার পরিবর্তনের জন্য এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে বলে তাঁদের বক্তব্য। এমন পরিস্থিতিতে কয়েকটি শিশুর মামস হয়েছে বলে চিকিৎসকদের একাংশ জানান। চিকিৎসকদের মতে, পায়খানার সঙ্গে রক্ত বের না হলে তেমন কোনও ভয় নেই। তবে কিছু নিয়ম মানার পাশাপাশি শিশুর স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল রাখতে হবে। কীভাবে এমন সংক্রমণ থেকে শিশুদের রক্ষা করা সম্ভব বা সংক্রামিত হলে কী করতে হবে সেই পরামর্শও দিচ্ছেন চিকিৎসকরা।

সংক্রমণ থেকে শিশুকে দূরে রাখতে কী করতে হবে

পরামর্শ দিচ্ছেন শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ সঞ্জিতকুমার তিওয়ারি

- পরিচিত কারও সর্দি-কাশি থাকলে তাঁর থেকে শিশুকে দূরে রাখতে হবে
- পোশাক থেকে খেলনা, সমস্ত কিছুই পরিষ্কার রাখতে হবে
- প্রয়োজনে গরম পোশাক পরাতে হলেও শিশুর ঘাম হচ্ছে কি না খেয়াল রাখতে হবে
- উষ্ণ গরম জল পান করাতে হবে
- শিশু সঙ্গে থাকলে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে
- সর্দি-কাশি হচ্ছে কি না খেয়াল রাখতে হবে
- নিয়মিত নজর রাখতে হবে প্রস্রাব ও পায়খানায়

শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে মায়েদের ভিড়। ছবি : সূত্রধর

সংক্রামিত হলে কী করতে হবে

শ্রেয়সী সেন, *শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ*

- শিশুদের ফুটানো জল পান করানো বাধ্যতামূলক
- বমি বা পেটের গণ্ডগোল দেখা দিলে ঘনঘন ওআরএসের জল দিতে হবে
- ডালের জল বা ডাবের জল পান করানো ভালো
- শিশুর খেলনা বা যেখানে হাত দেয় তা পরিষ্কার রাখতে হবে
- মশলা ছাড়া তরল জাতীয় খাবার উপযোগী
- পেট ফুলে যাচ্ছে কি না নজর রাখতে হবে
- পায়খানার সঙ্গে রক্ত বের হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে

মেয়েদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন শহরে

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৮ মার্চ : নিজের সম্মান রক্ষায় তরুণীর অসম লড়াইকে কুর্নিশ জানাচ্ছে শহর শিলিগুড়ি। তবে তার থেকেও বেশি আশঙ্কার হয়ে দাঁড়াচ্ছে, সবটা দেখেও চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা উদাসীন সাধারণ মানুষের জন্য। এ কোন শহরে আমরা? নারীদের নিরাপত্তাই বা কতটা? উত্তরবঙ্গ সংবাদে খবর প্রকাশের পরেই বৃহস্পতিবার সারাদিন এ ব্যাপারে চর্চা চলল পাড়ার চায়ের দোকান থেকে শুরু করে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

সব দেখেও চুপ

এক তরুণীর কথায়, আমি ও আমার বোন গত বছর অক্টোবরে দুর্গাপুজোর কার্নিভাল দেখতে গিয়েছিলাম। স্বাভাবিকভাবেই প্রচণ্ড ভিড় ছিল। আর সেই ভিড়ে দুজন লোক আমাদের পেছনে এসে দাঁড়ায়। তাদের একজন বিতর্ক করতে থাকে। এক পর্যায়ে লোকটি পেছন থেকে শরীরের নিম্নভাগে অশালীনভাবে ধাক্কা মারতে শুরু করে। আমি প্রতিবাদ করি। আশপাশে প্রচুর লোক এ ঘটনার সাক্ষী ছিলেন। তবে কেউই একটা কথাও বলেননি। এই হল মাতৃশক্তিকে বিদায় দিয়ে আমাদের কার্নিভাল পালনের নমুনা।

শুধু মোমবাতি

প্রতিবাদী ওই তরুণীর শহরবাসীর কাছে আবেদন, অন্যায় দেখলে প্রতিবাদ করতে শিখুন। চুপ করে থাকবেন না। কোনও ঘটনা হওয়ার পর শুধু মোমবাতি নিয়ে ঘুরলেই প্রতিবাদ হয় না।

পাশে থাকা

হৃয়া কুণ্ডু, কলেজ পড়ুয়া – এখন মানুষ পুলিশি ঝামেলায় জড়িয়ে পড়া নিয়ে এত বেশি ভীত হয়ে থাকে যে কোনও মেয়ে যদি বিপদে পড়ে তবে তাকে সাহায্য করার জন্য কেউ এগিয়ে যাওয়া তো দূর, দেখেও না দেখার ভান করে। আর কেউ যদি এসে কথাও বলে, আইনি পদক্ষেপ করার সময় আর পাশে থাকে না।

ভয়ে ভয়ে

রীতিশা বসাক, আইনজীবী – কিছুদিন ধরে শহরে যে অবস্থা, মেয়েদের শ্লীলতাহানি, চুরি, ডাকাতির কথাই আমরা শুনতে পাচ্ছি। একজন মেয়ে হয়ে আমাদেরও ভয় করে রাস্তায় বেরিয়ে কাজে যেতে। কারণ রাস্তার মানুষও আমাদের বিপদে সাহায্য করতে আসার আগে দশবার ভাববে। সমাজের এই পরিস্থিতি দেখে শঙ্কা হয়, আমরা কী সমাজে বাস করি যেখানে একটা মেয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছে না, তাকে রীতিমতো ভয়ে কাটাতে হচ্ছে।

রাস্তায় শঙ্কা

চন্দ্রাণী দেবনাথ, বেসরকারি নার্সিংহোমের নার্স – আমাদের রোজ কাজে যেতে হয়। রাস্তায় বের হতে হয়। কখনও হয়তো আমিও এরকম সমস্যার সম্মুখীন হতে পারি। কাজের সূত্রে কখনও নাইট শিফটও করতে হয়। তাই অনেক সময় বাড়ি ফিরতে অনেক দেরিই হয়ে যায়। সত্যি ভয় করে, এই ধরনের পরিস্থিতির শিকার আমি হব না তো?

কঠোর আইন

মাধবী রায়, গৃহবধূ – আমাদের সময় সোশ্যাল মিডিয়া এত অ্যাক্টিভ ছিল না। সমাজের মানুষের চিন্তাধারাও অনেক আলাদা ছিল। সবাই সবার পাশে দাঁড়াত। এখনকার যে সময় এসে পড়েছে সোশ্যাল মিডিয়া খুললেই এধরনের ঘটনা। আমাদের মতো মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েরা বাড়ির বাইরে কাজে বা কলেজের জন্য বের হলেও মনের ভেতর ভয়টা লেগেই থাকে। শহরের আইন ব্যবস্থা আরও কঠোর হওয়া উচিত।

জলভরা গর্তে ওলটাচ্ছে টোটো

শিলিগুড়ি, ২৮ মার্চ : সামান্য বৃষ্টি। আর তাতেই পঞ্চম মহানন্দা সেতুর সংযোগকারী রাস্তা বিপজ্জনক হয়ে ওঠায় দুর্ঘটনা ঘটছে অহরহ। গত কয়েকদিনের বৃষ্টির জেরে সেতুর সংযোগকারী রাস্তার ওই অংশে জল জমে যাওয়ায় টোটো উলটে যাওয়ার ঘটনাও ঘটেছে, যা নতুন করে আশঙ্কা বাড়াতে শুরু করেছে স্থানীয়দের মধ্যে। আশঙ্কা বাড়ছে ওই সেতু দিয়ে নিত্য যাতায়াতকারীদেরও। এখনই রাস্তার ওই অংশের সমস্যার সমাধান না হলে বর্ষার সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটবে বলে মনে করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তবে, ভোটের মুখে যে রাস্তা সংস্কার সম্ভব নয়, তাও বিলক্ষণ জানেন তাঁরা।

কথা হচ্ছিল পঞ্চম মহানন্দা সেতু সংলগ্ন এক দোকানদারদের সঙ্গে। রজত মাহাতো নামে ওই দোকানদার বলছেন, 'সেতু তৈরি হলেও সংযোগকারী রাস্তা ঠিকমতো করা হয়নি। রাস্তাটি উঁচু-নীচু থাকায় প্রায়ই সমস্যার মুখে পড়তে হয়। এরমধ্যেই রাস্তাটি আরও বেহাল হয়ে পড়েছে।'

সম্প্রতি টোটো উলটে যাওয়ার ঘটনায় আরও আশঙ্কা বেড়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা প্রদীপ্ত সরকারের কথায়, 'ওই টোটোয় স্কুল পড়ুয়াও ছিল। সেতু দিয়ে রাস্তায় নামামাত্র উঁচু-নীচু অংশ বুঝতে না পেরে টোটোটি উলটে যায়। পড়ুয়া সহ আরেক মহিলাও চোট পান।'

সেতুটি দিয়ে নিত্য যাতায়াত করেন বীরেন দাস। তিনি বলছেন, 'সেতু তৈরির পর থেকে এই সমস্যার কোনও সমাধান হয়নি।'

নিজেরাই ওই অংশ সংস্কারের চেষ্টা করেছেন বলে জানিয়েছেন ক্ষুব্ধ বাসিন্দাদের একাংশ। শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী বলছেন, 'এখনও রাস্তাটির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে রয়েছে মহকুমা পরিষদ। তবে, আমরা ভোটের আগে টেন্ডার ডেকেছি। প্রক্রিয়া শেষ হয়ে গেলে আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব।'

যদিও এই বর্ষায় ওই এলাকার কী পরিস্থিতি হয়, আদৌ রাস্তাটির সংস্কার হয় কি না, সেটাই এখন দেখার।

LEGACY OF 20 YEARS
শিলিগুড়ির নিজস্ব ব্র্যান্ড
Bright Academy
VIBRANT ATMOSPHERE
REGULAR FIELD TRIPS
CCTV SURVEILLANCE
GPS ENABLED TRANSPORT
ACTIVITY BASED LEARNING
HIGHLY TRAINED & QUALIFIED TEACHER
OUR BRANCHES
PUNJABI PARA | PRADHAN NAGAR | KHALPARA | JYOTINAGAR | JALPAIGURI
TODDLERS TO STD. V
ENROLL NOW
98320-95334 / 0353-2640467
www.worldofbright.com

চিকিৎসা সরঞ্জামের নয়া মল তৈরি হচ্ছে ফুলবাড়িতে

শিলিগুড়ি, ২৮ মার্চ : শিলিগুড়ির অদূরে ফুলবাড়িতে শুধুমাত্র চিকিৎসা সরঞ্জামের একটি মল তৈরি হচ্ছে। এই মল তৈরি করছে এসআই সার্জিক্যাল প্রাইভেট লিমিটেড। যাঁর হাত ধরে নতুন এই মল হচ্ছে তিনি হলেন সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়। সব মিলিয়ে প্রায় ১০ হাজার বর্গফুট এলাকা নিয়ে তৈরি হচ্ছে উত্তরবঙ্গের প্রথম চিকিৎসা সরঞ্জামের মল। এই প্রকল্পে কমপক্ষে ১০ কোটি টাকা বিনিয়োগ হবে বলে জানা গিয়েছে।

জানা গিয়েছে, এখানে সুলভে হাসপাতালের বেড, অস্ত্রোপচারের টেবিল, অপারেশন থিয়েটারের সমস্তরকম লাইট, স্টেরিলাইজেশন অ্যান্ড সিএসএসডি যন্ত্র, আইসিইউ ভেন্টিলেটার, সাকশন মেশিন, নিকুর সমস্ত যন্ত্রপাতি, আল্ট্রাসাউন্ড মেশিন, প্যাথলজির সমস্ত সরঞ্জাম, ডায়ালিসিস ইউনিটের যন্ত্রপাতি, অ্যানাস্থিশিয়ার পুরো পরিকাঠামো সহ চিকিৎসা সংক্রান্ত সমস্ত রকম সরঞ্জাম পাওয়া যাবে।

এসআই সার্জিক্যালের চিকিৎসা সরঞ্জাম শুধু দেশের মধ্যে নয়, ইতিমধ্যে এই সংস্থার সরঞ্জাম কেনিয়া, বাংলাদেশ, মায়ানমার সহ অনেক দেশে রপ্তানি হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই এই মল উত্তরবঙ্গে নতুন পালক হয়ে উত্তরের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে বলেই আশা করছে চিকিৎসক মহল।

দুষ্কৃতীরা এখনও অধরাই

তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যাকে মারধর

শিলিগুড়ি, ২৮ মার্চ : গত সোমবার দোল উৎসবের দিন সন্ধ্যায় দুষ্কৃতীদের হাতে জখম হয়েছেন ফকদইবাড়ি এলাকার তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যা চুমকি মণ্ডল শীল। শুধু তিনিই নন, লোহার রড সহ বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে মারধর করায় পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামীও গুরুতর আহত হয়েছেন। পুরো বিষয়টি জানিয়ে বুধবার আশিঘর পুলিশ ফাঁড়িতে অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি।

দোল উৎসবের দিন সন্ধ্যা নাগাদ চুমকি ও তাঁর স্বামী গাড়িতে আশিঘর মোড় হয়ে ফকদইবাড়িতে নিজেদের বাড়ির দিকে ফিরছিলেন। সেই সময় লোকনাথ মন্দিরের কাছে একটি মোটরবাইক ও একটি স্কুটারে মোট ৪ জন তরুণ হর্ন বাজিয়ে উত্ত্যক্ত করতে থাকে ও তাঁদের গাড়ির সামনে এসে পথ আটকায়। পথ আটকে তাঁদের উদ্দেশ্যে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে ওই তরুণরা। চুমকি ও তাঁর স্বামী এর প্রতিবাদ করলে লোহার রড দিয়ে দুজনকেই মারধর করতে থাকে ওই দুষ্কৃতীরা। লোহার রডের আঘাতে চুমকির মাথা ফেটে রক্ত বের হতে থাকে ও তাঁর স্বামীর গোটা মুখে আঘাত লাগে। এই ঘটনায় চিৎকার চ্যাঁচামেচি শুনে স্থানীয়রা এলে ওই তরুণরা সেখান থেকে পালিয়ে যায়। স্থানীয়দের উদ্যোগে চুমকি ও তাঁর স্বামীকে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করানো হয়। এই বিষয়ে কয়েকজনের নাম দিয়ে আশিঘর পুলিশ ফাঁড়িতে অভিযোগ জানানো হয়। চুমকির কথায়, 'ওরা আমাদের প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেয়।'

তবে ঘটনার চারদিন পরেও কেন একজন দুষ্কৃতীকেও গ্রেপ্তার করা গেল না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। প্রশ্ন, শাসকদলের জনপ্রতিনিধির এই অবস্থা হলে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কোথায়? কেন পুলিশি টহল এলাকায় নিয়মিত হয় না, তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। যদিও আশিঘর পুলিশ ফাঁড়ি সূত্রে জানা গিয়েছে, লিখিত অভিযোগ পাওয়ার পরই তারা তদন্ত শুরু করেছে। তারা আশা করছে, দ্রুত দুষ্কৃতীরা ধরা পড়বে।

দুষ্কৃতীর আক্রমণে আহত নেত্রী।

রক্তাক্ত রং

- দোলের দিন আশিঘর মোড় হয়ে ফকদইবাড়িতে ফেরার পথে দুষ্কৃতীদের রংবাজি
- বাইক ও স্কুটারে ৪ জন তরুণ তাঁদের হর্ন বাজিয়ে উত্ত্যক্ত করে ও পথ আটকায়
- পঞ্চায়েত সদস্যা ও তাঁর স্বামী প্রতিবাদ করলে লোহার রড দিয়ে দুজনকেই মারধর
- লোহার রডের আঘাতে চুমকির মাথা ফাটে ও তাঁর স্বামীর মুখে আঘাত লাগে

মিত্র সম্মিলনীর রাস্তায় বাড়ছে যানজট

শিলিগুড়ি, ২৮ মার্চ : শিলিগুড়ির হিলকার্ট রোডের সঙ্গে বিধান রোডের সংযোগ স্থাপন করে রজনীবাগান ও মিত্র সম্মিলনীর (গিরীশ ঘোষ সরণি) রাস্তাটি। এই দুই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন বহু মানুষের যাতায়াত। এই দুটি রাস্তা ব্যবহার করলে খুব কম সময়ে গন্তব্যে পৌঁছে যাওয়া যায়। তবে এই দুই রাস্তাতেই ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। যানজট এড়াতে প্রায় তিন বছর আগে রাস্তা দুটিকে ওয়ান ওয়ে করে দেওয়া হয়েছিল। সেই মতো রাস্তা দুটিতে ট্রাফিক কর্মী থেকে শুরু করে ব্যারিকেডও লাগানো হয়। তবে কিছুদিন যেতে না যেতেই আবারও পরিস্থিতি আগের মতো। রাস্তা দুটিতে প্রতিদিনের যানজট কমাতে আবারও ওয়ান ওয়ের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন বলে দাবি জানাচ্ছেন এলাকার সাধারণ মানুষ।

প্রতিদিন রজনীবাগানের রাস্তা দিয়ে গিয়ে বিধান রোড হয়ে অফিসে যান কুন্তল ঘোষ। তবে প্রতিদিনের যানজটে তিনি নাজেহাল। তাই বৃহস্পতিবার অতিষ্ঠ হয়ে বলেই উঠলেন, 'আগে এই রাস্তাটি ওয়ান ওয়ে হিসেবে ব্যবহার করা হত তাতেই অনেক সুবিধে ছিল। এখন তো যে যেদিক থেকে পারছে যাওয়া-আসা করছে।'

ঠিক একই পরিস্থিতি মিত্র সম্মিলনীর রাস্তাতেও। এমনিতেই মিত্র সম্মিলনীর রাস্তায় একাধিক ওষুধের দোকান রয়েছে। তাই প্রতিদিন বহু মানুষের যাতায়াত। আর এর মধ্যেই দু'দিক থেকে যান চলাচলে প্রতিদিন যানজটের সৃষ্টি হয়। এই রাস্তার ওপরের থাকা এক দোকান মালিক শান্তনু পাল বলছিলেন, 'কোনও নিয়মই দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় না। আগে ওয়ান ওয়ের ব্যবস্থা চালু ছিল তখন এত সমস্যা হত না।' আগের মতো এই রাস্তাতে ফের ট্রাফিক কর্মীকে মোতায়েন করা উচিত বলে মনে করছেন সুকুমার দাস। তাঁর কথায়, 'আগে ট্রাফিক কর্মী থাকতেন ফলে কেউ নিয়ম ভঙ্গ করতে পারতেন না। আবারও মোতায়েন করা উচিত। তাতে সমস্যা অনেকটাই মিটবে।'

ডিসিপি ট্রাফিক বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলেন, 'বিষয়টিতে আমরা নজর রাখছি। যাতে ওই রাস্তায় যানজট না হয় সেই বিষয়ে আমরা পদক্ষেপ করব।' ওয়ার্ড কাউন্সিলার মঞ্জুশ্রী পাল অবশ্য বলছেন, 'সাধারণ মানুষকে সচেতন হতে হবে। এছাড়া প্রশাসন এই বিষয়ে সঠিক পদক্ষেপ করলে অনেকটাই সুবিধে হবে। আমি পুরনিগমকেও জানিয়েছি, কারণ আমার একার পক্ষে এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়।' ফের যাতে রজনীবাগান ও মিত্র সম্মিলনীর গলিতে ওয়ান ওয়েতে ফিরিয়ে আনা হয় সেই দাবিই তুলছেন শহরের মানুষ।

MODI PUBLIC SCHOOL, SILIGURI
A Co-Educational Day cum Residential Senior Secondary School (10+2)
CBSE Affiliation Code : 2430184
ADMISSION OPEN
for the session 2024-25
KG - CLASS 5 & 11
SCIENCE • COMMERCE • HUMANITIES
Forms available from 9.00am to 3.30pm (all working days)
Celebrating 10 YEARS OF EXCELLENCE IN THE FIELD OF EDUCATION
The Star Modians
Dristi Dedheria - 97.6% CBSE-12 2023 Examination
Vritti Dev - 97.4% CBSE-10 2023 Examination
*NO VACANCY FOR CLASSES 6,7,8,9
ACADEMIC FACILITIES
• SMART CLASSES, LIBRARY
• COMPUTER, SCIENCE & MATHEMATICS LABS
• ART & CRAFT, MUSIC & DANCE STUDIOS
• AUDITORIUM
• CULINARY CLASSES BY MASTER CHEF JOSEPH ROZARIO
• DEDICATED COUNSELLOR, REMEDIAL CLASSES
SPORTS FACILITIES
• SPORTS CENTER WITH 25m SWIMMING POOL
• CRICKET & FOOTBALL FIELDS, BADMINTON COURTS
• MULTI GYMNASIUM
• BASKETBALL, VOLLEYBALL, THROW BALL
• PLAY ZONE AREA FOR KIDS
• DEDICATED COACHES
RESIDENTIAL FACILITIES
SEPARATE HOSTEL FOR BOYS & GIRLS WITH PASTORAL CARE
NUTRITIOUS MEALS PREPARED BY EXPERIENCED CHEF
Follow us :
Phathargata Road, Matigara, Siliguri, West Bengal 734010
Cell : 9564777747, 9564777797
www.mpssiliguri.com

বন্ধ চুল্লি, বিল মেটাচ্ছে পুরসভা

শুভজিৎ চৌধুরী

ইসলামপুর, ২৮ মার্চ : প্রায় দেড় বছর ধরে বন্ধ ইসলামপুর সতীপুকুর শ্মশানের বৈদ্যুতিক চুল্লি। এর পরিষেবা না মিললেও ফি মাসে পুরসভা ৬০ হাজার টাকারও বেশি বৈদ্যুতিক বিল মেটাচ্ছে। বছরে যার পরিমাণ প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ টাকার কাছাকাছি। পুরসভার এভাবে করের টাকার অপচয়ের যুক্তি নিয়ে নানা মহলে প্রশ্ন উঠছে। যদিও পুর কর্তৃপক্ষের দাবি, বৈদ্যুতিক সমস্যার জন্য এখন বৈদ্যুতিক চুল্লির পরিষেবা বন্ধ। তবে দ্রুত মেরামত করে পরিষেবা চালু করা হবে।

পুরসভা সূত্রে খবর, চুল্লিগুলি চালাতে বিদ্যুৎ দপ্তর থেকে শ্মশানে ১১১ কিলোওয়াটের বিদ্যুৎ সংযোগ নেওয়া হয়েছিল। এজন্য ডিমান্ড চার্জ হিসাবে প্রতি মাসে ৪২ হাজার ৫৬২ টাকা বিদ্যুৎ দপ্তরে জমা দিতে হয়। চুল্লিগুলি বন্ধ থাকলেও প্রতি মাসে ডিমান্ড চার্জ সহ অন্যান্য খরচ মিলিয়ে মোট ৬১ হাজার ৭৭৩ টাকার বিল পুরসভাকে মেটাতে হচ্ছে। আগেও দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর ২০২২ সালের নভেম্বর মাসে ২ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা খরচ করে চুল্লিগুলি সংস্কার করে ফের চালু হয়েছিল। কিন্তু কিছুদিন পরই সেগুলি ফের অকেজো হয়ে পড়ে। তখন থেকে এখনও পরিষেবা বন্ধ। ফলে সমস্যায় পড়ছেন মানুষ। পরিষেবা বন্ধ থাকলেও এত টাকা করে বিদ্যুতের বিল মেটানো বন্ধে পুরসভার কোনও হেলদোল নেই বলে অভিযোগ।

সূত্রের দাবি, পরিষেবা বন্ধ থাকলেও চলতি বছরের জানুয়ারিতে প্রায় ছ'লক্ষ টাকা বকেয়া বিদ্যুৎ বিল মিটিয়েছে পুরসভা। তারপরও ১ লক্ষ ৯০ হাজার ৪৪৩ টাকা বকেয়া বিল সহ মার্চের ৬১ হাজার ৭৭৩ টাকা মিলিয়ে এই মুহূর্তে মোট ২ লক্ষ ৫১ হাজার ২১০ টাকার বিল বকেয়া রয়েছে। এই টাকাও মেটাতে হবে পুরসভাকে। স্বাভাবিকভাবেই মানুষের প্রশ্ন, কোনও পরিষেবা ছাড়াই এভাবে পুরসভার লক্ষ লক্ষ টাকা কার্যত জলে দেওয়া কতটা যুক্তিসংগত?

এ প্রসঙ্গে ইসলামপুর পুরসভার চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল বলেন, '১১১ কিলোওয়াট বিদ্যুতের প্রতি মাসে ডিমান্ড চার্জ কীভাবে বন্ধ করা যায় তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা চলছে। বর্তমানে কিছু বৈদ্যুতিক সমস্যায় চুল্লির পরিষেবা বন্ধ রয়েছে। চুল্লিগুলি দ্রুত মেরামত করে ফের পরিষেবা চালুর চেষ্টা হচ্ছে।'

সতীপুকুর শ্মশানের ফাইল ছবি।

তারাদের কথা

দিলজিতের চোখে জল

মুম্বাইয়ে অমর সিং চমকিলা ছবির ট্রেলার লঞ্চের অনুষ্ঠানে কাঁদলেন দিলজিৎ দোসাঞ্জ। তিনিই ছবির নাম ভূমিকায় অভিনয় করছেন। নায়িকা পরিণীতি চোপড়া। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কম্পোজার এ আর রহমান, নেটফ্লিক্সের রুচিকা কাপুর শেখ, অঙ্গদ বেদি, নেহা ধুপিয়া ও ছবির পরিচালক ইমতিয়াজ আলি। ইমতিয়াজ বলছিলেন, 'অমর সিংয়ের জন্য প্রথমেই আমার দিলজিতের কথা মনে আছে। অঙ্গদও দিলজিতের কথাই বলে। তারপর দিলজিৎ আর আমি কথা বললাম। ও চিত্রনাট্য শুনল এবং যেভাবে শুনল, তাতে আমার গল্প বলার আগ্রহ আরও বেড়ে গেল। ও না করলে এই ছবি হত না। চরিত্রের ভিতর যাবার জন্য অনেক খেটেছে। অনেক দূর যাবে ও, এই তো সবে শুরু।' এত কথার পর দিলজিৎ আর চোখের জল ধরে রাখতে পারেননি। ইমতিয়াজ জানিয়েছেন, পরিণীতিও এই ছবিতে গান গাইতে পারবে বলে সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গিয়েছেন। এই চরিত্রের জন্য ১০ কেজি ওজন বাড়িয়েছেন। পরিণীতিও না করলে ছবিটা হত না। নেটফ্লিক্সে ছবি মুক্তি ১২ এপ্রিল।

এবার শয়তান ২

শয়তান বক্স অফিসে দারুণ সফল। এখনও পর্যন্ত এই ছবির রোজগার ১৫২.২৫ কোটি। আন্তর্জাতিক মঞ্চে ব্যবসা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩২ কোটি। ২০০ কোটিতে পৌঁছোতে আর সামান্যই বাকি। এই অঙ্ক মুখে হাসি ফুটিয়েছে প্রযোজক, পরিচালক ও ছবির অভিনেতাদের। তাঁরা ঠিক করেছেন শয়তান ২ হবে। এই ছবিতে মহারাষ্ট্রের কোকম জেলার 'কালো জাদু' উঠে আসবে। কোকমকে মহারাষ্ট্রের 'কালো জাদু'র শহর বলা হয়। এই জাদু কীভাবে একটি পরিবারকে নিশানা করে, তাই উঠে আসবে ছবিতে অন্য ধরনের গল্পের সঙ্গে। ছবিতে প্রথম শয়তান-এর অভিনেতারা মানে অজয় দেবগণ, আর মাধবন, জ্যোতিকা সাদানা, জানকি বোড়িওয়ালা ও অঙ্গদ রাজ। প্রসঙ্গত, শয়তান ২০২৩ সালের গুজরাতি ছবি বশ-এর হিন্দি রিমেক।

ববির ভিলেনি

অ্যানিম্যাল-এর হাড় কাঁপানো ভিলেনির পর ববি দেওল আবার চর্চায় এবং সেই ভিলেন হিসেবেই। যশরাজ ফিল্মসের আগামী নাম না হওয়া স্পাই থ্রিলারে তিনি ভিলেন অবতারেই আসবেন বলে খবর। এই থ্রিলারের নায়ক, থুড়ি, নায়িকা আলিয়া ভাট ও শর্বরী ওয়াগ। ভিলেনের শয়তানি তাঁরাই ঠান্ডা করার দায়িত্ব নিচ্ছেন। মহিলাদের কেন্দ্রে রেখে এমন স্পাই থ্রিলার এই প্রথম। এর আগে টাইগার ফ্র্যাঞ্চাইজিতে জোয়া-র মতো গুপ্তচর হয়েছেন ক্যাটরিনা কাইফ, পাঠান-এ গুপ্তচর হয়েছেন দীপিকা পাড়ুকোন, কিন্তু নায়ক পুরুষই ছিলেন। এবার ব্যাপারটা ভিন্নধর্মী। সূত্র বলছে, চিত্রনাট্য লেখা শেষ। ববি তাঁর চরিত্র নিয়ে ইতিমধ্যেই রোমাঞ্চিত। চলতি বছরের দ্বিতীয়ার্ধে তিনি শুটিং শুরু করবেন। তাঁর চরিত্রের জন্য বিশেষ ধরনের লুকও ঠিক হয়েছে।

একনজরে সেরা ৫

বাগদান

অদিতি রাও হায়দিরি ও সিদ্ধার্থর বাগদান সম্পন্ন হয়েছে তেলেঙ্গানার এক মন্দিরে। সোশ্যাল মিডিয়ায় দুজনের হাতের আংটি দেখিয়ে ছবি পোস্ট করা হয়েছে, সঙ্গে ক্যাপশন 'এনগেজড'। বুধবার তাঁদের বিয়ের খবর রটে। এ দিন হীরামণ্ডি-র প্রদর্শনের তারিখ ঘোষণার সময়েও তিনি গরহাজির ছিলেন। ফলে বিয়ের গুজব আরও ছড়ায়।

বিজ্ঞাপনে

শাহরুখ খান ও সান্যা মালহোত্রাকে একটি সাবানের বিজ্ঞাপনে একসঙ্গে দেখা যাবে। জয় পার্সোনাল কেয়ারের ফেসওয়াশ তাদের প্রচারের বিষয়। শাহরুখ বলেছেন, এই ব্র্যান্ডের সঙ্গে কাজ করে আমি খুব খুশি। সান্যাও এই ব্র্যান্ড এবং শাহরুখকে সঙ্গে পেয়ে উৎফুল্ল। অভিভূত এই কোম্পানিও।

পুষ্পা ৩

পুষ্পা ১-এর পর পুষ্পা ২ বা পুষ্পা দ্য রাইজ আসছে ১৫ অগাস্ট, ২০২৪। জানা গিয়েছে, পুষ্পা ৩-ও হবে, ছবির নাম হবে পুষ্পা দ্য রোর। ২০২৫-এর এপ্রিলে ছবির মুক্তি। ওদিকে মাদাম তুসোর মিউজিয়ামে পুষ্পার নায়ক অল্লু অর্জুনের মোমের মূর্তি বসেছে, খবর দিয়েছেন অভিভূত অর্জুনই।

প্রেগন্যান্সি

অমর সিং চমকিলা-র প্রচারে কাফতানের মতো ঢিলা পোশাক পরে এসেছিলেন নায়িকা পরিণীতি চোপড়া, সেই দেখে নেটমহল তাঁকে অন্তঃস্বত্ত্বা বলে। পরি ব্যাঙ্গ করে পোস্ট করেন, কাফতান, ওভারসাইজড শার্ট সবকিছুর অর্থ অন্তঃস্বত্ত্বা? হাসির ইমোজি দিয়ে গুজব উড়িয়েও দেন। ঘনিষ্ঠ সূত্রের খবর, পরি এখন একইসঙ্গে পরিবার ও পেশায় মন দিয়েছেন।

নতুন ছবি

বরুণ ধাওয়ান ও মৃণাল ঠাকুর একসঙ্গে একটি কমেডি ছবি করছেন। ডেভিড ধাওয়ান ছবির পরিচালক। এই প্রথম নতুন জুটিকে পর্দায় দেখা যাবে। ছবির দ্বিতীয় নায়িকার নির্বাচন এখনও হয়নি। এছাড়াও থাকবেন প্রবীণ অভিনেতারা। নাম না-হওয়া এই ছবির শুটিং চলতি বছর মে-জুন মাসে শুরু হবে।

first লুক

ভারতের সবচেয়ে বিতর্কিত ঘটনাটি নিয়ে এবার তৈরি হয়েছে ছবি। সবরমতি রিপোর্টস। মুখ্য চরিত্রে রয়েছেন বিক্রান্ত মেসি। তিনি আছেন এক নিরপেক্ষ সাংবাদিকের চরিত্রে। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন রিধি ডোগরা এবং রাশি খান্না।

ছবিটা রিলিজ হচ্ছে সামনের মে মাসের ৩ তারিখে। তবে সম্প্রতি ছবির টিজার সামনে এল। সেই টিজারের ক্যাপশনে বিক্রান্ত লিখেছেন, 'দেশকে নাড়িয়ে দিয়েছিল যে ঘটনা। ইতিহাস বদলে দেওয়া সেই কাহিনী এবার দেখুন। আসছে সবরমতি রিপোর্টস।'

উত্তরবঙ্গের পটভূমিতে বাংলা ছবি

দিনাজপুরের লোকনৃত্য গোমীরা। মুখোশ পরে শিল্পীরা নাচেন। এ নাচের বিশেষত্বই এই। দক্ষিণবঙ্গের পুরুলিয়ার ছৌ নাচের মতোই উত্তরবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী এই নাচ। সেই নাচ এবং উত্তরবঙ্গের পটভূমিকে কেন্দ্রে রেখে তৈরি হচ্ছে বাংলা ছবি 'ভামিনী'। ছবির প্রস্তুতি শেষ, খুব শীঘ্রই শুটিং শুরু হবে। প্রধান চরিত্রে দেখা যাবে প্রিয়াংকা সরকার, তথাগত মুখোপাধ্যায়, মুম্বাইয়ের উমাকান্ত পাতিল, সন্দীপ ভট্টাচার্য প্রমুখকে।

গল্পের কেন্দ্রে আছে সুহিতা। সে কলেজে পড়ায়। এবং তার গোমীরা নাচের একটি দল আছে। তার আশ্রিতা তিনটি মেয়ে বাহা, মুন্নি ও মেঘাকে নিয়েই এই দল চালায় সে। নানা সামাজিক কুকর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও করে তারা। এই সময় শহরে হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাসের একটি অবৈধ ক্লিনিকাল ট্রায়াল শুরু হয় এবং তার ফলে বেশ কয়েকজন মহিলা ও শিশুর মৃত্যু হয়। সুহিতা এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। সঙ্গী হয় তার বন্ধু ও সহকর্মী কমল ও স্পেশাল পুলিশ অফিসার ইন্দ্র। ওরা কি পারবে এই অপরাধীদের মুখোশ খুলে দিতে? তাই নিয়েই এই ছবি। পরিচালনায় স্বর্ণায়ু মৈত্র। প্রযোজনায় সন্দীপ সরকার ও ওংকার ফিল্মস।

তোপের মুখে শুভশ্রী

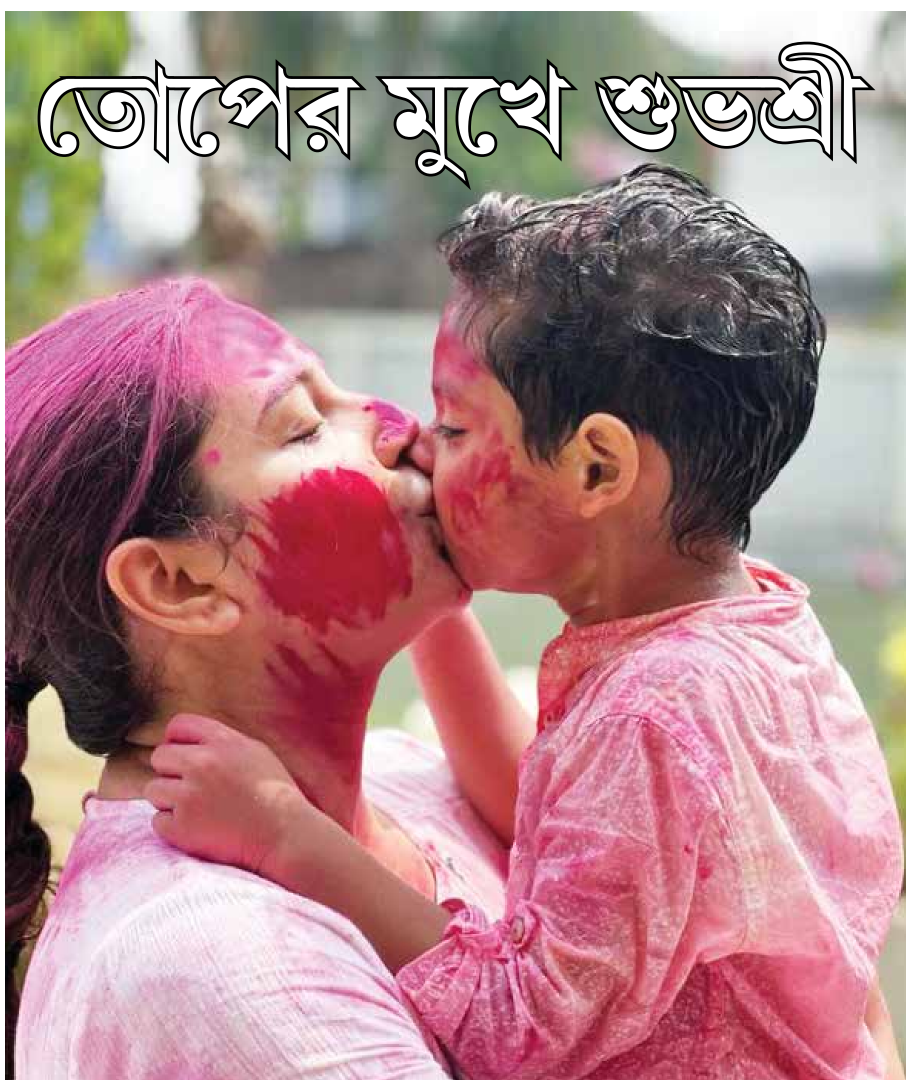

ছেলেকে আদর করতে গিয়ে চরম বিপাকে শুভশ্রী। ইউভানকে যেভাবে আদর করছেন তিনি, নেটিজেনদের অনেকেরই তা একেবারেই পছন্দ নয়। ছেলের ঠোঁটে ঠোঁট ঠেকিয়ে চুমু খাওয়ার ছবি আপলোড করেছেন শুভশ্রী। আর তাতেই বেধেছে ঝামেলা।

দোল উৎসব পালন করতে গিয়ে রাজের দেশের বাড়িতে চলে গিয়েছিলেন শুভশ্রী আর তাঁর পরিবার। মেয়ের বয়স সবে চারমাস। তাই উৎসব আর রং থেকে তাকে দূরেই রাখা হয়েছে। তবে ছেলের সঙ্গে চুটিয়ে রং খেলার ছবি শুভশ্রী সম্প্রতি প্রকাশ করেছেন। সেখানে ইউভানের ঠোঁটে চুমু খাওয়াটা অনেকের কাছেই কুরুচিকর লেগেছে। অনেকেই লিখেছেন যে, তাঁদের মায়েরাও ছোটবেলায় তাঁদের আদর করেছেন। তবে সে আদর এমন 'অশ্লীল' ছিল না। কেউ আবার লিখেছেন, এভাবে ঠোঁটে চুমু খেলে জার্মস ছড়াতে পারে। মায়ের থেকে সেই জার্মস বাচ্চার মধ্যে ঢুকে যাবে। এটা কি শুভশ্রী জানেন না?

অবশ্য এখানেই শেষ নয়। এই ভিডিও আর ছবিতে সাদা রঙের একটা অত্যন্ত শর্ট ড্রেস পরে শুভশ্রীকে নাচতে দেখা যায়। সেটারও প্রবল সমালোচনা করেছেন নেটিজেনরা। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর সময় আরেকটু বেশি রুচিশীল হতে পারতেন বলে মন্তব্য করেছেন অনেকেই।

এ সপ্তাহে মুক্তি

বেঙ্গল ১৯৪৭

১৯৪৭ সালে দেশভাগের প্রেক্ষাপটে একটি প্রেমের গল্প নিয়ে তৈরি ছবি। অভিনয়ে দেবলীনা ভট্টাচার্য, সোহেল কপুর, ওংকার দাশ, মাণিক পুরি প্রমুখ। পরিচালক আকাশাদিত্য লামা। মুক্তি ২৯ মার্চ।

বাংলা

দ্য ক্রিউ

তিন এয়ারহোস্টেস ও বাঁকা পথে তাদের স্বপ্নপূরণের গল্প। মহিলাকেন্দ্রিক এই থ্রিলার কমেডিতে অভিনয়ে আছেন তাব্বু, করিনা কাপুর খান ও কৃতি শ্যানন। পরিচালনায় রাজেশ কৃষ্ণান। মুক্তি ২৯ মার্চ।

হিন্দি

দ্য রেড ফাইলস

১৯৯০ সালের বাণতলা ধর্ষণ কাণ্ডের ওপর নির্মিত ছবি। অভিনয়ে মুমতাজ সরকার, বিদীপ্তা চক্রবর্তী, কিঞ্জল নন্দ, তানিষ্কা রায়, প্রমুখ। পরিচালক কিংশুক দে। মুক্তি ২৯ মার্চ।

দো অর দো পেয়ার

এক দম্পতির বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক নিয়েই নির্মিত ছবি। অভিনয়ে বিদ্যা বালন, প্রতীক গান্ধি, ইলিয়ানা ডিক্রুজ, সেনধিল রামামূর্তি প্রমুখ। পরিচালক শীর্ষ গুহঠাকুরতা। মুক্তি ২৯ মার্চ।

ওটিটি

পাটনা শুকলা

সাধারণ গৃহবধূ তনভি শুকলা আইনজীবীও বটে। কীভাবে তিনি পাটনার মেয়ের সঙ্গে ঘটা অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান এবং শিক্ষাজগতের দুর্নীতিকে প্রকাশ করেন, তারই গল্প আছে এই শো-তে। অভিনয়ে রবিনা ট্যান্ডন, অনুষ্কা কৌশিক, মানব ভিজ, চন্দন রায় সান্যাল প্রমুখ। পরিচালনায় বিবেক বুদাকোটি। আসছে ২৯ মার্চ, দেখা যাবে ডিজনি প্লাস হটস্টারে।

রণদীপের ভালো অভিনয় দর্শকের সুখ

movie রিভিউ

স্বতন্ত্র বীর সাভারকার: হাইজ্যাকড হওয়া প্লেন ও তার যাত্রীদের বাঁচিয়ে নিজের দেশভক্তি, কোনটা আগে?

শাসকের কাছে ভগবান, বিরোধীদের কাছে শয়তান—এহেন বীর সাভারকারের জীবনী-চিত্র বানিয়েছেন পরিচালক রণদীপ হুড়া। নামভূমিকায় তিনি। পরিচালনায় এই প্রথম। বলা হচ্ছে, সংসদীয় নির্বাচনের আগে এই ছবির উদ্দেশ্য শাসককে সাহায্য করা। তবু সাভারকার সম্বন্ধে না-জানা তথ্য দিয়েছে এই ছবি। সবারই যা জানা দরকার।

ভারতের স্বাধীনতা এসেছে অহিংস আন্দোলনের হাত ধরে, এরকম মত প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে দেশের ইতিহাসে। অথচ সহিংস আন্দোলনেরও যে বড় ভূমিকা ছিল, এই ছবিতে তা স্পষ্ট। এই মতের অন্যতম প্রবক্তা সাভারকার। তিনি চিরকাল হিন্দুত্ব ও অখণ্ড ভারতের কথা প্রচার করেছেন। ছবিতে সাভারকারের জীবনের ১৮৫৭ থেকে ১৯৬৬ পর্যন্ত সময়কে ধরা হয়েছে। তিনি একাধারে নেতা, লেখক ও সংগঠক। ছবিতে তাঁর শৈশব, তাঁর ইংল্যান্ডের জীবন, নিজের কাজ, গ্রেপ্তার হওয়া ও ব্রিটিশের কাছে একাধিকবার ক্ষমা চাওয়া—সবই এসেছে। সাভারকারের উত্থান ও পতনের কথা বলতে গিয়ে কাগজের হেডলাইনসও দেখানো হয়েছে ছবিতে। উদ্দেশ্য, দেশের মানুষকে তাঁর প্রকৃত মুখকে চেনানো।

রণদীপ হুড়া সাভারকারের চরিত্রে খুবই জীবন্ত। চরিত্রের জন্য ৪০ কেজি ওজন কমিয়েছেন। তাঁর পাঁজর বার করা চেহারা, ক্ষয়ে যাওয়া দাঁত দেখে বোঝা যায়, এই অবিশ্বাস্য শারীরিক পরিবর্তন আনার জন্য কত খেটেছেন তিনি! সেলুলার জেলে তাঁকে মারধরের দৃশ্য, কালাপানি-র দৃশ্য খুবই হৃদয়বিদারক। দুর্ধর্ষ নেতা থেকে অসহায় জেলবন্দী—রণদীপ সবেতেই আকর্ষণীয়। সংলাপ বলাতেও তিনি বদল এনেছেন, যা থেকে তাঁর অভিনয় দক্ষতা আরও একবার প্রমাণিত। সাভারকারের স্ত্রী যমুনাবাঈ হয়েছেন অঙ্কিতা লোখান্ডে, তিনি বেশ ভালো। গান্ধির চরিত্রে রাজেশ খেরা যথাযথ।

ছবির সহ লেখকও রণদীপ। খুব যত্ন করে সাভারকারের জীবনের প্রথম জীবনের একেকটি পাতা খুলেছেন তিনি। ছবির প্রথম ভাগে ছোট সাভারকার, বড় ভাইয়ের প্রতি তার দায়বদ্ধতা, যৌবনে স্ত্রীর প্রতি দায়িত্ববান এক পুরুষ, ইংল্যান্ডে দক্ষ এবং প্রতিশ্রুতিবান উকিল হিসেবে তাঁকে হাজির করেছে। প্রথম ভাগের গতিও গল্পের সঙ্গে এগিয়েছে সুচারুভাবে। গান্ধির সঙ্গে সাভারকারের মতবিরোধ পরিশীলিত ভঙ্গীতে ও সম্মানের সঙ্গে সামলেছেন রণদীপ। তিনি সাভারকারকে 'ত্রুটিহীন নেতা' প্রমাণ করেননি। তাঁর সহিংস মতকে প্রতিষ্ঠা দিতে ছবিতে রক্তপাতও দেখাননি। কিন্তু দ্বিতীয় ভাগে এসেই রণদীপ তাঁর পরিচালনা এবং ছবির গল্পের গতি হারিয়ে ফেলেছেন।

এর বড় কারণ ছবির দৈর্ঘ্য। এটি ছবির ত্রুটিও বটে। ২ ঘণ্টা ৫৮ মিনিট ধরে একটানা সাভারকারের জীবনকে দেখাতে গিয়ে রণদীপ পরিচালনার খেই হারিয়ে ফেলেছেন। ছবির বিষয় আকর্ষণীয়, এর জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণাও গভীরভাবেই হয়েছে, তাঁর অভিনয়ও ছুঁয়ে যায়। ছবিটি আরও আকর্ষণীয় হত যদি সাভারকারের জীবনের ঘটনাবলীকে পর্বের মতো করে ভাগ করে দেখানো হত।

তবু, রণদীপের ভালো অভিনয়ের জন্য ছবিটি শেষ পর্যন্ত দেখা যায়।

খেলায় আজ

২০১৫ : চতুর্থবার ওডিআই বিশ্বকাপ জিতল অস্ট্রেলিয়া। মেলবোর্নে একপেশে ফাইনালে তারা ১০১ বল বাকি থাকতে ৭ উইকেটে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে দেয়।

সেরা অফবিট খবর

প্রীতির আলুপরোটা

২০০৯ আইপিএলের স্মৃতিচারণে তৎকালীন পাঞ্জাব কিংস ইলেভেনের অন্যতম কর্ণধার প্রীতি জিন্টার আলুপরোটা বানানোর কথা ভক্তদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন ইংল্যান্ডের অলরাউন্ডার রবি বোপারা। বলেছেন, 'তখন আইপিএলে ম্যাচের শেষে বা তার আগে পার্টি হত। সেই ম্যাচে আমরা জিতেছিলাম। সর্বাধিক রান ছিল আমার। প্রচণ্ড খুশি হয়ে প্রীতি জিন্টা আমার কাছে জানতে চেয়েছিলেন আমি প্রাতঃরাশে কী খেতে চাই? বলেছিলাম, আলুপরোটা। নিজেই তিনি সেটা আমার জন্য বানিয়ে এনেছিলেন। তাঁর আতিথেয়তায় মুগ্ধ হয়েছিলাম। সারাজীবন এই ঘটনার জন্য প্রীতিকে ধন্যবাদ দেব।'

ইনস্টা সেরা

মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে হারিয়ে জয়ের পর সানরাইজার্স হায়দরাবাদের অন্যতম কর্ণধার কাব্যা মারানের নাচ।

উত্তরের মুখ

রাজ্য আন্তঃকলেজ অ্যাথলেটিক্সে হলদিবাড়ির নেতাজি সুভাষ মহাবিদ্যালয়ের আসমিন প্রামাণিক লং জাম্পে ব্রোঞ্জ পেয়েছেন। লাফিয়েছেন ৫.৪৭ মিটার।

ভাইরাল

বিরাটকে প্রণামের শাস্তি

পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে ম্যাচের মাঝেই বিরাট কোহলিকে প্রণাম করতে ঢুকে পড়েছিলেন এক ব্যক্তি। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওয় (উত্তরবঙ্গ সংবাদ সত্যতা যাচাই করেনি) দেখা গিয়েছে, নিরাপত্তারক্ষীরা তাঁকে মাঠের বাইরে নিয়ে গিয়ে চোখে-মুখে ঘুষি মারছেন। টানা মার হজম করতে না পেরে তিনি পড়ে যেতে গেলে হাঁটুর ভাঁজে লাথি মারেন নিরাপত্তারক্ষীদের একজন।

সেরা উক্তি

বাকি ফ্র্যাঞ্চাইজির থেকে একেবারে আলাদা চেন্নাই সুপার কিংস। আমাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে। নিজের সহজাত ক্রিকেট যাতে খেলতে পারি, আরও উন্নতি করতে পারি, সেটাই নিশ্চিত করতে চেয়েছে। আমি নিজেই মুখিয়ে দলকে জয় উপহার দিতে।

- শিবম দুবে

সংখ্যায় চমক

৩৮

সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ও মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ম্যাচে দুই ইনিংস মিলিয়ে ৩৮ ছক্কা দেখা গিয়েছে। ভেঙে গিয়েছে পুরুষদের একটি টি২০ ম্যাচে সর্বাধিক ছক্কার রেকর্ড। ২০১৯ সালে ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগ ও ২০১৮ সালে আফগানিস্তান প্রিমিয়ার লিগে ৩৭টি করে ছক্কা হয়েছিল।

স্পোর্টস কুইজ

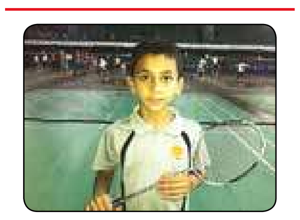

১. বলুন তো ইনি কে?

২. প্রথমবার এশিয়ান গেমস ফুটবলে সোনা জয়ের সময় ভারতীয় দলের কোচ কে ছিলেন?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম ছাপা হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. কিদাম্বি শ্রীকান্ত,
২. যশস্বী জয়সওয়াল।

সঠিক উত্তরদাতারা

স্নেহা দত্ত, লাবণ্য কুণ্ডু, পাপিয়া সরকার, দেবেশ সরকার, মৌ রায়চৌধুরী।

মুম্বই কি ফের রোহিত-মুখী?

ডানা ছাঁটা হতে পারে হার্দিকের

হায়দরাবাদ, ২৮ মার্চ : নতুন অধিনায়ক।

আগামীর ভাবনা। যদিও নয়া দৌড়ের শুরুতেই জোড়া ধাক্কা। মুম্বই ইন্ডিয়ান্স বরাবরই 'লেট স্টার্টার'। শুরুটা খারাপ করে। পরে পুষিয়ে দেয়। ফলে প্রত্যাবর্তনের রাস্তা খোলা। হাতে সেই সুযোগ, সময় দুই-ই রয়েছে।

অতীতের যে কাহিনীই হতাশ মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের সাজঘরে রসদ জোগাচ্ছে। ব্যর্থতার চেয়ে অবশ্য চিন্তা বাড়াচ্ছে হার্দিক পান্ডিয়ার নেতৃত্ব। গুজরাট টাইটান্সের বিরুদ্ধে অভিযান শুরুর ম্যাচে একাধিক ভুল করে দলকে ডুবিয়েছেন। ভুল থেকে শিক্ষা নেননি। প্রমাণ বুধবার রাতে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ম্যাচ।

সূত্রের খবর, ফ্র্যাঞ্চাইজির অন্দরমহলে চর্চায় হার্দিকের নেতৃত্ব। বিতর্ক উসকে দিচ্ছে হায়দরাবাদ ম্যাচের মাঝে দলের নিয়ন্ত্রণ রোহিতের হাতে চলে যাওয়া। হার্দিক মাঠে থাকলেও হায়দরাবাদ ইনিংসে শেষ দিকে হিটম্যানকেই নির্দেশ দিতে দেখা যায়।

দুইয়ে দুইয়ে চার? হার্দিকের নেতৃত্বে ব্যর্থতা জারি থাকলে ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে সবকিছুই সম্ভব। বুধবার ম্যাচের পর আকাশ আম্বানি মাঠের মধ্যেই রোহিতের সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলেন। পরে আলোচনায় যোগ দেন হার্দিকও। বেশ বিরক্ত দেখাচ্ছিল হিটম্যানকে। অনেকের ধারণা, হার্দিকের ডানা ছেঁটে রোহিতকে 'লিডারশিপ' গ্রুপে বাড়তি প্রাধান্য দেওয়া হতে পারে।

এদিকে, জসপ্রীত বুমরাহ-ইস্যুতে হার্দিককে তুলোধোনা প্রাক্তনদের। ব্রেট লি-র দাবি, 'বুমরাহকে দিয়েই বোলিং শুরু না করাটাই বড় ভুল। দুই ম্যাচেই বুমরাহ যখন আক্রমণে আসছে, ততক্ষণে প্রতিপক্ষ ভালো শুরু পেয়ে গিয়েছে। আর ক্রিজে সেট হয়ে গেলে হেনরিচ ক্লাসেনদের আটকানো অসম্ভব।' স্টিভেন স্মিথের মুখেও একই সুর।

বুধবার ম্যাচ শেষে রোহিত শর্মার সঙ্গে নীতা আম্বানির পুত্র আকাশের আলোচনা উসকে দিয়েছে মুম্বই ইন্ডিয়ান শিবিরে নতুন জল্পনা।

> বুমরাহ দলের সেরা বোলার। শুরুতে উইকেট এলে রানরেট কমত। বুমরাহ এই ব্যাপারে তুরুপের তাস। অথচ, বুমরাহকে যখন বোলিংয়ে ফেরানো হল, ততক্ষণে যা ক্ষতি হওয়ার তা হয়ে গিয়েছে।
>
> - স্টিভেন স্মিথ

জানিয়েছেন, যা ক্ষতি তা হওয়ার পর বুমরাহকে ফেরানো হচ্ছে। এরকম ভুল মানা যায় না।

স্মিথ বলেছেন, 'বুমরাহ দলের সেরা বোলার। শুরুতে উইকেট এলে রানরেট কমত। বুমরাহ এই ব্যাপারে তুরুপের তাস। অথচ, বুমরাহকে যখন বোলিংয়ে ফেরানো হল, ততক্ষণে যা ক্ষতি হওয়ার তা হয়ে গিয়েছে।'

স্মিথের মতে, দলের বাকি বোলাররা যেখানে মার খাচ্ছেন, সেখানে প্রথম ১৩ ওভারে মাত্র এক ওভার বুমরাহকে। কোনও যুক্তি ধোপে টেকে না। আগে বুমরাহকে দিয়ে বল করালে উইকেট আসতে পারত, স্কোরটা ২৭৭-এর বদলে ২৫০ হলে রান তাড়া করেও ফেলত মুম্বই।

সানরাইজার্সের প্রাক্তন কোচ টম মুডির দাবি, 'প্রতিপক্ষ ম্যাচ নাগালের বাইরে নিয়ে চলে যাচ্ছে, অথচ বুমরাহর দেখা নেই! প্রথম তেরোয় মাত্র ১ ওভার! পাওয়ার প্লে-তে অগ্রাধিকার পায় উইকেট নেওয়া। বুমরাহ টি২০ ফরম্যাটের সেরা বোলার। তাঁকেই কিনা ব্যবহার করা হল না!'

সমালোচকদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছে তিলক ভার্মাদের প্রচেষ্টার মাঝে হার্দিকের ব্যাটিং-ফ্লপ শো। ২০ বলে ২৪ করেন। স্ট্রাইক রেট মাত্র ১২০। প্রাক্তন অলরাউন্ডার ইরফান পাঠানের অভিযোগ, 'দলের বাকিরা যদি ২০০ স্ট্রাইক রেটে ব্যাটিং করে, তাহলে অধিনায়ক ১২০ স্ট্রাইক রেট ব্যাট করতে পারেন না।'

চাপ বাড়াচ্ছে সূর্যকুমার যাদবের অনুপস্থিতি। প্রথম দুই ম্যাচে স্কাইকে পাওয়া যায়নি। কবে ফিরবেন, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা জারি। সূত্রের খবর, আরও কয়েকটা ম্যাচে সূর্যকে ছাড়াই খেলতে হবে মুম্বইকে। স্পোর্টস হার্নিয়ার অস্ত্রোপচারের পর রিহ্যাব চলছে সূর্যের। দ্রুত উন্নতি করলেও অপেক্ষা দীর্ঘ হচ্ছে।

রুতুর মুখে মাহি-ফ্যাক্টর

চেন্নাই, ২৮ মার্চ : চেন্নাই সুপার কিংসের পরিবেশ তাঁকে বদলে দিয়েছে।

দাবি হলুদ ব্রিগেডের অন্যতম তারকা শিবম দুবের। ২০২২ সালে টিম চেন্নাইয়ে যোগ দেওয়ার আগে খেলেছেন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু (২০১৯-'২১), রাজস্থান রয়্যালসে (২০২১)। কিন্তু প্রতিভা অনুযায়ী সাফল্য পাননি।

আরসিবি-র হয়ে ১৫ ম্যাচে করেন মাত্র ১৬৯। গড় ১৬.৯০।

দলের পরিবেশকেই কৃতিত্ব শিবমের

রাজস্থানের হয়ে ৯ ম্যাচে ২৮.৭৫ গড়ে ২৩০। কিন্তু মহেন্দ্র সিং ধোনির হাতে পড়ে সেই শিবম এখন হলুদ ব্রিগেডের অন্যতম ম্যাচ উইনার। চলতি মরশুমে দুইটি ম্যাচ খেলে ৮৫ রান। যার মধ্যে গুজরাট টাইটান্সের বিরুদ্ধে ম্যাচ উইনিং পারফরমেন্স। গতবারও চেন্নাইকে চ্যাম্পিয়ন করার অন্যতম কারিগর ছিলেন শিবম (৪৩০ রান করেন)।

ভাগ্যের চাকা বদলে যাওয়ার জন্য ফ্র্যাঞ্চাইজিকেই কৃতিত্ব দিচ্ছেন শিবম। দাবি, বাকি ফ্র্যাঞ্চাইজির থেকে একেবারে আলাদা চেন্নাই। সহজাত ক্রিকেট খেলার ব্যাপারে স্বাধীনতা দিয়েছে। ফলে চাপমুক্ত হয়ে খেলার সুযোগ পাচ্ছেন। যার প্রতিফলন বাইশ গজে।

শিবম বলেছেন, 'বাকি ফ্র্যাঞ্চাইজির থেকে একেবারে আলাদা চেন্নাই সুপার কিংস। আমাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে। নিজের সহজাত ক্রিকেট যাতে খেলতে পারি, আরও উন্নতি করতে পারি, সেটাই নিশ্চিত করতে চেয়েছে। আমি নিজেই মুখিয়ে দলকে জয় উপহার দিতে।'

স্পিনের বিরুদ্ধে শিবমের বিগহিটের দক্ষতা প্রশংসিত। চলতি আসরে পেসারদের বিরুদ্ধে, শর্টবলে স্বাচ্ছন্দ্য দেখাচ্ছে। শিবমের কথায়, 'শর্টবলের বিরুদ্ধে শট খেলার ব্যাপারে ঘাম ঝরাচ্ছেন। যার সুফলও পাচ্ছেন। জানি বোলাররা আমাকে শর্টবল করবে। আমি এরজন্য প্রস্তুত। দল চায়, আমি ভালো স্ট্রাইক রেট রেখে দ্রুতগতিতে রান তুলি। দলের যে দায়িত্বটা পালন করতে চাই।'

অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের দাবি, মাহি-স্পর্শই বদলে দিয়েছে শিবমকে। ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে শিবমের উপস্থিতিতে লাভবান হচ্ছে দল। পুরো পরিকল্পনাই মাহির মস্তিষ্কপ্রসূত। রুতুরাজের কথায়, মাহিভাই শিবমকে তার দায়িত্ব পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে। সঙ্গে স্পেশাল টিপস, যা আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছে শিবমের। সুফল মিলছে ব্যাটিংয়ে।

শর্টপিচ বলে শিবম দুবের দুর্বলতা কাটাতে এগিয়ে এসেছিলেন মহেন্দ্র সিং ধোনি, ফাঁস করেছেন চেন্নাই সুপার কিংসের অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড়।

কোর্ট থেকে দূরে নিত্যনতুন পোশাকে আরও মোহময়ী সাইনা নেহওয়াল।

ইস্টবেঙ্গলে আসেননি গিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ মার্চ : সামনের সবকটা ম্যাচই জিততে হবে। ফুটবলারদের এই বার্তা দিয়ে দিলেন আন্তোনিও লোপেজ হাবাস।

এদিনই সব ফুটবলার যোগ দিয়েছেন জাতীয় দলের শিবির থেকে এসে। মালয়েশিয়ায় যাওয়া ফুটবলাররাও এসে গেছেন। ফলে চেন্নাইয়ান এফসি ম্যাচের প্রস্তুতি জোরকদমে শুরু করে দিল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। বুধবারই শহরে পৌঁছে যান জাতীয় দলের ফুটবলাররা। হাবাস চেয়েছিলেন তাঁরা বিকেলে এসে রিকভারি সেশন করুন। কিন্তু বিমানযাত্রার ধকল এবং আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে হারের মানসিক ধাক্কা কাটাতে একটা দিন বিশ্রাম চেয়ে নেন মনবীর সিং-লিস্টন কোলাসোরা। এদিন থেকে গোটা দলকে নিয়েই শেষ পর্যায়ের প্রস্তুতি শুরু করলেন হাবাস। এই শেষ চার ম্যাচে গোটা দল এতটাই ফোকাস যে সুহেল আহমেদ ভাট, রাজ বাসফোরদের আরএফডিএলের ম্যাচগুলোতেও আর খেলানো হচ্ছে না। গোটা দলটাকেই তরতাজা অবস্থায় পেতে চাইছেন হাবাস। দলের প্লে-মেকার সাহাল আব্দুল সামাদ অবশ্য ৩১ তারিখের ম্যাচে খেলতে পারবেন না। পরবর্তী ম্যাচগুলোর আগে সুস্থ হয়ে যাবেন বলে দলসূত্রের খবর। চেন্নাইয়ান এফসি এখনও পর্যন্ত আহামরি খেলতে পারেনি লিগে। কিন্তু তা সত্ত্বেও গা-ছাড়া মনোভাব দেখাতে নারাজ সবুজ মেরুন শিবির। হাবাস আসার পর থেকে তিনি দলের শৃঙ্খলার দিকে বাড়তি নজর দেওয়ার ফল পাওয়া যাচ্ছে বলে ম্যানেজমেন্টের তরফেও ঘনিষ্ঠ মহলে স্বীকার করা হচ্ছে। আইএসএল চ্যাম্পিয়ন, ডুরান্ড কাপ চ্যাম্পিয়ন হলেও এখনও পর্যন্ত শিল্ড জিততে পারেনি মোহনবাগান। তাই এখন গোটা দলের এক এবং একমাত্র লক্ষ্য আইএসএল শিল্ড জয়।

এদিকে, কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে ৩ এপ্রিল ম্যাচ খেলতে দুইদিন আগেই কোচি যাবে ইস্টবেঙ্গল। লম্বা সফরের জন্যই এই সিদ্ধান্ত বলে জানা গেল। দিন দুয়েক হল শেষ তিন ম্যাচের প্রস্তুতি শুরু হলেও এখনও অনুশীলনে গরহাজির নন্দকুমার শেখর। তিনি পেটের অসুখে ভুগছেন বলে জানা গিয়েছে। তাঁর অসুস্থতা চিন্তা বাড়াচ্ছে কার্লোস কোয়াদ্রাতের। শহরে থাকলেও অনুশীলনে নামার মতো অবস্থায় নেই চুঙ্গনুঙ্গা। ক্লাবের তরফে স্বীকার করা না হলেও সূত্রের খবর, শেষ তিন ম্যাচেই তাঁকে পাওয়া যাবে না। সিনিয়ার ও জুনিয়ার জাতীয় শিবির থেকে সব ফুটবলার ফিরে এলেও অনুশীলনে যোগ দেননি প্রভসুখান সিং গিল। সম্ভবত শুক্রবারই তিনি যোগ দেবেন। ইস্টবেঙ্গলের শেষ ম্যাচ পাঞ্জাব এফসি-র বিরুদ্ধে ১০ তারিখ দিল্লিতে। দল সুপার সিক্সে না উঠতে পারলে সেখান থেকেই বেশিরভাগ ফুটবলার বাড়ি চলে যাবেন। তবে আরএফডিএলে মূলপর্বের খেলা পড়েছে দিল্লিতেই। তাই সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, আমন সিকেদের মতো যাঁরা রিজার্ভ দলের ফুটবলার তাঁরা দিল্লিতেই থেকে যাবেন বলে জানা গিয়েছে।

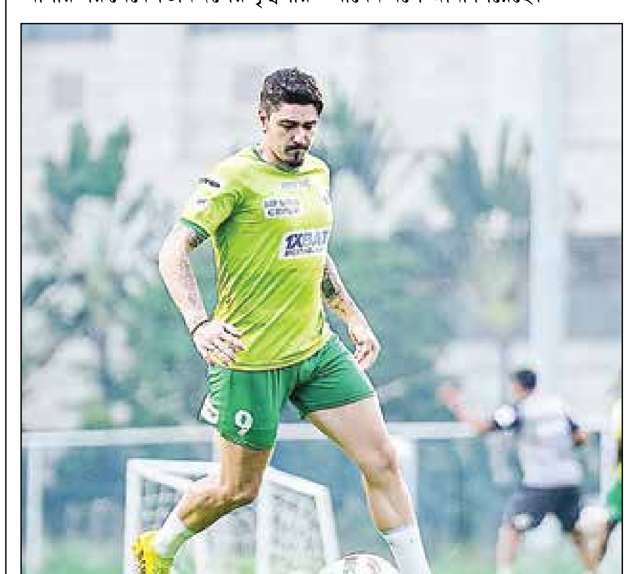

অনুশীলনে দিমিত্রিস পেত্রাতোস। নেমে পড়লেন জাতীয় দলের ফুটবলাররাও।

সাজঘরে হার্দিক-শচীনের পেপটক

লারার টিপসে ব্যাটিং তাণ্ডব অভিষেকের

হায়দরাবাদ, ২৮ মার্চ : জোড়া বিশ্বরেকর্ড।

বিস্ফোরক ব্যাটিং প্রদর্শনীতে টি২০ ফরম্যাটে নয়া কাহিনী। সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটে এক ম্যাচে সর্বাধিক ৫২৩ রান। ভাঙে ২০২৩ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচে হওয়া ৫১৭ রানের রেকর্ড। বিশ্বরেকর্ড সর্বাধিক ছক্কারও (৩৮টি)। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে বোলারদের যে 'বধ্যভূমিতে' শেষ হাসি হাসে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ।

ট্রাভিস হেডের হাত ধরে বিস্ফোরণের শুরু। মাঝে অভিষেক শর্মা। শেষে পোড়খাওয়া দক্ষিণ আফ্রিকার তারকাদ্বয় আইডেন মার্করাম-হেনরিচ ক্লাসেন। হায়দরাবাদের ২৭৭ রান-এভারেস্টের সামনে মুম্বইয়ের প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা থামে ২৪৬/৫-এ।

সাত ছক্কায় ২৩ বলে বিস্ফোরক ৬৩ করে অভিষেকের মুখে আবার দলের প্রাক্তন কোচ ব্রায়ান লারার কথা। বলেছেন, 'ম্যাচের আগের দিন লারার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেয়েছিলাম। আমাকে যা খুব সাহায্য করেছে। বোলিং নিয়েও খাটছি। অনুশীলনে তো এখন ব্যাটিংয়ের তুলনায় বোলিং বেশি করি।'

বাইশ গজে তাণ্ডব চালানোর পরিকল্পনা নিয়েই নামেন। যা উসকে দেন হেড। অভিষেক বলেছেন, 'হেডের সঙ্গে ব্যাটিং উপভোগ করেছি। ও আমার অন্যতম ফেভারিট ব্যাটার। শ্রদ্ধা করি। হেড বলছিল, তোমার নাগালের মধ্যে বল এলেই চালাও। ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলাও আমাকে আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছে।'

সানরাইজার্স হায়দরাবাদের জয়ের কারিগর-অভিষেক শর্মা, ট্রাভিস হেড ও হেনরিচ ক্লাসেন (বাঁয়ে)। ম্যাচের মাঝে জসপ্রীত বুমরাহর সঙ্গে হার্দিক পান্ডিয়া।

এদিকে জোড়া হার, ঘরে-বাইরে সমালোচনা, বিতর্কে জেরবার হার্দিক পান্ডিয়া। তবে হাল ছাড়তে নারাজ। নিজেদের সৈনিকের সঙ্গে তুলনা করে ম্যাচ শেষে সতীর্থদের তাঁতানোর চেষ্টায় হার্দিক বলেছেন, 'শক্তিশালী সৈন্যরাই সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হয়। টুর্নামেন্টে আমরাই সবচেয়ে শক্তিশালী। কঠিন টার্গেটেও দারুণ লড়ল ব্যাটাররা। বোলারদের কথাও বলব। সবার মধ্যে লড়াইয়ের প্রচেষ্টা দেখেছি। যে কোনও পরিস্থিতিতে এক হয়ে লড়তে হবে। আমি নিশ্চিত খারাপ সময়টা ঠিক কেটে যাবে।'

> আগে শুধু লেগসাইডে শট খেলার টার্গেট করতাম। ভালো লাগছে এখন অফসাইডেও বেশি করে শট খেলছি। এবার দুই ম্যাচেই ব্যাটাররা দারুণ পারফর্ম করল। ভালো লাগছে দলের জয়ে অবদান রাখতে পেরে।
>
> ট্রাভিস হেড

দলের মেন্টর শচীন তেন্ডুলকারের মুখে অসম্ভব লক্ষ্যকে তাড়া করার কথা। বলেছেন, 'প্রথম ১০ ওভারে বোঝা যাচ্ছিল না কে জিতবে। ওপেন ছিল ম্যাচ। লক্ষ্যটা অসম্ভব মনে হচ্ছিল না ওইসময়। দারুণ লড়াই, দুরন্ত ব্যাটিং। এটাই ধরে রাখতে হবে, তাহলে ঠিক জয় আসবে।'

শুরুর ধামাকায় ম্যাচের গতিপথ ঠিক করে দেওয়া হেড নিজের ইনিংস নিয়ে খুশি। বলেছেন, 'আগে শুধু লেগসাইডে শট খেলার টার্গেট করতাম। ভালো লাগছে এখন অফসাইডেও বেশি করে শট খেলছি। এবার দুই ম্যাচেই ব্যাটাররা দারুণ পারফর্ম করল। ভালো লাগছে দলের জয়ে অবদান রাখতে পেরে। ইনিংসটা উপভোগ করেছি।'

মুম্বই যেভাবে রান তাড়া করছিল, তাতে ২৭৭-ও একসময় নিরাপদ মনে হচ্ছিল না। যে প্রসঙ্গে সানরাইজার্সের জয়ী অধিনায়ক প্যাট কামিন্স বলেছেন, 'ব্যাটিংয়ের জন্য ভালো উইকেট। টার্ন ছিল না। ছিল না বাউন্স। ফলে বড় স্কোর লক্ষ্য ছিল। জানতাম, নাহলে জেতা কঠিন এখানে। তবে ২৭০ টার্গেট নিয়ে কেউ খেলে না। পিচের সাহায্য দারুণভাবে কাজে লাগিয়েছে হেড-অভিষেক-ক্লাসেনরা।'

মাঠে আমি বস, বাইরে ফুটবলারদের বন্ধু : চেরনিশভ

সায়ন গুপ্ত

কলকাতা, ২৮ মার্চ : সবসময় বাস্তবের মাটিতে পা রেখে চলেন। শৃঙ্খলা ও সতর্কতার মোড়কে গোটা দলকে মুড়ে ফেলেছেন। সাময়িক সাফল্যে যেমন উচ্ছ্বাসে ভেসে যান না, তেমনই খারাপ সময়ে আতঙ্কে ভোগেন না। ফুটবলারদের ভাবনায় স্বচ্ছতা এনেই যেন বদলে দিয়েছেন মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে। আই লিগের খেতাবি দৌড়ের অন্তিম ল্যাপের আর কয়েক মিটার। বড়সড়ো অঘটন না ঘটলে ইতিহাস গড়া কার্যত পাকা। দ্বিতীয়বার দায়িত্ব নেওয়ার উদ্দেশ্য থেকে দলের সাফল্যের মূলমন্ত্র, 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-এর সঙ্গে খোলামেলা কথা বললেন মহমেডানের রাশিয়ান কোচ আন্দ্রেই চেরনিশভ।

দাপুটে পারফরমেন্সের ফর্মুলা

সবটাই কঠোর পরিশ্রম ও শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনযাপনের ফল। পাশাপাশি দলগত চেষ্টারও বড় ভূমিকা রয়েছে। ক্লাবের পদাধিকারী থেকে কোচিং স্টাফ, প্রত্যেকেই এই সাফল্যের অংশ। এই মরশুমে আমরা একটা দল হিসাবে এগিয়েছি। প্রত্যেকেই একে অপরকে সম্মান করেছি। দলগত চেষ্টা ছাড়া এটা সম্ভব হত না। সাফল্যের কোনও গোপন ফর্মুলা হয় না। এই একই কথা বিশ্বের তাবড় কোচেরা বলবেন।

এক সুতোয় দলকে বাঁধা

বিশ্বের সব ক্লাবেই নতুন কোচের দক্ষতা নিয়ে ফুটবলাররা প্রথমে সন্দেহ করেন। এখানে আমার সঙ্গেও তাই হয়েছিল। আমায় প্রমাণ করতে হয়েছিল যে, দলটিকে পরিচালনা করার আমিই সঠিক ব্যক্তি। ফুটবলারদের মনে আমার দক্ষতা সম্বন্ধে বিশ্বাস তৈরি করাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। তারপর ওদের বুঝিয়েছি যে মাঠে আমিই বস। আমার কথামতোই চলতে হবে। মাঠের বাইরে আমি বন্ধু। সকলের সঙ্গে খোলামেলাভাবে মিশেছি। ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কথা বলেছি। ফলে সময় যত এগিয়েছে তত আমরা একে অপরের কাছে এসেছি।

কঠোর পরিশ্রম ও টিমওয়ার্ক সাফল্যের চাবিকাঠি মহমেডানের

মরশুমের কঠিনতম সময়

(হেসে) আমার কাছে গোটা মরশুমটাই কঠিন ছিল। আজও প্রথম একাদশ বাছতে সমস্যায় পড়ি। কারণ দলে একই পজিশনে একাধিক ভালো খেলোয়াড় আছে। জানুয়ারি মাসে শীতকালীন ছুটি কাটিয়ে ফেরার সময়টা চ্যালেঞ্জিং ছিল। প্রথম কিছু ম্যাচে সমস্যা হলেও আমরা ছন্দ ফিরে পেয়েছিলাম। একটা সময় মিরজালোল কাসিমভ ও অ্যালেক্সিস গোমেজ বেশ কিছু ম্যাচের জন্য নির্বাসিত ছিল। সেই পরিস্থিতিতে আমরা আতঙ্কিত হইনি। ফুটবলারদের মনে বিশ্বাস জাগিয়েছিলাম যে, বাকিরা ওদের অভাব মেটাতে পারে।

> আমার কাছে গোটা মরশুমটাই কঠিন ছিল। আজও প্রথম একাদশ বাছতে সমস্যায় পড়ি। কারণ দলে একই পজিশনে একাধিক ভালো খেলোয়াড় আছে। জানুয়ারি মাসে শীতকালীন ছুটি কাটিয়ে ফেরার সময়টা চ্যালেঞ্জিং ছিল।
>
> আন্দ্রেই চেরনিশভ।

মহমেডানে দ্বিতীয় ইনিংস

(একটু ভেবে) ২০২১-'২২ মরশুমে প্রথম দায়িত্ব নিয়ে মহমেডানকে রানার আপ করেছিলাম। পরের মরশুমে ৭ ম্যাচ পরই ক্লাব আমার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে। তারপর সার্বিয়ার দ্বিতীয় ডিভিশনের দলে কাজ করার পর মাস দুয়েক মস্কোয় পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছিলাম। সেইসময় বিভিন্ন দেশ থেকে অফার ছিল। কিন্তু মহমেডান থেকে প্রস্তাব পেতেই রাজি হই। উদ্দেশ্য ছিল অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করা। অনেকেই বলেছিলেন, একবার তাড়িয়ে দেওয়ার পর আবার কেন এই ক্লাবে যোগ দিচ্ছি? আমি গুরুত্ব দিইনি।

স্টিমাকের সঙ্গে সাক্ষাৎ

প্রথমবার মহমেডানের দায়িত্ব নেওয়ার পর জাতীয় দলের সঙ্গে আমরা প্রীতি ম্যাচ খেলি। সেইসময় থেকেই আমরা বন্ধু। চলতি মরশুমেও আমাদের খেলা দেখতে এসেছিলেন তিনি। দলের কয়েকজন ফুটবলারকে নিয়ে আমায় জিজ্ঞেস করেছিল যে তারা জাতীয় দলে খেলার জন্য তৈরি কি না। এইটুকুই। ফুটবলারদের নাম বলতে চাই না।

বিরাট-গম্ভীরের ‘মর্যাদার’ মহারণ

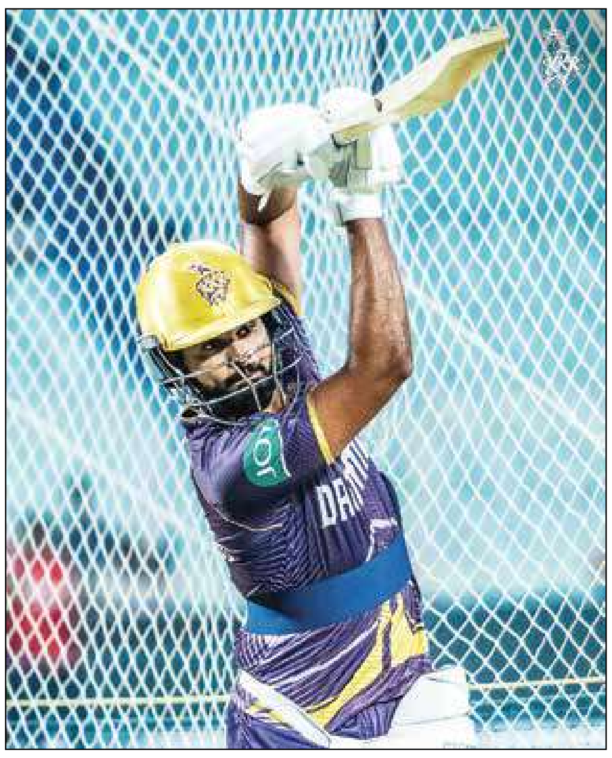

ফর্মে ফিরতে ব্যাটিংয়ে শান শ্রেয়স আইয়ারের। কলকাতা নাইট রাইডার্স ম্যাচের প্রস্তুতিতে চলেছেন বিরাট কোহলি। বৃহস্পতিবার।

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৮ মার্চ : একজন প্রাক্তন ক্রিকেটার। বর্তমানে মেন্টর। অপরজন প্রাক্তন অধিনায়ক। প্রায় দুই মাস পর ক্রিকেটে ফিরেই দারুণ ফর্মে!

প্রথমজন গৌতম গম্ভীর। কলকাতা নাইট রাইডার্সের নয়া মেন্টর। অপরজন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর তথা ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক। দ্বিতীয়বার বাবা হওয়ার পর ক্রিকেটে ফিরেই বিরাট কোহলি প্রমাণ করে দিয়েছেন, কুড়ির ক্রিকেটের আঙিনায় এখনও তাঁর অনেক দেওয়ার রয়েছে।

গম্ভীর ব্যাট হাতে মাঠে নামবেন না। তাঁর যাবতীয় কাজ ডাগআউট থেকে। ভরসা মগজাস্ত্র। বিরাট মাঠে নামবেন ব্যাট হাতে। চাইবেন বাইশ গজে ঝড় তুলতে। আর অদ্ভুতভাবে দুইজনই ‘মর্যাদার’ মহারণ জিততে মরিয়া। কেন মর্যাদার মহারণ?

পিছনে রয়েছে দীর্ঘদিনের শত্রুতা। যা এখন রেষারেষির পর্যায়ে। ২০১২ সালে বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে শুরু হওয়া গম্ভীর বনাম কোহলি এখন ভারতীয় ক্রিকেটের আঙিনায় ‘মিথ’ হয়ে গিয়েছে। যখনই ১২ বছর আগের সেই আইপিএলের ম্যাচের পর থেকে তাঁরা যখনই পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলেছেন, বাইশ গজে কিছু না কিছু বিতর্ক হয়েছে। যার প্রত্যক্ষ প্রভাবও পড়েছে দুই দলের পারফরমেন্সে। প্রশ্ন হল, আগামীকাল কী হবে?

জবাব আগামীকালই পাওয়া যাবে। তার আগে চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে হার দিয়ে শুরুর পর দ্বিতীয় ম্যাচে পাঞ্জাব কিংসকে হারিয়ে জয়ের সরণিতে আরসিবি। আর ইডেন গার্ডেন্সে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে উত্তেজক জয়ের পর আগামীকাল দ্বিতীয় ম্যাচে নামার আগে শ্রেয়স আইয়ারদের সংসারের রিংটোন, পরিস্থিতি যাই হোক, লড়াই ছাড়া যাবে না। আজ সন্ধ্যার দিকে চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে কেকেআরের স্তম্ভ দ্রে রাসও তেমনই ইঙ্গিত দিয়ে গিয়েছেন। রাতের দিকে কেকেআরের অনুশীলনে নেটে ব্যাট হাতে ঝড় তুলে আন্দ্রে রাসেল বুঝিয়ে দিয়েছেন, প্রথম ম্যাচের মতো ২৪ বলে ৬৪ রানের তাণ্ডব আরও আসতে চলেছে এবারের আইপিএলে। দ্রে রাসের আগুনে ফর্মের পরও কেকেআর সংসারে স্বস্তি নেই।

মুজিবের বদলি আল্লা গজনফার

আফগানিস্তানের মুজিব উর রহমান চোটের কারণে আজ ছিটকে গিয়েছেন আইপিএল থেকে। তাঁর বদলে তরুণ আফগান প্রতিভা আল্লা গজনফারকে স্কোয়াডে নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি প্রথম ম্যাচে দলের টপ অর্ডারের ব্যাটিং ব্যর্থতা মেন্টর গম্ভীর ও কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতকে অবশ্যই চাপে রেখেছে। ডেথ বোলিং নিয়েও রয়েছে সমস্যা। হায়দরাবাদ ম্যাচে ১৯ নম্বর ওভারে মিচেল স্টার্কের বোলিং কেকেআরের অন্দরমহলে চাপ তৈরি করে রেখেছে। তাছাড়া চিন্নাস্বামীর ছোট বাউন্ডারির কথা ভেবে দলের কম্বিনেশন নিয়েও চলছে নানা আলোচনা।

তুলনায় ফুরফুরে আরসিবি। মহেন্দ্র সিং ধোনির চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে হার দিয়ে আইপিএল অভিযান শুরু হলেও দ্বিতীয় ম্যাচেই ছন্দে আরসিবি। কোহলি রানে ফিরেছেন। অধিনায়ক ফাফ ডু প্লেসি, ক্যামেরন গ্রিন, গ্লেন ম্যাক্সওয়েলরা এখনও রান না পেলেও তাঁরাও যে কোনও দিনই ছন্দে ফিরবেন। শেষ ম্যাচে অভিজ্ঞ দীনেশ কার্তিক (প্রাক্তন কেকেআর অধিনায়কও বটে) প্রমাণ করেছেন, ফিনিশার হিসেবে তিনি এখনও সেরা। এসবের পাশে আগামীকাল চিন্নাস্বামীতে কেকেআর বনাম আরসিবি ম্যাচের মূল আকর্ষণ হতে চলেছে, মহম্মদ সিরাজ বনাম দ্রে রাসের যুদ্ধ। অতীতে বারদুয়েক রাসেল ঝড় থামিয়েছেন সিরাজ। আগামীকাল চিন্নাস্বামীতে তিনি কী করবেন, তার উপর আরসিবি-র ভাগ্য নির্ভর করবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

দিন কয়েক আগে চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে আরসিবি বনাম পাঞ্জাব ম্যাচের বাইশ গজে স্পিনাররা সামান্য হলেও সাহায্য পেয়েছিলেন। আগামীকালও তেমন কিছু ঘটলে স্পিন শক্তির বিচারে সুনীল নারায়ণ, সুযশ শর্মা ও বরুণ চক্রবর্তীরা বিরাটদের বিপদে ফেলতেই পারেন। এমন সব ক্রিকেটীয় বিশ্লেষণের পরও থাকছে সেই মহারণ, গম্ভীর বনাম বিরাট। সম্মান ও মর্যাদার ম্যাচে শেষ হাসি কে হাসেন, অপেক্ষা এখন তারই।

কেকেআর বনাম আরসিবি হেড টু হেড

মোট ম্যাচ ৩২। কলকাতা নাইট রাইডার্স-১৮। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু-১৪। শেষ পাঁচ ম্যাচে কেকেআরের জয় চার। আরসিবি-র এক।

নেট প্র্যাকটিসেও রণংদেহি মূর্তিতে আন্দ্রে রাসেল। বেঙ্গালুরুতে বৃহস্পতিবার। -এএফপি

চান্দু স্যারকে সমর্থন

আরও সাফল্যের প্রতিশ্রুতি দ্রে রাসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ মার্চ : ব্যাট হাতে তিনি যতটা আগ্রাসী, বাইশ গজে তাণ্ডব চালাতে পছন্দ করেন, কথা বলার সময় আন্দ্রে রাসেল ঠিক উলটো।

প্রতিটা কথা বলেন জোর দিয়ে। কিন্তু সময় নিয়ে। আর কে না জানে, সময় শব্দটা ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে কতটা গুরুত্বহীন। এহেন দ্রে রাস আগামীকাল চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ম্যাচের আগের দিন সন্ধ্যায় একসঙ্গে জোড়া কাজ করেছেন। এক, কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতের পাশে দাঁড়িয়েছেন। উড়িয়ে দিয়েছেন প্রাক্তন নাইট ডেভিড উইজার ‘জঙ্গি’ কোচের দাবি। দুই, প্রথম ম্যাচে দলের সাফল্যে অবদান রাখার পর রাসেল সাফল্যের ধারা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, ইডেনে সানরাইজার্স ম্যাচে ব্যর্থ হওয়া কেকেআরের টপ অর্ডার দ্রুত ছন্দে ফিরবে, এমন আশ্বাসও শোনা গিয়েছে রাসেলের গলায়।

২০২৩ সালের আইপিএল শুরুর আগে দলের দায়িত্ব নিয়েছিলেন কোচ চন্দ্রকান্ত। ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেটে তিনি অত্যন্ত সম্মানীয় কোচ। এহেন চান্দু স্যারকে গতকাল পডকাস্টে আচমকাই জঙ্গি তমকা দিয়েছিলেন উইজা। আজ উইজার বক্তব্য বাউন্ডারির বাইরে পাঠিয়ে দ্রে রাস বলেছেন, ‘শেষ মরশুম থেকে আমরা ওঁর সঙ্গে কাজ করছি। যথেষ্ট অভিজ্ঞ উনি। তাছাড়া সব কোচের দর্শন একরকম হয় না। পেশাদার ক্রিকেটার হিসেবে আমাদের দায়িত্ব সব পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া।’ ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটারদের মধ্যে মজা করার প্রবণতার কথা ক্রিকেট সমাজের অজানা নয়। রাসেলও আজ নিজের সেই বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেছেন, ‘সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ম্যাচ এখন অতীত। আগামীকাল আরসিবি-র বিরুদ্ধে ম্যাচে ব্যাট করতে নামতে চাই না আমি।’ এমন মন্তব্য করে নিজেই হেসে ফেলেছেন ক্যারিবিয়ান কিং। দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি বলেছেন, ‘প্রথম ম্যাচে আমাদের টপ অর্ডার ভালো করতে পারেনি। আশা করব, কাল ওরা ভালো করবে। আর আমায় ব্যাট করতেই হবে না।’

> শেষ মরশুম থেকে আমরা চান্দু স্যারের সঙ্গে কাজ করছি। যথেষ্ট অভিজ্ঞ উনি। তাছাড়া সব কোচের দর্শন একরকম হয় না। পেশাদার ক্রিকেটার হিসেবে আমাদের দায়িত্ব সব পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া।
>
> **আন্দ্রে রাসেল**

শেষ কয়েকটি আইপিএলে ছন্দে ছিলেন না রাসেল। এবার শুরু থেকেই তাণ্ডব তাঁর ব্যাটে। নিজেকে নতুনভাবে আবিষ্কার করা দ্রে রাসের কথায়, ‘মানসিকতায় বদল করেছি আমি। অতীতের ম্যাচ জেতানোর ভিডিও দেখে নিজেকে নতুনভাবে তৈরি করেছি। সঙ্গে স্টান্সেও বদল করেছি আমি। এখন পপিং ক্রিজে অনেকটা ঢুকে ব্যাট করছি। সঙ্গে শরীরের ওজনও কমিয়েছি।’ নয়া অবতারের দ্রে রাস কেকেআর-কে কোন পথে নিয়ে যান, সেটাই দেখার।

আইপিএলে আজ

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু বনাম কলকাতা নাইট রাইডার্স

স্থান : বেঙ্গালুরু
খেলা শুরু : সন্ধে ৭.৩০ মিনিট
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিও সিনেমায়

সেঞ্চুরির মঞ্চে চেনা ঝলক পন্থের ব্যাটে

রাজস্থান রয়্যালস-১৮৫/৫
দিল্লি ক্যাপিটালস- ১৭৩/৫

উইকেট নেওয়ার পর কুলদীপ যাদবকে অভিনন্দন ঋষভ পন্থের।

জয়পুর, ২৮ মার্চ : ২০১৬ সালের নিলামে তাঁকে নিয়েছিল দিল্লি ডেয়ারডেভিলস (বর্তমানে দিল্লি ক্যাপিটালস)। কাকতালীয়ভাবে নিলামের দিনই অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে শতরান করে ভারতকে সেমিফাইনালে তোলেন ঋষভ পন্থ। সেই বছরই মেগা লিগে অভিষেক হয় তাঁর। বৃহস্পতিবার দিল্লি ফ্র্যাঞ্চাইজির প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে পন্থ ১০০তম আইপিএল ম্যাচ খেললেন। তাঁর চেনা ঝলকের কিছুটা এদিন দেখা মিলল। বিশেষ করে যুযবেন্দ্র চাহালকে ডিপ মিড উইকেট দিয়ে তাঁর মারা ছক্কা পুরোনো দিনের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। যদিও শেষপর্যন্ত ২৮ রানে চাহালের (১৯/২) শিকার হয়ে তাঁকে ফিরতে হয়। স্মরণীয় দিনে পন্থকে জয় উপহার দিতে চেষ্টা চালিয়ে ছিলেন ডেভিড ওয়ার্নার (৪৯) ও ট্রিস্টান স্টাবস (অপরাজিত ৪৪)। শেষ ওভারে ১৭ দরকার পরিস্থিতিতে আবেশ খানের (২৯/১) বোলিং রাজস্থান রয়্যালসকে ১২ রানে জয় এনে দিয়েছে।

পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে জয় পাওয়ায় একাদশে কোনও পরিবর্তন করেনি রাজস্থান। শুধু তাই নয়, চোটের জন্য ছিটকে যাওয়া পেসার প্রসিধ কৃষ্ণার বদলে দক্ষিণ আফ্রিকার স্পিনার কেশব মহারাজের নামও এদিন রাজস্থানের তরফে ঘোষণা করা হয়েছে। গত ম্যাচে টসের সময় রাজস্থানের অধিনায়ক সঞ্জু স্যামসন জানিয়েছিলেন, এবারের আইপিএলে রিয়ান পরাগ চার নম্বরে কার্যত পাকা। এদিন দলের সংকটের মুখে অসমের এই মিডল অর্ডার ব্যাটার টিম ম্যানেজমেন্টের ভরসার মর্যাদা দেওয়ার চেষ্টা করলেন। রিয়ানের (৪৫ বলে অপরাজিত ৮৪) পরিণত আগ্রাসী ব্যাটিংয়ের সুবাদে রাজস্থান ১৮৫/৫ স্কোরে পৌঁছে যায়।

স্কোরবোর্ডে ৩০ রান ওঠার ফাঁকে ফিরে যান রাজস্থানের দুই ওপেনার যশস্বী জয়সওয়াল (৫) ও জস বাটলার (১১)। সঞ্জুও (১৫) সুবিধা করতে পারেননি। কিন্তু রিয়ান ও ব্যাটিং অর্ডারে প্রোমোশন পাওয়া রবিচন্দ্রন অশ্বীনের (১৯ বলে ২৯) ৫৪ রানের পার্টনারশিপ গোলাপি ব্রিগেডকে ট্র্যাকে রাখে। শেষদিকে উপযোগী ব্যাটিং করেন ধ্রুব জুরেলও (২০)।

রানতাড়ায় নেমে আক্রমণাত্মক শুরু করেও ইনিংস লম্বা করতে পারেননি মিচেল মার্শ। ১২ বলে ২৩ করে তাঁর বিদায়ের ২ বল পরই নান্দ্রে বার্জারের শিকার হয়ে যান রিকি ভুঁই (০)। সেই ধাক্কা সামলে ঋষভ প্রথম বলেই বাউন্ডারি হাঁকান। পন্থের সঙ্গে ওয়ার্নারের ৬৭ রানের জুটিতে ম্যাচে ফেরত এসেছিল দিল্লি। যদিও ডেথ ওভারে রাজস্থানের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে তারা ১৭৩/৫ স্কোরে আটকে যায়।

স্বপ্নপূরণ রিজভির

চেন্নাই, ২৮ মার্চ : নিলামে চেন্নাই সুপার কিং তাঁকে কেনার পর স্বপ্নের ঘোর। গুজরাট টাইটান্সের বিরুদ্ধে আইপিএল অভিষেক। স্বপ্নের ক্রিকেটার মহেন্দ্র সিং ধোনির সতীর্থ হওয়ার সুযোগ। আইপিএলে নিজের প্রথম বলটা গ্যালারি। ১৯তম ওভারে নেমে ৬ বলে ১৪। বুঝিয়ে দেন, চেন্নাই তাঁর ওপর বিনিয়োগ করে ভুল করেনি। সবকিছু ছাপিয়ে মাহি-আবেগ।

রিজভি বলেছেন, ‘নিলামে চেন্নাই নেওয়ার পর থেকে খুশিতে ভাসছি। এমএস ধোনির সঙ্গে দেখা করার স্বপ্ন ছিল। তার ওপর এক দলে খেলা! স্বপ্নটা অবশেষে বাস্তবে পরিণত। গত কয়েকদিনে প্রচুর নেট সেশন করার সুযোগ পেয়েছি মাহিভাইয়ের সঙ্গে। টিপসও পেয়েছি। ম্যাচের আগেও আমাকে সহজাত ক্রিকেট খেলার কথা বলেন। পরামর্শ দেন, মানসিকতাতে কিছুটা পরিবর্তন দরকার। কিন্তু যেভাবে খেলতে অভ্যস্ত, সেটাই যেন চালিয়ে যাই। সাপোর্ট স্টাফরাও খুব সাহায্য করছে। যে সাহায্য নিয়ে নিজেকে আরও ক্ষুরধার করে তুলতে চাই।’

মাদ্রিদ মাস্টার্সে কোয়ার্টারে সিন্ধু

মাদ্রিদ, ২৮ মার্চ : লক্ষ্য প্যারিস অলিম্পিক। তার আগে নিজের প্রস্তুতিতে কোনও খামতি রাখতে চাইছেন না ভারতের তারকা শাটলার পিভি সিন্ধু। বৃহস্পতিবার চাইনিজ তাইপেইয়ের শাটলার হুয়াং ইয়ু-সানকে হারিয়ে মাদ্রিদ মাস্টার্সের শেষ আটে উঠেছেন তিনি। মাত্র ৩৬ মিনিটের লড়াইয়ে প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় বাছাই সিন্ধু বিশ্ব র‌্যাংকিংয়ের ৬৩ নম্বরে থাকা হুয়াংকে হারিয়েছেন ২১-১৪, ২১-১২ পয়েন্টে। তার আগে বুধবার তিনি দাপুটে জয় পেয়েছিলেন কানাডার শাটলার ওয়েন ইয়ু ঝ্যাংয়ের বিরুদ্ধে। ঝ্যাংকে হারিয়েছিলেন ২১-১৬, ২১-১২ পয়েন্টে।

তবে সিন্ধু জয়ের ধারা বজায় রাখলেও প্রতিযোগিতা থেকে আগেই বিদায় নিয়েছেন আর এক তারকা শাটলার কিদাম্বি শ্রীকান্ত। তিনি জাপানের তাকাহাশির বিরুদ্ধে ১৮-২১, ১৫-২১ পয়েন্টে পরাজিত হন।

পৃথ্বী নেই কেন, জানালেন সৌরভ

নয়াদিল্লি, ২৮ মার্চ : দিল্লি ক্যাপিটালসের প্রথম ম্যাচে ডেভিড ওয়ার্নারের সঙ্গে মিচেল মার্শকে ওপেন করতে দেখে অনেকের কপালে ভাঁজ পড়েছিল। কারণ, ওয়ার্নারের দীর্ঘদিনের ওপেনিং পার্টনার পৃথ্বী শ-কে না খেলানো। বেঞ্চে পৃথ্বী থাকা সত্ত্বেও ব্যাটিং অর্ডারে তরুণ রিকি ভুঁইকে রাখে দিল্লির থিংকট্যাংক। বৃহস্পতিবার রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধেও একই ঘটনা। পৃথ্বীর ওপর থেকে কি ভরসা উঠে গিয়েছে দিল্লি ম্যানেজমেন্টের? প্রশ্নটা তৈরি হওয়া স্বাভাবিক। মুম্বইয়ের এই আক্রমণাত্মক ব্যাটারকে না খেলানো নিয়ে স্পষ্ট বার্তা দিলেন দিল্লির ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।

সৌরভের কথায়, ‘পৃথ্বী ওপেনার। রিকি মিডল অর্ডার ব্যাটার। ব্যাটিং অর্ডারে দুইজনের স্থান ভিন্ন। তাছাড়া ওয়ার্নার ও মার্শ দীর্ঘদিন ধরে দেশের হয়ে টি২০ ক্রিকেটে ওপেন করছে। ওদের মধ্যে ভালো বোঝাপড়া আছে। তাই ওপেনিং জুটিতে ওদের ওপর ভরসা রেখেছি।’ তাছাড়া চোটের জন্য আইপিএলের প্রস্তুতির জন্য সময় পাননি পৃথ্বী। সেই বিষয়টিকেও গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলেছেন সৌরভ। তাঁর বক্তব্য, ‘আমরা ওকে খুব বেশি দিন প্রস্তুতি শিবিরে পাইনি। কাউন্টিতে চোট পাওয়ার দীর্ঘদিন পর ও ক্রিকেটে ফিরেছে। তারপর মুম্বইয়ের হয়ে রনজি ট্রফি খেলতে ব্যস্ত ছিল। তাই ওকে আমরা ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পাইনি।’ যোগ করেছেন, ‘আমরা ওর সঙ্গে চারদিনের প্রস্তুতি শিবিরের পরিকল্পনা করেছিলাম। কিন্তু জাতীয় অ্যাকাডেমি থেকে ফিট সার্টিফিকেট পাওয়ার পরই পৃথ্বী মুম্বইয়ের হয়ে রনজি খেলতে চলে যায়। রনজি ম্যাচ ছেড়ে আইপিএলের শিবিরে থাকার কোনও প্রশ্নই নেই। ১৪ মার্চ ও শিবিরে যোগ দেয়। তার আগে যাদের নিয়ে আমরা শিবির করতে পেরেছিলাম, তাদের ওপরই ভরসা রাখা হচ্ছে।’

আইপিএল কি আদৌ ক্রিকেট, সংশয়ে অশ্বীন

জয়পুর, ২৮ মার্চ : আইপিএল নিয়ে যখন গোটা দেশ মেতে রয়েছে, তখনই আইপিএল নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিলেন রাজস্থান রয়্যালসের রবিচন্দ্রন অশ্বীন। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, ‘প্রথম যখন আইপিএলে সুযোগ পাই, ভেবেছিলাম আন্তর্জাতিক তারকাদের থেকে অনেক কিছু শিখতে পারব। তখনও বুঝতে পারিনি ১০ বছর পর আইপিএল কোথায় যাবে? আজ বুঝতে পারি আইপিএলে ক্রিকেটের পাশাপাশি অনেক কিছু আছে।’ এরপরই তাঁর বিস্ফোরক মন্তব্য, ‘মাঝেমাঝে মনে হয়, আইপিএল কি আদৌ ক্রিকেট? কারণ? এখানে ক্রিকেটকেই সবার শেষে রাখা হয়। এমনও দিন গিয়েছে বিজ্ঞাপনের শুটিংয়ের মাঝে আমরা অনুশীলন করেছি। মাঠে অনুশীলনের সময়ই পাইনি।’

প্রথম ম্যাচে লখনউ সুপার জায়েন্টসের বিরুদ্ধে ৪৩ রানের গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস। বৃহস্পতিবারও কঠিন পরিস্থিতিতে ব্যাট করতে নেমে দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে অপরাজিত ৮৪ রানের ঝকঝকে ইনিংস। রয়্যালসের ব্যাটিং অর্ডারে ক্রমে অন্যতম স্তম্ভ হয়ে উঠছেন রিয়ান পরাগ। মুগ্ধ দলের ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট কুমার সাঙ্গাকারা।

রিয়ানের প্রশংসায় তিনি বলেছেন, ‘ব্যাটিং অর্ডারে ওকে ওপরের দিকে আনা ক্রিকেটীয় সিদ্ধান্ত। কীভাবে ও প্রতিবছর উন্নতি করেছে, তা আমরা লক্ষ করেছি। ও কমপ্লিট ব্যাটার। রিয়ান কঠিন পরিস্থিতিতে স্লগ ওভারে কার্যকরী ক্রিকেট খেলেছে। আমরা অনুভব করেছি যে রিয়ানকে আগের থেকেও বাড়তি দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে। ঘরোয়া ক্রিকেটে যে পারফরমেন্স করেছে, তা থেকেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।’

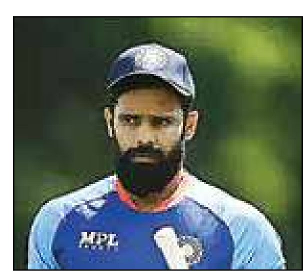

হনুমাকে শোকজ অন্ধ্র ক্রিকেট সংস্থার

ভাইজাগ, ২৮ মার্চ : হনুমা বিহারিকে শোকজ নোটিশ দিল অন্ধ্রপ্রদেশ ক্রিকেট বোর্ড। এক মাস আগে ভারতের টেস্ট ক্রিকেটার হনুমা অন্ধ্র ক্রিকেট বোর্ডের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ করে রাজ্যের হয়ে না খেলার কথা ঘোষণা করেছিলেন। তারই প্রেক্ষিতে এই নোটিশ রাজ্য সংস্থার। মাসখানেক আগে হনুমা দাবি করেছিলেন, তাঁকে চক্রান্ত করে অধিনায়কত্ব থেকে সরানো হয়েছে। পাশাপাশি সতীর্থকে বকাঝকা করার জন্য সেই ক্রিকেটারের পিতা রাজ্য সংস্থাকে হনুমার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ করেছিলেন বলেই অভিযোগ এই তারকা ক্রিকেটারের। কয়েকদিন আগেই এসিএ অ্যাপেক্স কাউন্সিলও হনুমাকে নোটিশ দিয়েছিল কিন্তু তার জবাব দেননি তিনি।

কোচ গোরানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন জকোভিচের

বেলগ্রেড, ২৮ মার্চ : নতুন বছরে এখনও পর্যন্ত স্বাভাবিক ছন্দে দেখা যায়নি সার্বিয়ান টেনিস তারকা নোভাক জকোভিচকে। বছরের শুরুতেই হাতছাড়া হয়েছে সাধের অস্ট্রেলিয়ান ওপেনও। এই পরিস্থিতিতে নিজের হারানো ফর্ম খুঁজে পেতে কোচ বদলের পরিকল্পনা করেছেন সার্বিয়ান তারকা। বিগত ছয় বছর ধরে ক্রোয়েশিয়ান কোচ গোরান ইভানিসেভিচের সঙ্গে কাজ করেছেন জোকার। এইসময়ের মধ্যে ১২টি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতেছেন তিনি। তবে এবার স্বাদবদলের পরিকল্পনা করেছেন বিশ্বের একনম্বর তারকা। ইভানিসেভিচের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা ঘোষণা করে জকোভিচ বলেছেন, ‘নিজের সার্ভিসের উন্নতি করতে ইভানিসেভিচকে দলে নিয়েছিলাম। কয়েকদিন আগে দুজনে নিজেদের সম্পর্ক ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত নিই। কোর্টের ভিতরে সম্পর্কের উত্থানপতন হলেও আমাদের বন্ধুত্ব কিন্তু বজায় থাকবে।’

প্রশ্ন তুললেন অঞ্জু

প্যারিসে নীরজ কেন পতাকাবাহক নয়

নয়াদিল্লি, ২৮ মার্চ : প্যারিস অলিম্পিকের সূচনায় ভারতের পতাকাবাহক হিসেবে বর্ষীয়ান টেবিল টেনিস খেলোয়াড় অচিন্ত্য শরথ কমলকে বাছাই করেছে সর্বভারতীয় অলিম্পিক সংস্থা। তবে অলিম্পিক সংস্থার এই সিদ্ধান্তে বেজায় ক্ষুব্ধ কিংবদন্তি অ্যাথলিট অঞ্জু ববি জর্জ। সমাজমাধ্যমে তিনি বলেছেন, ‘আশ্চর্যজনকভাবে আমাদের অলিম্পিক সংস্থা নীরজকে পতাকাবাহক হিসেবে বিবেচনা করেনি। পরিস্থিতি বিচার করলে নীরজকেই পছন্দ করা উচিত।’

এদিকে অলিম্পিক সংস্থা আসন্ন অলিম্পিকে ‘শেফ দ্য মিশন’ হিসেবে কিংবদন্তি বক্সার মেরি কমকে বেছে নিয়েছে। আর এক অলিম্পিয়ান শিবা কেষভনকে ডেপুটি শেফ দ্য মিশন করা হয়েছে। এছাড়াও শুটার গগন নারাংকে শুটিং ভিলেজের অপারেশন ইনচার্জের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। চিফ মেডিকেল অফিসারের দায়িত্ব সামলাবেন ডাঃ দিনশা পাড়িওয়ালা।

স্টিমাককে নিয়ে সিদ্ধান্ত খুব দ্রুত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ মার্চ : ইগর স্টিমাক নিজে দায়িত্ব ছাড়তে অস্বীকার করেছেন। কিন্তু তাঁকে রাখা হবে কিনা, সেই আলোচনাতেই এখন ব্যস্ত অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের কর্তা ও টেকনিকাল কমিটির সদস্যরা।

যা খবর, এই আফগানিস্তান ম্যাচে হারের দায় শুধুমাত্র তাঁর ঘাড়ে চাপিয়ে নিজেদের পিঠ বাঁচাতে চাইছেন ফেডারেশন কর্তারাও। গত বছর মার্চের পর থেকে টানা জয় উপহার দিয়ে ফুটবল ভক্তদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে যাওয়া স্টিমাককে পরবর্তীতে ইচ্ছা থাকলেও তাড়িয়ে দিতে পারেনি এআইএফএফ। আগের মহাসচিব সাজি প্রভাকরণ তাঁর সঙ্গে দুই বছরের চুক্তি করে যান এবং সেখানে শর্তে লেখা ছিল, ভারতকে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের তৃতীয় রাউন্ডে তুলতে পারলে আরও দুই বছর বাড়বে চুক্তির মেয়াদ। কিন্তু গুয়াহাটিতে হারের পর সমর্থকদের চোখে এখন সবচেয়ে বড় ভিলেন ক্রোট বিশ্বকাপারই। ফলে ফেডারেশন সভাপতির অপছন্দের কোচকে বিতাড়িত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ইতিমধ্যেই। যা খবর, তাতে আগামী দুই-তিনদিনের মধ্যেই হয়তো সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে এই বিষয়ে। একটা জায়গাতেই আটকে আছে বিষয়টি। সেটা হল ক্ষতিপূরণ কতটা দিতে হয়, সেদিকটা নিয়েই আলোচনা চলছে। নতুন কোচ হওয়ার দৌড়ে এমনকি আফগানিস্তান কোচ অ্যাশলে ওয়েস্টউডও আছেন। তবু অভিজ্ঞমহলের ধারণা, স্টিমাক নিজে রাজি না হয়ে গেলে তাঁকে জুনের আগে সরানো কঠিন।

এদিকে, এক আফগানিস্তান ম্যাচে হারই ভারতীয় ফুটবল দলের অনেক সমস্যা এবং অন্দরের কোন্দল প্রকাশ্যে এনে দিচ্ছে। জাতীয় দল নির্বাচন কোচ নয়, ফুটবলারদেরই একাংশ নিয়ন্ত্রণ করে বলেও হঠাৎ করে শোনা যাচ্ছে। ম্যাচের পরও সাজঘরে ঝামেলা হয় বলে খবর ছড়িয়েছে ইতিমধ্যেই। তবে প্রশ্ন এখানেই যে, এখনকার ফুটবলাররা অসম্ভব নিজেদের মধ্যে গুটিয়ে থাকেন। ফলে সাজঘরে যদি ঝামেলা হয়েও থাকে, তাহলে সেই খবর তাঁরা নিজেরাই বাইরে বলে বেড়াবেন, এটা বিশ্বাস করা খুবই শক্ত। সবমিলিয়ে এখন স্টিমাক-তাড়াও অ্যাজেন্ডায় বহু খবরই ইতিউতি ছাড়তে শুরু করেছে। যার মধ্যে সত্যতা কিছু থাকলেও বাকিটা ওই বিতাড়িত করার প্রক্রিয়ারই অঙ্গ বলে মনে করা হচ্ছে।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী : **মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী** কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি- ৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী- ৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ৭ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১, ফোন : ০৩৩-২২১০১২০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানামোড়, জলপাইগুড়ি- ৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড, কোচবিহার- ৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট, আলিপুরদুয়ার-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, সরযুপ্রসাদ রোড, নেতাজি মোড়, মালদা- ৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ২৪৩৬২৫১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Registration No. RN/35012/80 and Postal Reg. No. WB/NBSR/D-03/2003-08, E. Mail : uttarbanga@hotmail.com uttarbanga@yahoo.com uttarmail2014@gmail.com Website : http://www.uttarbangasambad.in